সহীহ নামায
ও
দু'আ শিক্ষা
১ম খণ্ড
আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে ফযল

সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা

(১ম খণ্ড)

ঃ প্রণেতা ঃ

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল

(রহিমাহুমাল্লাহ)

৭ম সংস্করণের প্রকাশকের আরজ

শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে বিশ্ব যখন নানা বিচিত্র বিকৃতরূপে নতুন শতাব্দিকে স্বাগত জানাতে মহা ব্যস্ত ; ব্যস্ত মহাকালের এই ক্ষণে এসে সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষার ১ম খণ্ডের ৭ম সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। অতঃপর দরুদ পেশ করছি সেই মহা নবীর প্রতি যাঁর অনুসরণে যথার্থ "নামাযকে" মুমিনের সম্মুখে দৃশ্যমান করে তোলার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তৃতীয়বারের মত নামায শিক্ষা ১ম খণ্ড আমাদের হাতে প্রকাশিত হলো যা আল্লামার নিজ হাতে করা সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা ১ম খণ্ডের সর্বশেষ সংস্করণের হুবহু অনুকরণ। ইতিমধ্যে চলতি বছরের শুরুতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (একত্রে বাঁধাই) প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের চাহিদার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে তিনটি খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখকের প্রকাশিত "কারাগার নহে শিক্ষাগার" ও "সুবহে সাদিক" বই দু'টির মুদ্রণ কাজ চলছে। আল্লামার অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ প্রকাশেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যপারে সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। আর সর্বোপরি মহান রাব্বুল 'আলামীনের নিকট তাওফীক্ব কামনা করি।

বইটি প্রকাশে প্রকাশনার সাথে জড়িতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে অবিচার করা হবে। তাঁদের সকলের আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আমার ছোট খালু বগুড়া জেলার গাবতলী থানাধীন চক সেকান্দার (পাঁচ মাইল) নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (কাজী) সাহেবের প্রতি, যার আর্থিক সহযোগিতা না পেলে এই মুহূর্তে বইটি প্রকাশের কল্পনাও করতে পারতাম না। দু'আ করি, অনন্ত দয়ার আধার আল্লাহ তা'আলা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে হেফাযত করুন। তার আলে-মালে, ঈমানে 'আমলে বারকাত দান করুন। সুস্থ দেহ-মনে হায়াতে ত্বায়্যিবাহ্ দান করুন। তার আব্বা রিয়াজ উদ্দীন (ভিলা মণ্ডল) ও ছোট ভাই আব্দুল মতীন সহ যত মুমিন-মুমিনা আত্মীয় বর্গ ইন্তিকাল করেছেন তাদের কবরে এই দ্বীনী খিদমতের সওয়াব সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে পৌঁছিয়ে দিন। আমিন !

পরিশেষে দ্বীনএর খাদিম আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল (রাহঃ) এর রুহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ যেন সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চরশী হাবীবুন্নেছা হাফেযীয়া মাদ্রাসা ও তাঁর লিখিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত দ্বীনী গ্রন্থাবলীকে কবুল করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম দায়েম রাখেন।

হে আল্লাহ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ইসলামের এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করে একে পরকালের নাযাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দাও। আমীন !

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বিনীত

তাং ১-১১-৯৯ ইসায়ী

ওবায়দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল
(আল্লামার দ্বিতীয় পুত্র)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ! আজ দ্বীনী ভাইগণের খেদমতে এই "নামায শিক্ষা" খানা পেশ করার তওফীক অর্জন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

বাজারে বর্তমানে "নামায শিক্ষা" সম্পর্কে পুস্তকের অভাব নাই– কিন্তু তাতেও সমস্ত প্রয়োজন মিটে নাই। বিশেষ করে কুরআন হাদীস এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির যথাযথ হাওয়ালাসহ একখানা পূর্ণ আদর্শ নামায শিক্ষার প্রয়োজন চতুর্দিকেই তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং এই অকিঞ্চনের নিকট ঐরূপ একখানা গ্রন্থ রচনার দাবী বহু স্থানে বহুবার উত্থাপিত হয়। বহুবিধ অযোগ্যতা এবং অসামর্থতা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে এই কঠিন কাজে ব্রতী হই। সময়ের অত্যধিক স্বল্পতা এবং অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্যেই আমাকে সংশ্লিষ্ট মসলা মাসায়েলের তাহ্কীক করার জন্য বহু সংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ মন্থন করার প্রয়োজন ঘটে। এজন্যে আমাকে কতটুকু শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে এবং একাজে কি পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছি তার বিচার ভার পাঠকবর্গের উপর। এই পুস্তক রচনায় যে সব প্রামান্য গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার একটা তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

নামায মুসলিম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব মহান অবশ্য কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠান। উহা পরিত্যাগই ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য। নামাযের নিখুঁত পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিতি এজন্যই অপরিহার্য। আর তজ্জন্যই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে কিভাবে নামায পড়তেন এবং কিভাবে তা শিক্ষা দিতেন তার যথাযথ পরিচয় জানা একান্ত দরকার।

আব্দুল্লাহ বিন ফজল

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ ঈঃ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবার একটু বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলাম। আমার চিরাচরিত ব্যস্ততার দরুন এবারেও কিছু ভুল থাকা সম্ভব। তবে এবারে কিছু নূতন বিষয় সংযোজন করেছি, আর কাগজের মূল্য ও মুদ্রণে ব্যয়ও বেড়েছে, সুতরাং বাধ্য হয়ে বই এর দাম কিঞ্চিৎ বাড়াতে হ'ল।

দ্বীনদার ভাই বোনেরা এ খেদমত গ্রহণ করলে এবং এতে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

আরজ গুজার

জানুয়ারী ১৯৭১ ঈঃ — আব্দুল্লাহ বিন ফজল

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা অনুসারে এই বই এর তৃতীয় সংস্করণ আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রকাশিত হল। এজন্য জানাই আল্লাহর দরগাহে অকুণ্ঠ শুকরিয়া।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই বই দ্বারা যত বেশী উপকৃত হবেন, আমার পক্ষে তা হবে তত বেশী আনন্দের কারণ।

২৪-৯-৭৭ ঈঃ আব্দুল্লাহ বিন ফজল

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সহীহ নামায ও দোয়া শিক্ষা এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এজন্য সমস্ত প্রশংসা ও অকুণ্ঠ শুকরিয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য।

পাঠক-পাঠিকাগণ এই বই দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন এবং এর বিপুল চাহিদা রয়েছে চতুর্থ সংস্করণের প্রভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এতে কিছু নূতন কথা সংযোজিত হয়েছে। কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে, এজন্য এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম।

১২-১২-৮৩ ঈঃ আব্দুল্লাহ বিন ফজল

সূচীপত্র

সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা

প্রথম খণ্ডের প্রমাণপঞ্জী

১। কুরআন মজীদ মুআররা
২। কুরআন মাজীদ মুতারজাম

তাফসীরুল-কুরআন

২। তফসীরে কাবীর
৩। তফসীরে ইবনে কাসীর
৪। " বায়যাভী
৫। " দুর্‌রে মান্‌সুর
৬। " খাযেন
৭। " ইবনে মারদুওয়ায়াত
৮। " মাআলিমুত তান্‌যীল
৯। " হুসায়নী
১০। " আযীযী
১১। " ফতহুল বয়ান
১২। " আল ইতকান
১৩। " হাশীয়া বায়যাভী

মত্‌নে হাদীস

১৪। বুখারী
১৫। মুসলিম
১৬। নাসায়ী
১৭। আবু দাউদ
১৮। তিরমিযী
১৯। ইবনে মাজাহ
২০। মুয়াত্তা মালেক
২১। মুসনদে আহমদ
২২। দারাকুতনী
২৩। দারেমী
২৪। বায়হাকী
২৫। মুস্তাদরকে হাকিম
২৬। ইবনে হিব্বান
২৭। মুয়াত্তা মোহাম্মদ
২৮। তাবারানী
২৯। ইবনে আবী শায়বাহ
৩০। বায্‌যার
৩১। মায়ওয়াযী
৩২। ইবনে খুযায়মাহ
৩৩। মুসনদে আঃ রায্‌যাক
৩৪। মুসনদে ইবনে আবী
৩৫। বুলুগুল মারাম
৩৬। আত্‌তারগীব ওয়াত
৩৭। তালখীসুল হাবীর
৩৮। রাযীন
৩৯। 'মুসনদে ইমাম আবু হানীফা'
৪০। মুসনদে ইমাম শাফেয়ী
৪১। মুসনদে আবু নঈম
৪২। " শরহিয়াবী
৪৩। ইবনে সুন্নী
৪৪। " কানযুল উম্মাল
৪৫। জুযউল কিরাআত, বুখারী
৪৬। জুয্‌এ সুবকী
৪৭। কিতাবুল কিরাআত, বায়হাকী
৪৮। হুলইয়া
৪৯। আল জামিউস সগীর সৈয়ূতী

শরুহাতুল আহাদীস

৫০। ফতহুল বারী
৫১। নায়লুল আওতার
৫২। আউনুল মা'বুদ
৫৩। নব্বী
৫৪। তুহফাতুল আহওয়াযী
৫৫। মাআলিমুস সুনান
৫৬। শরহে সুন্নাহ
৫৭। উমদাতুলকারী (আইনী)

৫৮। মিরআতুল মাফাতীহ
৫৯। বযলুস মাযহুদ
৬০। আরফশ্ শাযী
৬১। আলখঅয়রুল জারী
৬২। রাফউল উজাজাহ
৬৩। মিসকুল খিতাম
৬৪। তানবীরুল হাওয়ালেক
৬৫। সুবুলুস সালাম
৬৬। তা'আলীকুল মুগনী
৬৭। রহমাতুল মোহদাৎ
৬৮। শরহে 'মুসনদে আবু হানীফা'

ফিকহুল হাদীস

৬৯। আল মুগনী
৭০। মুহাল্লা
৭১। এহকামুল আহকাম
৭২। শরহে মাআনীউল আসার (তাহাবী)
৭৩। ইগাসাতুল লাহফান
৭৪। গুনইয়াতুত ত্বালেবীন
৭৫। তাইসীরুল মাকাল
৭৬। যাদুল মা'আদ
৭৭। ইলামুল মু'য়াক্কেঈন
৭৮। কিতাবুল উম
৭৯। মিযানে শাআরানী
৮০। আর্‌রওযাতুন নাদীয়াহ
৮১। ফিকহুস সুনানে ওয়াল আসার
৮২। জামেউর রেওয়ায়ত
৮৩। মাজমাউয যাওয়ায়েদ
৮৪। তা'লীকুল মুমাজ্জাদ
৮৫। তাইসিরুল উসুল
৮৬। জমউল ফাওয়ায়েদ
৮৭। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা
৮৮। দিরাসাতুল লবীব
৮৯। (ক) বালাগুল মুবীন
৮৯। (খ) ইমামুল কালাম
৮৯। (গ) এহইয়াউল উলুম
৮৯। (ঘ) তাহকীকুল কালাম
৮৯। (ঙ) মুশকিলুল্ ওসীত

ফিকাহ

৯০। হিদায়া
৯১। ফতহুল কাদীর
৯২। জামে সগীর
৯৩। ফিকহুল আকবর
৯৪। মুন্তাকা
৯৫। শরহে বেকায়াহ
৯৬। নসবুর রায়াহ
৯৭। সেআয়াহ
৯৮। বাদায়ে
৯৯। রেআয়াহ
১০০। মুনইয়াহ্
১০১। হাকীকাতুল ফিকাহ
১০২। কুদূরী
১০৩। মা-লা বুদ্দা মিনহু
১০৪। রাহে-নাজাত
১০৫। বেহেশ্তী যেওর

তাজবীদ

১০৬। হুরুফুল হেজা
১০৭। জুহদুল মুকেল
১০৮। নাসরে মিনহাজ
১০৯। তমবাতুন নসর
১১০। রিসালা আঃ রহীম
১১১। রাশহায়ে ফরযে শাতেবী
১১২। বুরহান
১১৩। তাজনীস
১১৪। আলবায়ানুল জামীল
১১৫। রিসালা নজমুদ্দীন

ফাতাওয়া

১১৬। ফাতাওয়া আলমগীরী
১১৭। ফাতাওয়া শামী
১১৮। মজমুআ ফাতাওয়া
১১৯। আযীযুল ফাতাওয়া
১২০। ফাতাওয়া নাযীরীয়াহ
১২১। ফাতাওয়া কাযী খান
১২২। " এতাবীয়াহ
১২৩। ফাতাওয়া সমরকন্দী
১২৪। " নকশ বন্দীয়া
১২৫। মুখ্তারুল ফাতাওয়া
১২৬। " বুরহানীয়াহ
১২৭। মজমুআ সুলতানী
১২৮। খাজানাতুল মুফতীন
১২৯। খাযানায়ে মুকাম্মাল
১৩০। খানীয়াহ
১৩১। খুলাসাতুল ফাতাওয়া
১৩২। খাযানাতুল রেওয়ায়াত
১৩৩। " বায্যাযীয়া
১৩৪। যাহীরাহ্
১৩৫। " তাতার খানীয়াহ
১৩৬। রাসায়িলুল আরকান
১৩৭। জামেউর রেওয়ায়াত
১৩৮। দুররে মুখতার
১৩৯। যখীরায়ে কুরদরী
১৪০। নহরুল ফায়েক
১৪১। মজমাউয-যাওয়ায়েদ

বিভিন্ন

১৪২। শাফীয়াহ
১৪৩। যারবরদী
১৪৪। মাজমাউল বেহার
১৪৫। শরহে আকায়েদ নসফী
১৪৬। ফসুলে আকবরী
১৪৭। আল মুস্তাতরফ
১৪৮। তালীমুদ্দীন
১৪৯। এসতিবরাহ
১৫০। মুফীদুল আহনাফ
১৫১। ইসলাহুর রুসুম
১৫২। জাওয়াহেরে সাঈয়েরা
১৫৩। সিরাতুল মুস্তাকীম
১৫৪। ফাতহুল গফুর
১৫৫। সিফরুস সাআদাত
১৫৬। মিফতাহুস সালাত
১৫৭। মাহাসেনুল আমাল
১৫৮। যাদুল আখেরাত
১৫৯। কিমীয়ায়ে সাআদাত
১৬০। কাশফুল গুম্মা
১৬১। তানবীরুল আইনায়েন
১৬২। রাহ্মাতুল উম্মাৎ
১৬৩। রাফউস ইয়াদায়েন
১৬৪। হুকমুন নবী
১৬৫। কুনুযুল হাকায়েক
১৬৬। ফাযযুল বেআ
১৬৭। কিতাবুল আদইয়াহ
১৬৮। তারীখে কাবীর
১৬৯। আদাবুল মুফরাদ

بعض الكتب المذكورة لم توجد في هذا الزمان مطبوعة وإنما
ذكرتها معتيدا على من ننقل من تلك الكتب-

সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা

১ম খণ্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلَا عدوان إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

আঊযুবিল্লাহ পাঠের আবশ্যকতা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম

অর্থ ঃ "আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাস আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সকল মহৎ কাজে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য তাঁরা বিশ্ব-প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদ পাঠ করার পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যথা ঃ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

অর্থ ঃ "যখন তুমি কুরআন মাজীদ পাঠ করবে তার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ কর।" (সূরা নহল -৯৮ আয়াত)

কারণ 'আউযুবিল্লাহ' পাঠকারীকে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না এবং সে তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।

অনেক সময় দেখা যায় সভা সমিতিতে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন কোন লোক 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ না করেই হড় হড় করে কুরআন মাজীদের আয়াত পড়তে থাকে, ইহা খুবই অন্যায়। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য হুকুম অমান্য করা হয়। তবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত ছাড়া অন্যান্য কিতাবপত্র এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করার প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না।

বিস্‌মিল্লাহ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ "পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।"

মুসলমানের সারা জীবনের প্রতিটি কাজ শুভ ও মঙ্গলময় হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। তাই তাদের সকল কাজের শুরুতে দয়াময় প্রভু আল্লাহর নাম স্মরণ করে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করার জন্য শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। যথা ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرذي بال لايبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقطع * جامع صغير

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমিয়েছেন যে, কোন নেক কাজ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করা ছাড়া আরম্ভ করলে কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(জামে সগীর,সয়্যূতী,২য় খণ্ড ১২ পৃঃ)

বিভিন্ন প্রকার কাজে বিস্‌মিল্লাহর প্রয়োগ

১। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার পূর্বে নিম্নলিখিত পূর্ণ বিস্‌মিল্লাহ পড়তে হবেঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২। চিঠিপত্র লিখার পূর্বেও লিখতে হবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রমাণঃ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩। অযু করার পূর্বে এবং

৪। খানা খাওয়ার পূর্বে শুধু বিস্‌মিল্লাহ পড়া জায়েজ। তবে পূর্ণ বিস্‌মিল্লাহ পড়া উত্তম। (তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে তিরমিযী, আওনুল মাবুদ শরহে আবি দাউদ)

৫। যবেহ করার সময় পড়তে হবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَكْبَرُ

৬। ব্যথা কষ্টের সময় পড়তে হবে ঃ

* بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

(সহীহুল কালিমুত তাইয়্যেব)

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরযিনা বিরীক্বাতি বা'যিনা লি-য়ুশফা সাক্বীমুনা বিইয্‌নি রাব্বিনা।

অর্থঃ আল্লাহর নাম নিয়ে– আমাদের যমীনের মাটি, আমাদের কারোও থুথুর সহিত মিলিয়ে আমাদের প্রভু-পরোয়ার্দিগারের অনুমতিক্রমে আমাদের রোগীকে আরোগ্য করিবে।

৭। নৌকায় চাপলে পড়তে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ

(সূরাঃ হুদ ৪১)

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি, আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমা পরায়ণ ও মেহেরবান।

৮। স্ত্রীর সহিত মিলনের সময় পড়তে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্নাশ শাইতানা ওয়াজান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাক্তানা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (আমরা মিলতেছি)। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে প্রদান করবে তার নিকট হতেও শয়তানকে দূরে রাখিও। (বুখারী)

৯। সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার পড়তে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুর্রু মা' আসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালাফিস্সামায়ি ওয়াহুয়াস্সামিউল্ আলীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যাঁর নামের সাথে যমীন ও আসমানে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি হচ্ছেন শ্রোতা জ্ঞাতা।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্)

১০। পরিবহন ও পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ কালে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করতেন শুধু বিসমিল্লাহ। (সহীহুল কালিমুত তাইয়েব)

১১। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় পড়া সুন্নত ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাললাহ।

অর্থঃ আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)।

১২। শয্যা গ্রহণের সময় পড়তে হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ لِلّٰهِ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওযাতু যাম্বিলিল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে আমার পার্শ্ব স্থাপন করছি।

(আবূ দাউদ, মির'আত, শরহে মিশকাত)

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম পূত-পবিত্র, মঙ্গলময় ও শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দরতম জীবন-ব্যবস্থা। বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব, আর তাঁর প্রেরিত রাসূলদের ও অবতারিত কিতাব প্রভৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুকুম পালনের নাম ইসলাম।

পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম প্রচলিত রয়েছে তার প্রত্যেকটিই কোন না কোন ব্যক্তি, গোত্র কিংবা স্থানের নামে পরিচিত এবং নামাঙ্কিত রয়েছে। যথাঃ ইহুদী গোত্রের নামে প্রচারিত ধর্মের নাম ''ইয়াহুদ'', বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের নাম ''বৌদ্ধ ধর্ম'', জরদশতের প্রচারিত ধর্ম "জরদশতী" এবং আদিতে সিন্ধুদের তীরবর্তী এলাকায় প্রচারিত ও হিন্দুস্তানে প্রচলিত ধর্মমতের নাম "হিন্দু ধর্ম"। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এরূপ কোন ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এর এমন মহান নামকরণ হয়েছে যার এক অর্থ "শান্তি" এবং অপর অর্থ - "আল্লাহতে আত্মসমর্পণ"। কি চমৎকার এর নাম!

তাওহীদ স্বীকার করার দিক দিয়ে দেখতে গেলে দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকেই এই ধর্মের শুরু। ইসলাম ধর্মে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা ততোধিক নবী প্রেরিত হয়েছেন,- (হাকিম, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান)

তবে অত্র ধর্ম পালনকারীদের নাম স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে 'মুসলমান' রেখে গেছেন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। যথা ঃ- কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

ملة ابيكم ابراهيم هو سمكم المسلمين *

অর্থ ঃ "তোমাদের মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন! (সূরাঃ হজ্জ ৭৮ আয়াত)

তবে আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণ পরিণত রূপ দিয়ে গেছেন। এই দ্বীন ইসলাম সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ *

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত ও পছন্দনীয়) ধর্ম।" (সূরা আল ইমরান ১৯ আয়াত)

পৃথিবীতে যুগে যুগে মানুষ যত প্রকার ধর্ম আবিষ্কার করেছে– একটিও মুক্তি এবং ঋদ্ধির ধর্ম নয়– সে সবগুলো কেবল "লোকাচার" মাত্র। এই বিশ্ব-ধর্ম ইসলাম পালন ব্যাতিরেকে কোন মানুষের মুক্তির উপায় নাই। তাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করবে তা কস্মিনকালে গৃহীত হবে না (আল্লাহ কবুল করবেন না) এবং পরিণামে সে হবে মহা ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরাঃ আল ইমরান ৮৫ আয়াত)

ইসলাম ধর্মের মূল সম্বন্ধে হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ *

(بخاري ومسلم)

অর্থ ঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ কালেমা, নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা"। (বুখারী, মুসলিম)

এই পাঁচটি ছাড়া ইসলাম ধর্মে আরও বহু করণীয় কর্তব্য রয়েছে। কালেমা, নামায, রোযা এই তিনটি ধনী, গরীব, নর-নারী প্রত্যেকের উপরই সমানভাবে ফরয ; আর যাকাত ও হজ্জ এ দুটি শুধু ধনীদের কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, "উক্ত পাঁচটির কোন একটি ত্যাগ করলে অপরগুলি গৃহীত হবেনা।" (রাহমাতুল মোহদাৎ ও হুলইয়া)

অতএব "যার প্রতি সব কটাই ফরজ হয়েছে তার নামায ভিন্ন কালেমা, রোযা, যাকাত, হজ্জ কবুল হবেনা। অনুরূপভাবে কালেমা ভিন্ন রোযা, যাকাত, হজ্জ গৃহীত হবেনা। এইরূপ রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বেলাতেও প্রযোজ্য।" (হুলইয়া)

ইসলামের মূল ভিত্তি পঞ্চের যে কোন একটিকে অবিশ্বাস করে পরিত্যাগ করলে ইসলাম থেকে খারেজ হওয়ারও সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কেননা ইসলাম শুধু মুখে স্বীকারোক্তির নামই নয়, বরং অন্তরে বিশ্বাস করা আর কার্যতঃ রূপায়ণও ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাচনিক বর্ণিত উপরোল্লেখিত ইসলামের ভিত্তি পঞ্চকে অবশ্য কর্তব্য বলে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে এবং কার্যত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতির প্রতি তাকীদ ও উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

صلوا خمسكم وصوموا شهركم ادو زكوة اموالكم واطيعوا اذا امركم تدخلوا جنة ربكم *

অর্থ ঃ তোমরা পাঞ্জেগানা নামায সমাধা কর, (রমযান) মাসের রোযা পালন কর, মালের যাকাত আদায় কর এবং শাসনকর্ত্তাদের অনুগত হও; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের (প্রতিদান স্বরূপ) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ, তিরমিযী)

ইসলামের মূলমন্ত্র

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র কালেমা তৈয়্যেবা ঃ

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

অর্থ ঃ " কোন উপাস্য নাই আল্লাহ ব্যতীত; মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।"

এই কালেমা তৈয়্যেবা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً *

অর্থ ঃ "তুমি কি দেখ নাই আল্লাহ তা'আলা কেমনভাবে বৃক্ষের সঙ্গে কালেমা তৈয়্যেবার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ?" (সূরাঃ ইব্রাহীম ২৪ আয়াত)

এই কালেমা উচ্চারণের মধ্যে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, ইহার প্রথম শব্দ লা لَا কে দীর্ঘ করে পড়তে হবে। কারণ দীর্ঘ লা لَاএর অর্থ হলো 'না' অথবা 'নাই', আর খাট লা لَ এর অর্থ হচ্ছে "নিশ্চয়ই আছে"। অতএব কালেমার মধ্যে لَا লা'কে খাটো করে لَ উচ্চারণ করলে অর্থ হবে– নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া বহু উপাস্য মা'বুদ আছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। এই ধরনের উচ্চারণে শক্ত গুনাহগার হতে হবে। অতএব কালেমা উচ্চারণ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করার পর তাঁর তৌহিদের প্রতিকূলে শির্ক করলে যেমন মুসলমান বেদ্বীন হয়ে যায়, তেমনি কালেমার শেষাংশে মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূল হিসাবে মেনে নেওয়ার ওয়াদা করার পর তাঁর সুন্নাতের খিলাফে বিদ্আত করলে তেমনি তাঁর উম্মত থেকে খারেজ হবে। (আল-হাদীস)

চারি কালেমার ফযীলত

১। কালেমা তৈয়্যেবা ঃ

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন- যে ব্যক্তি কালেমা তৈয়্যেবা পাঠ করবে (এবং উহার শর্তের প্রতি আমল করে মারা যাবে) সে অবশ্যই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

২। কালেমা শাহাদাৎ ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুল্লাহ্।

অর্থাৎ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করবে তার প্রতি দোযখের আগুন হারাম হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

৩। কালেমা তাওহীদ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল-মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজ্য ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি কালেমা তাওহীদ পাঠ করবে তার গুনাহ সমূহ মা'ফ হয়ে যাবে।

(বুখারী, মুসলিম)

৪। কালেমা তামজীদ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ "আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহ সর্ব মহান।"

জনাব রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- যে ব্যক্তি কালেমা তামজীদ পাঠ করবে সে বিপদ-আপদ হ'তে রক্ষা পাবে। (মুসলিম)

বর্তমান যুগে একদল লোক শুধু কালেমা পড়েই ইসলামের দাবী করে থাকে, তারা নামায পড়ে না। তাদের কালেমা পাঠের কোন ফল নাই। যথাঃ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেনঃ

لَا يَقْبَلُهُ اللّٰهُ اِلاَّ بِالصَّلٰوةِ *

উচ্চারণ ঃ লা ইয়াক্‌বালুহুল্লাহ ইল্লা বিস্‌সালাত।

অর্থ ঃ "নামায না পড়লে শুধু কালেমা পড়াকে আল্লাহ কবুল করবেন না।" (দারকুতনী, বায়হাকী)

ঈমানের ব্যাখ্যা

শরীয়তে ইস্‌লামের পরিভাষায় ঈমান অর্থ আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী বলে মেনে নেওয়া ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আল্লাহ যা নাযেল করেছেন সেগুলো অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে তার প্রতি আমল করা। (বুখারী, শরহে আকায়েদে নসফী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাতটি বস্তুর প্রতি ঈমান আনার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে এইঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ *

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়ালবাসি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ "আমি ঈমান আনলাম (অন্তরের সহিত বিশ্বাস করলাম) (১) আল্লাহর প্রতি, (২) তাঁর ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি, (৩) তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, (৪) তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি, (৫) শেষ দিনের (বিচার দিবসের প্রতি), (৬) তক্বদীরের ভালমন্দ আল্লাহর তরফ থেকে হওয়ার প্রতি এবং (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) দশটি বস্তুর প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

ما يجب الإيمان به عسر يجب أن يقول أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار *

অর্থ ঃ "যে দশটি বস্তুর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজেব তাহা এইঃ (১) আল্লাহ, (২) তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ , (৩) তাঁর কিতাব-সমূহ, (৪) তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরগণ, (৫) তক্বদীরের ভালমন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া, (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (৭) পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ, (৮) তুলাদণ্ড মীযান, (৯) বেহেশ্‌ত এবং (১০) দোযখ।" (শরহে ফিকহুল আকবর)

ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا إله إلا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان *

অর্থ ঃ ঈমানের কিঞ্চিদধিক সত্তরটি শাখা আছে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা আর সর্বনিম্ন হলো কষ্টদায়ক বস্তুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

আমল না করে শুধু মুখে ঈমান আনলে চলবে না।

এই মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابن عمر (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يقبل الإيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان *

অর্থ ঃ "ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, ঈমান ব্যতীত আমল এবং আমল ব্যতীত ঈমান কবুল হবে না। (তাবারানী, কাবীর)

মুখে ঈমান আনলাম বলে তা আমলে (কাজে) পরিণত না করলে তজ্জন্য আল্লাহ্ খুব রাগান্বিত হন। যথা ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ *

অর্থ ঃ " ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা বল কেন ? তোমরা যাহা কর না তাহা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট বড়ই অসন্তুষ্টির বিষয়।"

(সূরাঃ আস্‌সফ ঃ ২ আয়াত)

ঈমান কমে এবং বাড়ে

কুরআন-হাদীস আলোচনা করলে দেখা যায়–মানুষের ঈমান কমে এবং বাড়ে। যথা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ *

অর্থ ঃ "যাতে করে তাদের সাথে এদের ঈমান বৃদ্ধি হয়।"

(সূরাঃ ফাতাহ ঃ ৪ আয়াত)

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا *

অর্থ ঃ " যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বর্দ্ধিত হয় (বেশী হয়) ।" (সূরাঃ আনফাল ঃ ২ আয়াত)

আরো প্রয়োজন মনে করলে দেখুন "সূরা বাকারাহ, সূরা আল্ এমরান, সূরা কাহাফ, সূরা তৌবা, সূরা আহ্যাব, সূরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সূরা মরঈয়ম ইত্যাদি ।"

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ الإيمان يزيد وينقص *

অর্থ ঃ "ঈমান বাড়ে এবং কমে ।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ ও মুয়াত্তা মালেক)

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার (রহঃ) নিকট নবী, ওলী, আলেম, জাহেল, নেককার-বদকার সকলের ঈমান নাকি একই সমান! তাঁর উক্তি বলে কথিত বাণী হলো ঃ

الإيمان لا يزيد ولا ينقص *

অর্থ ঃ "ঈমান বাড়েও না কমেও না ।"

(ফিকহুল আকবর ঃ ১১ পৃঃ শরহে ফিকহিল আকবর মোল্লা আলী ক্বারী, ৫ পৃঃ ও শরহে আকায়েদে নসফী, ৯ পৃঃ) ।

দশটি যরুরী মাসআলা

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطر : قص الشارب وأعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء والختان *

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, দশটি বস্তু হইতেছে প্রকৃতিগত কর্তব্য [অর্থাৎ

স্বাভাবিক ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল ও উপকারী। (১) মোচ (গোঁফ) কাট করে ফেলা (লম্বা মোচ রাখা হারাম এবং মোচের কোণা লম্বা রাখাও নাজায়েয), (২) দাড়ি লম্বাভাবে রেখে দেয়া [দাড়ি কাটা, ছাঁটা, মোড়ান কোন কিছুই করা যাবে না। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি দাড়ি রাখেনা সে ইয়াহুদ নাসারার সমতুল্য-তাহাবী], (৩) মেসওয়াক করা, (৪) ওযুর সময় নাকে পানি দিয়ে ভাল ভাবে ঝাড়া (পরিষ্কার করা), (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা (আঙ্গুলের জোড়ার মধ্যে অসাবধানতায় যে ধুলাবালি ও ময়লা ইত্যাদি থেকে যায় সেগুলো ভালভাবে ধোয়া), (৭) বগলের চুল তুলে ফেলা, (৮) নাভির নীচের পশম কামানো (চেঁছে ফেলা) সপ্তাহ অন্তর গুপ্ত স্থানে ক্ষৌর কার্য্য করা দরকার কিন্তু চল্লিশ দিন অতিক্রম হ'লে না কাটার জন্য গুণাহগার হবে। (বুখারী) (৯) পায়খানা পেশাবের পর পানি দ্বারা সংশ্লিষ্ট স্থান উত্তমরূপে ধৌত করা এবং (১০) খাৎনা করা।

(মুসলিম, আহমাদ, মু'আলিমুস সুনান ও জামেউস্ সাগীর)

পেশাব পায়খানা করার আদব-কায়দা ও দু'আ

যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং আদর্শ জীবন ব্যবস্থা, কাজেই এতে যাবতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সর্ব উত্তম বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেনঃ "খোলা জায়গায় বসে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করবে না।"- (বুখারী ও মুসলিম)। ফলবান বৃক্ষের নীচে, নদী ও পুষ্করিণীর ঘাটে, গোসল খানায় এবং আবদ্ধ পানিতে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ-(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

গর্তের মধ্যে পেশাব করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ- (আবু দাউদ ও নাসায়ী)। মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় পর্দা করা কর্তব্য- (ইবনু মাজাহ)। দেওয়াল পরিবেষ্টিত পায়খানায় [ওজর বশতঃ ইমাম শাফী (রহঃ) এর নিকট] যে কোন দিকে মুখ ও পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা জায়েয- (বুখারী ও মুসলিম)। পায়খানায় নিরাপদে বসার পর কাপড় উঠাবে, আগে থেকে কাপড় উঠান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।- (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। পেশাব করা কালে ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধরা নিষেধ - (বুখারী ও মুসলিম)। যে সকল নর-নারী পরস্পর

নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা করতে বসে একে অপরের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকায় এবং কথাবার্তা বলে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ভীষণ রাগান্বিত হন। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)। মল-মূত্র ত্যাগের পর শুধু ঢিলা কুলুখ দ্বারা পাক হওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের পানি লওয়া যরুরী আর পুরুষদের পক্ষে আফযাল। – (আবূ দাউদ, দারকুতনী, নাসায়ী ও নায়লুল আওতার)। পেশাব পায়খানার সময় সালামের জওয়াব দেওয়া নিষিদ্ধ। (আবূ দাউদ)

পেশাব পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুষ্ট জ্বিন ও পরী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)

পায়খানা করে ফিরার সময়ের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ *

১। উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া 'আফানী।

অর্থ ঃ " সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করলেন।" (ইবনু মাজাহ্)

غُفْرَانَكَ ২। উচ্চারণ ঃ গুফ্রানাকা।

অর্থ ঃ " প্রভু হে ! তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্, দারেমী)

যে সমস্ত আংটি, লকেট ও অলংকারাদিতে আল্লাহর নাম অংকিত থাকে সে সব খুলে অথবা ঢেকে নিয়ে পায়খানায় যেতে হবে। (আবূ দাউদ)

ঢিলা কুলুখের বিবরণ

পায়খানা করার পর প্রয়োজন মত ১, ৩, ৫, ৭ এবং ততোধিক ঢিলা দ্বারা কুলুখ করবে। বেজোড় কুলুখ লওয়া সুন্নাত। (নাসায়ী, আবূ দাঊদ, আহ্মাদ)। কিন্তু পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহার করার নির্দেশ হাদীসে নেই। পুরুষাঙ্গের মাথায় কুলুখ ধরে, দশ, বিশ, চল্লিশ, সত্তর বা একশ কদম হাঁটা এবং পায়ে পায়ে কাঁচি দেয়া , হেলাদুলা ও উঠা-বসা, খুব জোরে জোরে কাশি দেওয়া ইত্যাদি যা কোন কোন লোক করে থাকে সে সবের নির্দেশ হাদীসে নেই। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (হানাফী) সাহেব লিখেছেন, " বেহায়ার মত কুলুখ নিয়ে ফিরবে না।" (তালীমুদ্দীন, বাং ৫৯ পৃঃ ও ইস্তিবরাহ ১ম খণ্ড ১-২ পৃঃ)

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) লিখেছেন ঃ "পেশাবের পর জোরে জোরে কাশি দেওয়া, উঠা-বসা করা, জননেন্দ্রিয়ের সূরাখ দেখা ও তার মধ্যে পানি দেওয়া এসব মনের সন্দেহ আর শয়তানের ওয়াসওয়াসা মাত্র।"

(ইগাসাতুল্ লাহ্ফান ১৬৮ পৃঃ, ফতোয়ায়ে শামী ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃঃ, ফতোয়া আলমগীরি ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)

পানির বিবরণ

পানিই হলো সমস্ত পবিত্রতার মূল। অতএব যাতে পবিত্র পানি দিয়ে অযু, গোসল এবং খাওয়া-দাওয়া করা যায় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ *

অর্থ ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন ঃ "তোমাদের কেহ যেন ঘুম থেকে জেগে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত না ডুবায়, কারণ জানা নাই যে, রাত্রে তার হাত কোথায় কী অবস্থায় ছিল।" (বুখারী, মুসলিম)

কোন জায়গায় দুই কুল্লা অর্থাৎ ৫ মশক সওয়া ছয় মণ) পানি থাকলে তাতে নাপাক বস্তু পতিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত তার গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তিত না হবে সেইপানি ততক্ষণ পর্যন্ত না-পাক হবে না।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারেমী)।

কিন্তু সওয়া ছয় মণ পরিমাণ পানিতে না-পাকী পড়ে রং, স্বাদ ও গন্ধ যে কোন একটি বদলে গেলে সে পানি না পাক হবে। -- (ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী)। সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝরণা, পুষ্করিণী, কূয়া, নলকুপ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির পানি সর্বদা পাক থাকে। গভীর পানিতে লতা-পাতা, ঘাস ইত্যাদি পচে গেলে অথবা জলচর এবং রক্তহীন প্রাণী পড়ে মরে গেলেও উক্ত পানি নাপাক হবে না- (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, বিড়ালের খাওয়া পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয - (মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন, গাধার খাওয়া পানিতে ওযু করা জায়েয। (শরহে সুন্নাহ)

ঋতু বা হায়েযের বিবরণ

প্রাপ্ত বয়স্কা নারীদের প্রত্যেক মাসেই কয়েক দিন করে স্বাভাবিকভাবে যে রক্ত স্রাব হয় উহাকে ঋতু বা হায়েয বলে। কত বৎসর বয়সে এই রক্ত স্রাব আরম্ভ হবে হাদীসে তার কোন বিবরণ নেই। রক্ত স্রাব সকলের সমান হয় না। কারও তিন দিন, কারও পাঁচ দিন, কারও সাত দিন এবং কারও দশ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। মেয়েদের যৌবনের সর্বপ্রথম যে কয় দিন রক্ত স্রাব হয় সেই কয় দিনকেই হায়েয বলে ধরে নিবে। (সিহাহ সিত্তাহ)

হায়েযের নির্দিষ্ট মুদ্দত সম্বন্ধে কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের প্রথম স্রাবের দিনগুলিকে হায়েয ধরে নিয়ে পরবর্তী সময়ে বেশী দিনের স্রাবকে এস্তেহাযা বলা হবে।

সহীহ হাদীস মতে কেউ যদি এক দিনে পাক হয়ে যায় তবে সে গোসল করে নামায পড়বে। আর যদি তার প্রথম যৌবনে যে কয়দিন হায়েয হয়েছিল পরের সময়গুলিতে তার পূর্ব দিনগুলি ছাড়িয়ে যায় তবে আগের হিসাবের দিন বাদ দিয়ে অতিরিক্ত দিনগুলিতে গোসল করে নামায পড়তে হবে।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, মেয়েদের প্রথম যৌবনে কতদিন স্রাব হয়েছিল তা যদি মনে না থাকে তবে তারা ৬ অথবা ৭ দিন হায়েয ধরে নিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলিতে গোসল করে নামায পড়বে।

(আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

হানাফী মাযহাবের ফেকাহ্ গ্রন্থের বর্ণনামতে হায়েযের উর্ধ্ব মিয়াদ ১০ দিন ও নিম্ন মিয়াদ ৩ দিন। (শরহে বেকায়াহ)

ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, হায়েযের মুদ্দত সম্বন্ধে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। 'আতা বিন আবী রিবাহ (রহঃ)-এর নিকট কমপক্ষে এক দিন এক রাত ও বেশীর পক্ষে ১৫ (পনের) দিন। আর এটাই আওয়াযী, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবূ ওবায়েদের মত। (তিরমিযী)

যে কয়েক দিন হায়েয থাকবে সে দিনগুলো নামায মাফ, কিন্তু হায়েয অবস্থায় রমযানের রোযা না রেখে অন্য মাসে কাযা করতে হ'বে।

"ঋতু থেকে পাক হয়ে গোসল করার সময় গোসলের পানিতে লবণ মিশাবে।" (আবূ দাউদ)

ঋতু হতে পাক হয়ে গোসলের পর ন্যাকড়া কিংবা তুলার খুশবু লাগায়ে লজ্জাস্থানে রাখা ভাল। (নাসায়ী)

হায়েয অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজ করা নিষিদ্ধ ঃ

(১) কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা, (২) বিনা গেলাফে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা, (৩) কুরআন মাজীদ পড়ান, (৪) নামায পড়া, (৫) রোযা রাখা, (৬) সেজদায়ে শুক্‌র করা, (৭) সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা এবং (৮) স্বামী সহবাস করা। (সিহাহ সিত্তাহ)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ *

অর্থ ঃ "সুতরাং তোমরা রক্তস্রাব কালে স্ত্রী-সঙ্গম বর্জন করিবে এবং পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না।" (সূরা ঃ বাকারাহ ২২২ আয়াত)

"স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় হালাল জেনে সহবাস করা কুফুরী কাজ।"
(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারকুতনী)

"আর যদি হারাম জেনেও সহবাস করে তবে কবীরা গুনাহ হবে।" (তিরমিযী)

হায়েযের প্রথম অবস্থায় (যখন লাল রক্ত দেখা যায়) সহবাস করলে সাড়ে চার আনী ও শেষ অবস্থায় (যখন হলদে রক্ত দেখা যায়) সহবাস করলে সোয়া দুই আনী পরিমাণ স্বর্ণ অথবা ঐ পরিমাণ স্বর্ণের দাম কাফ্ফারা দিতে হবে।
(তিরমিযী)

কোন কোন আলেমের মতে কাফ্ফারা না দিলেও চলে বরং গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট খাসভাবে তওবা এস্তেগফার করতে হবে। "কিন্তু গুনাহ মাফের জন্য কাফ্ফারা দেওয়াই উচিত।"
(তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, মু'আলিমুস্সুনান, নায়লুল আওতার)

পুরুষ স্বীয় ঋতুবতী স্ত্রীর গায়ের সাথে গা লাগিয়ে শয়ন করতে পারে। তার কোলে মাথা রেখে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে পারে।" (বুখারী, মুসলিম)

কাপড়ের অভাবে বড় চাদরের অর্ধেকটা হায়েজা বিবির গায়ে রেখে আর বাকী অর্ধেকটা স্বামী গায়ে দিয়ে নামায পড়তে পারে।" (বুখারী, মুসলিম)

কোন পাত্রে যে স্থানে হায়েযওয়ালী বিবি মুখ লাগিয়ে পানাহার করেছে সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে তার স্বামীর জন্য পানাহার করা জায়েয। (মুসলিম)

মসজিদে এ'তেকাফের অবস্থায় বাইরে মাথা বের করে নিজের ঋতুবতী স্ত্রীর দ্বারা মাথা ধোয়ান জায়েয। (নাসায়ী)

নেফাস

স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বাধিক মুদ্দত ৪০ (চল্লিশ) দিন আর কমের কোন সীমা নেই।
(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

যখনই রক্ত স্রাব বন্ধ হবে গোসল করে নামায-রোযা পড়বে, করবে।
(নায়লুল আওতার)

হায়েযের অবস্থায় যা নিষিদ্ধ নেফাসের অবস্থাতেও সে সব নিষিদ্ধ।

নেফাস সম্বন্ধে কতিপয় কুপ্রথা

(১) নবজাত শিশুর আকীকা না করা পর্যন্ত প্রসূতিকে কূয়ার দড়ি, বালতি, হাঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতে না দেওয়া।

(২) কেহ আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করলে তাকে গোসল করতে বাধ্য করা।

(৩) যে ঘরে পূর্ব থেকে শস্যের বীজ ইত্যাদি রাখা হয়েছে তথায় সন্তান প্রসব হলে ঐ সব বীজ বপন করা যায়না এরূপ বলা।

(৪) জ্বিন, ভূত, প্রেত ইত্যাদির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আঁতুড় ঘরের চারিদিকে বা দরজায় ঝাড়ু , জাল, কাঁটা, মরা গরুর হাড়, লোহা ইত্যাদি লটকিয়ে রাখা।

(৫) আঁতুর ঘর অন্ধকার হলেই চোরা জ্বিন, ভূত প্রভৃতি শিশুকে চুরি করে নিবে ধারণায় জানালা দরজা বন্ধ রাখা।

এসব কুপ্রথা গোমরাহী ও মুর্খতার লক্ষণ। অতএব মুসলমান ভাই-বোনদের ঐ সব কুপ্রথা পরিহার করে তওবা করা উচিত।

ইস্তিহাযা

সন্তান প্রসবের ৪০ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও যে রক্তস্রাব হতে থাকে তাকেই আরবী ভাষায় ইস্তিহাযা বলে। বাংলা ভাষায় তাকে প্রদর রোগ বলা হয়। কোন কোন এলাকায় মেয়ে মহলে এটাকে "কালের দৃষ্টি বা দৃষ্টি রোগ" বলা হয়ে থাকে।

মুস্তাহাযা (যার ইস্তিহাযা, "প্রদর," বা "দৃষ্টি রোগ" হয়েছে) স্ত্রীলোক পাক স্ত্রীলোকের মত।

চল্লিশ দিনের পর শরীরের অঙ্গ বিশেষ হতে রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে নামায ইত্যাদি সমাধা করবে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রদরওয়ালী (মুস্তাহাযা) স্ত্রীলোক প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে পারলে উত্তম, অন্যথায় ফজর এক গোসলে যোহর-আসর এক গোসলে এবং মাগরিব ও এশা এক গোসলে আদায় করবে। (তিরমিযী)

স্ত্রী সহবাসের দু'আ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যখন তোমরা বিবির সঙ্গে মিলনের সঙ্কল্প করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا *

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্ শায়ত্বানা মা রাযাক্তানা।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি ঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর এবং আমাদেরকে যে বস্তু (সন্তান) প্রদান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। (সিহাহ্ সিত্তা)

গোসল

শরীর নাপাক হলে গোসল করা ফরজ। গোসল তিন প্রকার ঃ (১) ফরয, (২) সুন্নাত ও (৩) মোস্তাহাব।

ফরজ গোসল

নিম্নলিখিত কারণে গোসল ফরজ হয় ঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস করলে, (২) স্বপ্নদোষ হলে, (৩) উত্তেজনায় বীর্যপাত হলে (৪) হায়েয হলে এবং (৫) নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে। (বুখারী, মুসলিম)

নিদ্রা ভঙ্গের পর কাপড়ে শুক্রের চিহ্ন পাওয়া গেলে গোসল ফরয হবে যদিও স্বপ্ন মনে না থাকে। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)

যদি কেউ কু-স্বপ্ন দেখে কিন্তু কাপড়ে কোন দাগ বা চিহ্ন না পাওয়া যায় তবে গোসল করতে হবে না। ফরয গোসল আরম্ভের সময় মনে মনে পবিত্রতার নীয়ত করতে হয় (নববী শরহে মুসলিম)। ফরয গোসল পর্দার আড়ালে করা সুন্নাত। (বুখারী)

ফরজ গোসলের পদ্ধতি

প্রথমে শরমগাহ (গুপ্তাঙ্গ) হতে নাপাকী দূর করার পর হাত পরিষ্কার করে ওযূ করতে হবে। মাটিতে ঘসে পরিষ্কার করা উত্তম। তারপর মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। পানিতে ডুব দিয়েও গোসল করা যায়। নিম্নভূমিতে দাঁড়িয়ে গোসল করলে সর্বশেষে পদযুগল ধৌত করবে।

(বুখারী, নাসায়ী, আবূ দাউদ)

ফরজ গোসলে চুলের গোড়ায় পানি ঢুকান এবং দাড়ি খিলাল করা একান্ত কর্তব্য। (বুখারী)

স্ত্রীলোকদের চুল খোপা বাঁধা অথবা বেনী গাঁথা অবস্থায় থাকলে গোসলের সময় সেগুলো খোলার প্রয়োজন নাই। (আবূ দাউদ)

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমস্ত শরীরের উপর তিন বার পানি ঢালবে। (বুখারী)

সাবান লাগিয়ে ফরয গোসল করা মোস্তাহাব। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতে পারে, স্ত্রীর অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বামী গোসল করতে পারে। (তিরমিযী)

সুন্নত গোসলের বিবরণ

(১) জুম'আর দিনে, (২) দুই ঈদের দিনে, (৩) আরাফার দিনে অর্থাৎ হাজীদের জন্য যিলহজ মাসের ৯ই তারিখে "আরাফাত" ময়দানে যাওয়ার পূর্বে, (৪) মক্কা শরীফে প্রবেশের সময়, (৫) হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে, (৬) শিংগা লাগানোর পর, (৭) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর এবং (৮) কাফের মুসলমান হলে তার জন্য গোসল করা সুন্নত। (সিহাহ সিত্তাহ)

মোস্তাহাব গোসল

সেই সব গোসল মোস্তাহাব যা আমরা সাধারণতঃ শরীর পাক থাকলেও শুধু শরীর ঠাণ্ডা রাখা এবং ধূলা বালি, ঘাম ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য করে থাকি।

মেসওয়াক করা বা দাঁত মাজন

মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও আদর্শ মানব ছিলেন। তিনি চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে মহান শিক্ষা প্রদান করে গেছেন আজ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও তা কোটি কণ্ঠে প্রশংসিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও মন-মেজাজ যাতে সর্বদা ভাল থাকে তজ্জন্য তিনি প্রত্যহ মেসওয়াক করাকে সুন্নাত করে গেছেন।

এ সম্পর্কে একটা হাদীস উল্লেখ করছি ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشق على امتي لأمرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلواة *

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে এশার নামায দেরিতে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার জন্য আদেশ দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

প্রত্যেক নামাযের জন্য মেসওয়াক করা বাধ্যতামূলক করে আমাদেরকে দৈনিক (অর্থাৎ দিন-রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে) কমপক্ষে পাঁচবার মেসওয়াক করতে আদেশ দিয়ে যাননি, তবু ফরমিয়েছেন, "বিনা মেসওয়াকে নামায পড়ার সওয়াবের চাইতে মেসওয়াক করে নামায পড়ার সওয়াব সত্তর গুণ বেশী।" (বায়হাকী)

যেহেতু দাঁত পরিষ্কার না থাকলে পেট খারাপ হয় আর পেট ভাল না থাকলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর যেহেতু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে ইবাদত-বন্দেগী, দীন দুনিয়ার কাজ কিছুই করা যায় না ; সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য মেসওয়াকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছেন।

আজিকার বিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁত পরিষ্কার রাখার নির্দেশের গুরুত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা হচ্ছে।

দাঁত এবং স্বাস্থ্য ও যাবতীয় মঙ্গলের জন্য মেসওয়াক করা যখন এহেন উপকারী, তখন একাধারে দাঁতের যত্ন, স্বাস্থ্য রক্ষা, মনের প্রফুল্লতা, ধর্ম-কর্মে এবং নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহা মূল্যবান সুন্নাত পালনের জন্য প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে প্রত্যহ মেসওয়াক করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ওযুর বিবরণ

নামায পড়ার জন্য ওযু করা ফরজ। যথাঃ আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে ফরমিয়েছেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামায পড়তে উদ্যত হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ্ কর ও পা দু'খানা টাখনু সমেত ধৌত কর।" (সূরা মায়েদাহ ঃ ৬ আয়াত)

ওযুর অঙ্গসমূহ এক বা দুইবার ভালভাবে ধুইলেও চলে। (বুখারী)

ওযুর অঙ্গসমূহ তিন বার করে ধোয়া সুন্নাত। (মুসলিম)

ওযুর অঙ্গসমূহ তিন বারের অধিক ধোয়া নিষেধ। (বুখারী, মুসলিম)

ওযুতে বেশী পানি ব্যবহার করা অনুচিত। (ইবনু মাজাহ)

ওযুর অঙ্গ ধোয়াতে তরতীবের খেলাফ করলে ওযু হবে না। (নাসায়ী)

ওযুর অঙ্গে পট্টি বাঁধা থাকলে কিংবা তথায় পানি পৌঁছলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে ভিজা হাতে মুছে দিলে জায়েয হবে। (আবূ দাউদ)

ওযু থাকতে ওযু করলে বহু সোয়াব পাওয়া যায়। (দারেমী)

ওযুর অঙ্গ ধোয়া পানি ওযুর পানির পাত্রে পড়লে পানি নাপাক হয় না,

তাতে ওযু করা জায়েয (সিহাহ সিত্তা)। তবে সতর্কতার সহিত ওযু করা উচিত, যাতে পাত্রে অঙ্গ ধোয়া পানি না পড়ে।

নিম্নলিখিত সময়ে ওযু করা কর্তব্য ঃ

(১) কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার পূর্বে।

(২) মসজিদে প্রবেশ করার জন্য।

(৩) গোসল করার পূর্বে।

(৪) পায়খানা করার পর।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, হাশরের মাঠে আমার উম্মতের ওযুর অঙ্গগুলি উজ্জ্বলভাবে চমকিবে। অতএব তোমরা ওযু দ্বারা উজ্জ্বলতা বাড়াও। (বুখারী)

ওযুর ফরয চারটি ঃ (১) মুখমণ্ডল ধোয়া, (২) দুই হাত কনুই সহ ধোয়া, (৩) মাথা মাসাহ করা এবং (৪) পদদ্বয়ের টাখনু সমেত ধৌত করা।

(সূরা মায়েদা ঃ ৫ আয়াত)

ওযু করার নিয়ম ঃ প্রথমে ওযুর (নিয়ত) সংকল্প করে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে ওযু আরম্ভ করবে (বুখারী)। আগে ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধু'বে। তারপর তিন বার কুল্লী করবে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে। অতঃপর কপালের গোড়া হতে দুই কানের লতি ও থুতনীর নীচ পর্যন্ত দুই হাতে মলে তিন বার ধৌত করবে। তারপর প্রথমে ডান, পরে বাম –এই উভয় হাতের কনুই সহ তিন বার ধৌত করবে। "আঙ্গুলে আংটি থাকলে, মেয়েদের হাতে কানে গহনা থাকলে তা নড়িয়ে চড়িয়ে সেই স্থান ভিজিয়ে নিতে হবে।"

(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

অতঃপর হস্তদ্বয় মাথার উপর কপালের দিক হতে আরম্ভ করে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে পুনরায় তথা হতে আরম্ভ করে উভয় হাতের তালুদ্বয়কে মাথার দুই পার্শ্ব ঘেঁষে কপাল পর্যন্ত আনতে হবে, এই হলো মাথা মাসাহ করা।

কানের মাসাহ

তৎপর কানের মাসাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) নূতনভাবে সামান্য পানি নিতেন। (বুলুগুল মারাম ঃ ৭ পৃঃ, বায়হাকী)

বায়হাকীর হাদীস ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের দলীল অর্থাৎ কর্ণদ্বয়ের মাসাহ্ করার জন্য নূতন পানি নিতে হবে।

(সুবুলুস সালাম, শারাহ্ বুলুগুল মারাম, ৪৯ পৃঃ)

নাফে থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর কানের মাসাহ্ করার জন্য দুই আঙ্গুলে পানি নিতেন। (মুয়াত্তা, উর্দু তরজমা সহ ৪২ পৃঃ)

একবার পানি নিয়ে মাথা এবং কর্ণদ্বয় একসঙ্গে মাসাহ্ করা অথবা কর্ণের জন্য আলাদা পানি নেয়া দু'টোই জায়েয। (তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াজী, শরহে তিরমিযী)

কান মাসাহের জন্য হাত ভিজিয়ে কানের ছিদ্রের মধ্যে শাহাদাৎ অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধা অঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের পিঠ মাসাহ্ করবে। মাথা ও কান মাসাহ্ করার পর হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ্ করার কথা হাদীসে নাই, সুতরাং এইরূপ করা বিদআত। –(মীযানে কুবরা, হাদী, তাযকেরাতুল মাউযূ'আত, যাদুল মা'আদ, শারাহ মুহায্যাব, মউযূ'আতে কাবীর)।

দাড়ি ঘন থাকলে উহা খেলাল করা সুন্নত (আবূ দাউদ)। পাগড়ীর উপর মাসাহ্ করা জায়েয (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়লুল আওতার ও নববী)। মাসাহ্ করার পর প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা টাখনুসহ উত্তমরূপে ধৌত করবে। (আল কোরআনুল হাকীম)

পেশাবের ছিটার সন্দেহ নিবারণার্থে ওযুর পর লজ্জাস্থান সোজা কাপড়ে সামান্য পানির ছিটা দেওয়া সুন্নাত। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)

ওযুর শেষে এই দু'আ পাঠ করবেঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ * اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্

তাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে তৌবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (মুসলিম, তিরমিযী)

ওযুর পর নামায

জনাব রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে ওযু করার পর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃঃ)

প্রত্যেক ওযুর পর দুই রাকাত নামায পড়ার প্রমাণ যখন সহীহ হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে তখন উক্ত নামায আমাদের পড়া উচিত। হযরত বেলাল ঐ নামাযের কারণে বিশেষ ফযীলতের অধিকারী হয়েছিলেন বলে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শবে মিরাজে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলালকে জান্নাতে দেখেছেন। (নববী মুসলিম সহ, ১ম খণ্ড, ১২০ পৃঃ)

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্নলিখিত কারণে ওযু ভঙ্গ হয় ঃ

(১) মল-মুত্রের দ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে, (২) বাতকর্ম হলে, (৩) চিৎ হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে শুয়ে নিদ্রা গেলে, (৪) বিনা আবরণে গুপ্তাঙ্গে হাত লাগলে, (৫) মযী নির্গত হলে, (৬) যে সব কারণে গোসল ফরয হয় তা ঘটলে, (৭) শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে, (৮) মুখ ভরে বমন হলে, (৯) উটের গোশত ভক্ষণ করলে, (১০) হায়েয নেফাস হলে ও (১১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে। (সিহাহ সিত্তাহ)

বসে বসে ঝিমালে বা তন্দ্রা গেলে, কাউকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখলে ও হাসলে ওযু নষ্ট হয় না।

ওযু করে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করা ভাল ঃ

(১) কোরআন-হাদীস স্পর্শ করা (২) এবং মৌখিক ভাবে তেলাওয়াত করা, (৩) ওয়ায নসীহত করা, (৪) বিবাহের খুৎবা পাঠ করা, (৫) মসজিদে প্রবেশ করা, (৬) সেজদায়ে তেলাওয়াত ও সেজদায়ে শুক্র আদায় করা, (৭) আযান দেওয়া, (৮) কোরবানী ও আকীকার পশু যবেহ করা। তবে হঠাৎ বিনা ওযুতে প্রয়োজনবশতঃ করে ফেললে জায়েয হবে।

মোজার উপর মাসাহ

চামড়ার তৈরী মোজার উপর মাসাহ্ করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। মোটা পশমী এবং সূতী মোজা টুটা ফাটা না হলে তার উপরেও মাসাহ্ করা জায়েয।

(আহ্মদ, বায়হাকী)

মাসাহ্ করার নিয়ম এইঃ হাতের আঙ্গুলগুলি ভিজায়ে পায়ের আঙ্গুলের মাথা হতে টাখনু পর্যন্ত টেনে মুছে ফেলাই মোজার মাসাহ। মুকীম লোক একদিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। (মুসলিম)

তায়াম্মুম

পানির অভাবে অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। যথা, কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا *

অর্থ ঃ "যদি পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।"

(সূরা নিসা ঃ ৪৩ আয়াত)

তায়াম্মুমের আগে পরে ওযুর দোয়া পাঠ করতে হবে। পাক মাটি অথবা ঢিলার উপর একবার দুই হাত ভাল করে ঘষে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত একবার মাসাহ্ করতে হবে।

(বুখারী, মুসলিম)

তায়াম্মুমের মাত্র দুই ফরয ঃ মুখ মলা ও হাত মলা।
(সূরা নিসা ঃ ৪৩ আয়াত)

নামাযের নির্দেশ ও ফযীলত

নামায ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ। ইসলামী জীবনে নামাযের ভূমিকা অবশ্য কর্তব্য কাজসমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান। কারণ কালেমা পাঠ করা মৌখিক উচ্চারণ মাত্র। রোযা সেও সারা বৎসরে মাত্র এক বার–এক মাস। যাকাত ও হজ্জ– মালদার না হলে সারা জীবনে একবার একদিনের জন্যও ফরয হবে না। অথচ নামায স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্যই দৈনিক পাঁচ বার করে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا *

অর্থ ঃ "আপন পরিবারবর্গকে নামায পড়ার আদেশ দাও এবং নিজেও নামায মজবুত করে আকঁড়ে ধর।" (সূরা ত্বাহা ঃ ১৩২ আয়াত)

এই আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যে, শুধু নিজে নামায পড়লেই চলবে না বরং নিজের ছেলে-মেয়ে, বিবি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নামাযী করে তুলতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন ঃ

مروا اولاد كم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع *

অর্থ ঃ "তোমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে সাত বৎসর বয়সে নামায পড়তে আদেশ কর এবং দশ বৎসর বয়সে (নামায না পড়লে) মারপিট কর এবং তাদের শয়ন শয্যা পৃথক করে দাও।" (আবূ দাঊদ)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেনঃ

الصلوة عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها

فقد هدام الدين *

অর্থ ঃ "নামায ইসলাম ধর্মের খুঁটি, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করল সে দ্বীন ইসলামকে কায়েম করল, যে নামায ছেড়ে দিল সে ইসলাম ধর্মের ধ্বংস করে দিল।" (তাবারানী)

অতএব কোন ক্রমেই নামায তরক করা যাবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায বাদ দেয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কাফের বলেছেন। (ইবনু মাজাহ ও আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব)

প্রত্যেক মুসলমান যাতে নিজের ছেলে-মেয়ে সহ নামাযী হতে পারে তজ্জন্য আল্লাহতায়ালা এই দু'আ পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেনঃ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার সন্তান সন্ততিকে নামাযী কর।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪০ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি নামাযকে হেফাযত করবে কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য দলীল, আর নূর (জ্যোতি) এবং নাজাতের কারণ হবে। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী)

বেনামাযীর অবস্থা

বে-নামাযী কদাচ মুসলমান নামের যোগ্য নয়– যথাঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلوة له *

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যার নামায নাই ইসলামে তার কোন অংশ নাই" (অর্থাৎ সে মুসলমান নামের যোগ্য নহে)। (বাযযার)

عن ابن مسعود قال من ترك الصلوة فلا دين له *

অর্থ ঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল তার ধর্মই নাই।" (মারওয়াযী)

নামায না পড়া কাফেরের কাজ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر جهارا *

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দিল সে প্রকাশ্য ভাবে কুফরের কাজ করল।"
(তাবারাণী,আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, বায্যার)

সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বে-নামাযীকে কাফের বলার হাদীস পাওয়া যায়।
(মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান)

নামায না পড়া মুশরিকের কাজ

عن يزيد الرقاشي عن النبي قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلوة فاذا تركها

فقد اشرك *

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, বান্দা এবং শের্কের মধ্যে পার্থক্য একমাত্র নামায। যখন সে নামায ছেড়ে দিল তখন সে যেন শিরকের কাজ করল।" (মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

বে-নামাযীর পরিণতি

বে-নামাযীর শেষ পরিণতি সম্বন্ধে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেনঃ

ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف –

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করল না তার জন্য জ্যোতি হবে না, দলীল হবে না, কোন নাজাত হবে না আর ক্বিয়ামতের দিনে সে কারূন, ফেরআউন, হামান ও উবাই বিন খাল্‌ফের সঙ্গী হবে।"

(মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

বে-নামাযীর শাসন

"ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বে-নামাযীদেরকে তৌবা করে পাক্কা নামাযী না হওয়া পর্যন্ত কোড়া মারতে এবং কয়েদখানায় রাখতে আদেশ দিতেন, আর ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) মুনকিরে নামাযকে (বে-নামাযীকে) তৌবা করে আমল ও আকীদা দুরস্ত না করলে কতল করার হুকুম দিতেন।

(আল মুস্তাত্বরফ, ১ম খণ্ড, ৭ পৃঃ ও নববী মুসলিমসহ, ১ম খণ্ড, ৬১ পৃঃ)

ইমাম আবূ হানীফার নিকট বে-নামাযীকে সর্বদার জন্য কয়েদে রাখা ওয়াজিব।

(আয়নুল হেদায়া, ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃঃ, গায়াতুল আওতার, ১ম খণ্ড, ১৬৫, কাশ্‌ফুলহাজাত, ১১ পৃঃ)

ইমাম শাফিয়ীর মতে বে-নামাযীকে কতল করতে হবে।

(গায়াতুল আওতার ১৬৫ পৃঃ, কাশফুল হাজাত ১১ পৃঃ)

বে-নামাযীকে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে তার রক্ত প্রবাহিত হয়।

(গায়াতুল আওতার, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)

বে-নামাযীর জানাযা

বে-নামাযীর জানাযা সম্বন্ধে হযরত (বড় পীর) আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) স্বীয় কিতাবে লিখেছেন ঃ

لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ـ

অর্থ ঃ বে-নামাযীর জানাযা পড়বে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করবে না। (গুনইয়াতুত্ ত্বালেবীন, ৭১৭ পৃঃ)

ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শাআরানী লিখেছেনঃ

وتجري عليه احكام المرتدين فلا يصلي عليه –

অর্থ ঃ "বে-নামাযীর উপর মুরতাদ্দের (ইসলাম ধর্ম ত্যাগী) হুকুম জারী হয়, অতএব তার জানাযা পড়া হবে না।" (মীযানে শাআরানী)

সাইয়্যেদ নযীর হুসায়েন দেহলভী লিখেছেন ঃ বে-নামাযীর জানাযায় আলেম, মুত্তাকী এবং বিশিষ্ট লোক না গিয়ে বরং কিছু সংখ্যক সাধারণ লোক দ্বারা কোন রকমে কাজ সেরে নিতে।" (ফতোয়া নযীরীয়া, ১ম খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)

জনাব মওলানা উসমান ফতেহগড়ী সাহেব লিখেছেনঃ "বে-নামাযী কাফের ও মুশরেক–এই মর্মে যে সমস্ত হাদীস পাওয়া গিয়াছে এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের যে অভিমত রয়েছে তাতে বে-নামাযীর জানাযা পড়া চলে না ! শাসন হিসাবে না পড়াই উচিত। আফসোস! অনেক লোক অর্থের লোভে ধনী বে-নামাযীর জানাযা পড়ে থাকে, ইহা অত্যন্ত অন্যায়।"

[হুকমুন্ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেকুফরি মান্লা ইউসাল্লী, ৩১ পৃষ্ঠা]।

নামাযের সময়

দুনিয়ার প্রত্যেক কাজ সময় মত করতে হয়, নতুবা সফলতা লাভ করা যায় না। নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। অতএব নামাযের যে সময় কোরআন হাদীসে নির্দ্ধারিত আছে ঠিক সেই সময়েই উহা আদায় করা কর্তব্য, নতুবা তার

কোন পারিশ্রমিক ও সওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায মুমিনদের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে লিখে দেওয়া হয়েছে।" (সূরা ঃ নিসা- ১০৩ পৃঃ)

ফজর ঃ

সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত (মুসলিম)। রাত্রিশেষে পূর্বাকাশে যে আলোর লম্বা আভা দেখা যায় তাকেই সুবহে সাদেক বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এত প্রত্যুষে ফজরের নামায পড়তেন যে, নামায শেষ করেও মুসল্লীগণ নিজ পার্শ্বের লোককে ভালভাবে চিনতে পারতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

গ্রীষ্মকালে ফজরের নামায একটু ফর্সা হলেও পড়া যায়।

(তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাঊদ, দারেমী)

গলসের মধ্যে (অতি প্রত্যুষে) ফজরের নামায পড়া সহীহ্ হাদীসে সাবেত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা গলসের মধ্যে ফজরের নামায পড়তেন। (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ)

যোহর ঃ

সূর্য মাথার উপর থেকে হেলে যাওয়ার পর হতে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লাঠি বা মানুষের ছায়া তার সমান লম্বা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। (মুসলিম)

যোহরের ওয়াক্ত এক মেছেল ছায়া পর্যন্ত থাকে– এই মর্মে ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়েত আছে।

(দুররে মুখতার ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃঃ, হেদায়া ও আলমগীরী)

আছর ঃ

প্রত্যেক জিনিষের ছায়া এক ছায়া হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আছরের নামায পড়ার পর

সাহাবারা বেলা ডুবার পূর্বে পায়ে হেঁটে আট মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতেন। (বুখারী, মুসলিম)

আছরের সময় এক মেছেল ছায়া হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়।
(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দুররে মুখতার, আয়নুল হেদায়া, মুনিয়া)

মাগরিব ঃ

সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত।

(বুখারী, মুসলিম)

মাগরিবের নামায পড়ার পর সাহাবাগণ তীর নিক্ষেপ করে সেই তীর পতিত হওয়ার স্থান স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। (বুখারী, মুসলিম)

এশা ঃ

মাগরিবের ওয়াক্তের পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এশার নামায গভীর রাত্রে পড়তে ভালবাসতেন। (বুখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদ ঃ রাত্রির তিন ভাগের দুইভাগ গত হলে তারপর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত। (অর্থাৎ মোটামুটি রাত্রি ২টা থেকে নিয়ে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত)। (বুখারী, মুসলিম)

বিতর ঃ এশার নামাযের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত।–(সিহাহ সিত্তা)।
জুমুআ ঃ যোহরের নামাযের যে সময় জুম'আর নামাযেরও সেই সময়।
(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মুসনদে শাফিয়ী, মেশকাত, ৯৫ পৃঃ)

সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকলেও জুম'আর দিনে সুন্নাত পড়া জায়েয আছে। (বুখারী, মুসলিম)

নামাযের নিষিদ্ধ স্থান

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নামায পড়া নাজায়েয ঃ

(১) আবর্জনা ফেলার স্থান, (২) যবেহ করার জায়গা, (৩) রাস্তার উপর, (৪) গোসলখানায়, (৫) উট বাঁধিবার স্থান, (৬) কবরস্থান এবং (৭) কা'বা শরীফের ছাদের উপর। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

নামাযের শর্ত

নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালন করতে হবে ঃ

(১) শরীর পাক, (২) পরিধেয় কাপড় পাক, (৩) জায়নামায পাক, (৪) সতর ঢাকা, (৫) কেবালামুখি হওয়া, (৬) নামাযের ওয়াক্ত হওয়া, (৭) মনে মনে নীয়ত করা।

পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর নারীদের মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি এবং পায়ের গিরা ব্যতীত আপাদ মস্তক আবৃত করা। পুরুষদের শুধু লুঙ্গী কিংবা শুধু পায়জামা পরে, শুধু টুপি, পাগড়ী, রুমাল প্রভৃতি দ্বারা এবং শুধু মাথা ঢেকে অথবা গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ঘাড় এবং পিঠ খোলা রেখে নামায পড়া নাজায়েয। (বুখারী, মুসলিম)

যদি মাত্র একখানি কাপড় হয় যদ্দ্বারা মাথা ঢাকলে পিঠ খোলা থাকে, আবার পিঠ ঢাকলে মাথা খোলা থাকে এমত অবস্থায় পিঠ ঢেকেই হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

পাজামা, লুঙ্গী প্রভৃতি (গর্বভরে) পরিধান করে পায়ের টাখনু ঢেকে নামায পড়লে নামায বাতিল হবে এবং পরিধানকারী দোযখে জ্বলবে।

(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

মহিলাদেরকে লুঙ্গী, শাড়ী, পাজামা, কোর্তা প্রভৃতি পোষাক পরিচ্ছদের উপরেও আরও একখানা চাদর দ্বারা মাথা হতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে নামায আদায় করতে হবে। বিনা চাদরে মেয়েদের নামায জায়েয হবে না।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু খুযায়মা)

স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই মুখ ঢেকে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। (সিহাহ সিত্তা)

এমন একটি কাপড় যদি হয় যদ্দ্বারা সারা শরীর আপাদ মস্তক ঢাকা পড়ে তবে সেই একটি মাত্র কাপড়েই মেয়েদের নামায জায়েয হবে।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

জুমআর আযান

শুক্রবার দিবসে জুমআর নামাযের নিমিত্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুৎবা পাঠের জন্য মিম্বরে বসে হযরত বেলালকে মসজিদের বাহিরে-দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে বলতেন। (বুখারী)

হযরত রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে এবং আবুবকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূকের যুগে জুমআর দিনে একই আযান প্রচলিত ছিল। হযরত উসমান গণী (রাঃ) মদীনা শহরে লোক বেশী হওয়ার দরুণ মসজিদে নববী হতে এক হাজার কদম-প্রায় অর্ধ মাইল দূরে 'যাওরা' নামক বাজারে দ্বিতীয় (ডাক) আযানের ব্যবস্থা করেন। (মেরআতুল মাফাতীহ)

আসল আযান মসজিদের বাইরে না দিয়ে খুৎবার সময় মসজিদের ভিতর ঠিক ইমামের সম্মুখে দেয়ার কোন দলীল নেই, অতএব ইহা বিদ্আত।

নামাযের আযান

প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দিবে (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)। কেবলার দিকে মুখ করে শাহাদাৎ আঙ্গুলদ্বয় কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে আযান দিতে হবে। (ইবনু মাজাহ)

আযানের শব্দ "তারজীঈ" সহ ১৯ উনিশ এবং তারজীঈ ছাড়া ১৫ পনরটি। **'আল্লাহ্ আকবর' বড় করে চার বার বলার পর নিম্নস্বরে দুইবার 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং দুইবার 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার কাজকে তারজীঈ বলে।**

আযানে তারজীঈ করা সুন্নত। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, বযলুল মাজহুদ, নাসবুর রা'য়া, আরফুশ্‌শাযী, হেদায়া, কান-যুদ্ দাকায়েক)

আযানের শব্দসমূহ নিম্নরূপ ঃ আল্লাহু আকবার ৪ বার, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২ বার, আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ২ বার, হাইয়্যা

'আলাস সালাহ ২ বার, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ ২ বার, আল্লাহু আক্‌বার ২ বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার, এই ১৫টি শব্দ এবং তারজীঈ ৪ টি শব্দ। –মোট উনিশটি শব্দ। (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী, ইবনু মাজাহ)

আযানের আরবী উচ্চারণ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ", "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ", "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ", "আল্লাহ , সর্বশ্রেষ্ঠ"।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নাই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নাই"।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল"।

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা 'আলাস সালাহ। হাইয়্যা 'আলাস সালাহ।

অর্থ ঃ "নামাযের জন্য আস, নামাযের জন্য আস"।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্।

অর্থ ঃ "মুক্তির জন্য আস, মুক্তির জন্য আস"।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার।

অর্থ ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ"।

لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নাই"।

"হাইয়্যা আলাস্ সালাহ" বলার সময় ডান দিকে এবং "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বলার সময় বাম দিকে মুখ করে ঘাড় ঘুরিয়ে বলতে হবে, সম্পূর্ণ শরীর ফিরাতে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)

ফজরের আযানে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বলার পর

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম'

অর্থ ঃ "ঘুম হতে নামায উৎকৃষ্ট"।

দুইবার উচ্চেঃস্বরে এই বাক্য বলতে হবে। (নাসায়ী, দারকুতনী, বায়হাকী)

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এবং মুষলধারে বৃষ্টির রজনীতে মোয়াযযিন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' এর স্থলে ঃ

أَلَا صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

উচ্চারণ ঃ আলা সাল্লু ফী রিহালিকুম।

অর্থ ঃ "শুন, শুন! তোমরা ঘরেই নামায পড়।

'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এই শব্দ শ্রবণ করে কেউ কেউ বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করতঃ চোখে মুখে স্পর্শ করে থাকে –মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, শাহ্ আব্দুল 'আযীয দেহলভী, মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী ও মিরযা হাসান আলী সাহেবান লিখেছেন, এইরূপ করা বিদ্'আত।

(আল্‌খায়রুল জারী, শামী, সেআয়া, মুফীদুল আহনাফ, ইস্‌লাহুর রসূল, তাইসীরুল মাকাল, মজমুআ ফাতাওয়া)

আযানের জওয়াব ও দু'আ

মোয়ায্‌যিন আযানে যে যে শব্দ বলবে শ্রবণকারীদেরকেও অবিকল তাই বলতে হবে (সিহাহ সিত্তাহ)। শুধু 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলবে।

(মুসলিম)

ফজরের আযানে "আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম" শুনে জওয়াবে কেউ কেউ "সাদাকতা ওয়া বারার্‌তা" বলে থাকে। মোল্লা আলী কারী (হানাফী) লিখেছেন, "এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য হাদীস নাই"। (মউযুআতে কাবীর)

আযান শেষ হলে দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ الخ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ الخ *

এই দরূদ শরীফ সম্পূর্ণটাই পড়বে। (মুসলিম)

অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল ক্বায়িমাতি আতি মোহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব্‌আস্‌হু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াদতাহু"।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এই আযানের পূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ওসীলা এবং সর্বোচ্চ আসন দান কর, তাঁকে 'মাকামে মাহমুদে' স্থান দান কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি (পবিত্র কুরআনে) প্রদান করেছ।" (বুখারী)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, আযানের পর যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া পাঠ করবে তাকে আমার শাফায়াতের চিন্তায় চিন্তিত হতে হবে না। (আবূ দাউদ)

আযানের শেষে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করলে বহু সওয়াব হাসিল হয় এবং গুনাহ মাফ হয়। যথা ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا *

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ ওয়াবি মুহাম্মাদির রাসূলাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দীনা।"

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু, হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল এবং ইসলামকে নিজের ধর্ম বলে মেনে নিয়ে রাযী হলাম। (মুসলিম)

আযানের পর দোয়া পাঠ করার সময় হাত তোলার প্রমাণ হাদীসে নাই। জুম'আর দিনে খুৎবার সময় যে আযান দেওয়া হয় তারপর দোয়া পাঠ করার জন্য হাত তোলা ফিকাহ শাস্ত্রের মতেও নাজায়েয।

(শামী, বাদায়ে, মোয়াত্তা মোহাম্মদ জাওওয়াহের ও যুল ফাতাওয়া)

ফজরের আযান ছাড়া ওয়াক্তের পূর্বে অপর কোন নামাযের আযান দেওয়ার অনুমতি নাই।

"যে ব্যক্তি আযান দিবে ইকামত দেয়াও তারই হক"।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে নামায পড়া ভাল

আব্দুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু নামায পড়া উচিত। এই কথাটি পুনঃ পুনঃ তিনবার বলে তৃতীয় বার বললেন, ইহা ইচ্ছাধীন। (বুখারী)

প্রত্যেক ফরয নামাযেই আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায আছে, শুধু মাগরিবে নাই। অতএব এই হাদীসের মর্মানুযায়ী মাগরিবের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট সূরা দিয়ে রুকু সিজদায় মাত্র ৩ বার তসবীহ পড়ে দুই রাকাত নামায আদায় করা উচিত তবে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

ইকামত

ইকামত আযানের অনুরূপ। কিন্তু ইকামতে আযানের শব্দগুলি ৪ বারের স্থলে দুইবার, দুইবারের স্থলে একবার এবং এক বারের স্থলে একবারই বলতে হবে।* (মুসলিম)

সহীহ হাদীসে ইকামত একবার করে আছে (শরহে বেকায়া)।

'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর ঃ قَدْقَامَةِ الصَّلٰوةُ

উচ্চারণ ঃ কাদ কামাতিস্ সলাহ্ অর্থ ঃ "নামায শুরু হয়ে গেল"

এই বাক্যটুকু দুই বার বলতে হবে। (বুখারী)

ইকামত নিম্নরূপ এবং ইকামতের শব্দ দশটি।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

---

* ইক্বামতের বাক্যগুলি চার বারের স্থলে দুইবার, আর দুই বারের স্থলে একবার করে বলতে হবে। তা জানার জন্য নিম্নোক্ত বঙ্গানুবাদকৃত হাদীসগুলি দেখুন।

১। বুখারীঃ (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা আজীজুল হক, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। ১ম খণ্ড হাদীস নং ৩৭১। বুখারীঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৭৪-৫৭৮। বুখারীঃ (আধুনিক প্রকাশনী) ২৫ নং শিরিশ দাস লেন, ঢাকা। ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৬৮, ৫৭০-৫৭২।

২। মুসলিমঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭২২,৭২৩।

৩। তিরমিযীঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১ম খণ্ড হাদীস নং ১৯৩। তিরমিযীঃ মাওলানা আব্দুন নূর সালাফী ১ম খণ্ড হাদীস নং ১৮৬।

৪। মেশকাতঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৯০। বাংলা অনুবাদ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। মেশকাতঃ মাদ্রাসার পাঠ্য, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৯০। বাংলা অনুবাদ।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

উচ্চারণঃ "হাইয়্যা আলাস সালাতি, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্।"

قَدْقَامَةِ الصَّلٰوةِ - قَدْقَامَةِ الصَّلٰوةِ

উচ্চারণঃ "ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ্, ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ্।"

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ *

উচ্চারণঃ "আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

তবে ইকামতে শেষবারের "আল্লাহু আকবার" দুই বারও বলা জায়েয আছে। (নায়লুল আওতার, আওনুল মা'বুদ, কাশফুল গুম্মা)

"প্রত্যেক ফরয নামায আরম্ভের পূর্বে একাকী কিংবা জামা'আতে উভয় অবস্থাতেই ইকামত বলতে হবে। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ্)

ইকামতের জওয়াব

ইকামত দেয়াকালীন শ্রোতা মুসল্লীদের সকলকেই আযানের জওয়াবের মতো ইকামতের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত-(মুসলিম)। ইকামতের জওয়াব আযানের জওয়াবের মতই, তবে কাদ কামাতিস সালাহ' বাক্য শুনেঃ

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَادَمَهَا *

উচ্চারণঃ আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।

অর্থঃ আল্লাহ্ তা'আলা নামাযকে কায়েম ও স্থায়ী করুন।

এই দু'আ পড়তে হবে। (আবু দাউদ)

ফরয নামাযের জন্য ইক্বামত হয়ে গেলে সুন্নাত বা নফল নামায পড়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। (মুসলিম)

ইকামত হওয়ার পরও কোন কোন মুসল্লী জামা'আতে শরীক না হয়ে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে ব্যস্ত থাকে। আবার কোন কোন ইমাম ইক্বামতের "ক্বাদকামাতিস সালাহ" শব্দ শুনা মাত্রই "আল্লাহু আকবার" বলে নামায আরম্ভ

করে দেন, এ উভয় কাজই হাদীসের খেলাফ। অতএব এরূপ করা মহা অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "ইক্বামতের সম্পূর্ণ জওয়াব দেওয়ার পর এবং ইমাম সাহেব

কাতার সোজা করার কথা ২/৩ বার বলে অতঃপর নামায আরম্ভ করবেন।" (বুখারী, আবূ দাঊদ, দারকুতনী)

এক জামা'আত হয়ে গেলে অন্যান্য মুসল্লীগণ এসে দ্বিতীয় জামা'আত করতে চাইলে তাদেরকে পুনরায় ইকামত দিতে হবে, বিনা ইক্বামতে ঐখানে নামায জায়েয হবেনা। (ইবনু মাজাহ্)

জামা'আতে নামায পড়ার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, একাকী নামাযের চাইতে জামা'আতে নামায পড়ার সওয়াব ২৭ গুণ বেশী। (সিহাহ্ সিত্তা)

মাত্র দু'জন মুসল্লী হলে এক ব্যক্তি ইমাম হবে আর অপর ব্যক্তি তার ডান পার্শ্বে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। "যদি ভুল বশতঃ ইমামের বাম পার্শ্বে একজন মুক্তাদী দাঁড়ায় তাহলে ইমাম সাহেব তাকে পিঠের দিক থেকে টেনে এনে ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে"। (বুখারী)

মাত্র দুই ব্যক্তি জামা'আতে নামায পড়ছে এমন অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে জামা'আতে শামিল হতে চাইলে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ মুক্তাদীকে পিছনে টেনে এনে দুইজন সমভাবে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে (আবূ দাঊদ)। একমাত্র মেয়ে মানুষ একজন হলেও কাতারের পিছনে একা দাঁড়াতে পারবে। (বুখারী)

ইমামের ঠিক পিছন হতে কাতার আরম্ভ করে উভয় দিকে সমান ভাবে বাড়িয়ে যেতে হবে, তবে ডানদিক আগে পূর্ণ করা ভাল। প্রথম কাতারে জ্ঞানবান ও বয়োবৃদ্ধ অতঃপর ছেলে এবং সর্ব পিছনে মেয়েদের কাতার করতে হবে।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ)

মহিলাদের জামা'আতে নামায

মহিলাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা'আতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

মহিলাদের জামা'আতে মহিলা ইমাম পুরুষ ইমামের মতো একাকী সম্মুখে এগিয়ে না দাঁড়িয়ে বরং প্রথম কাতারের মধ্যে ঠিক মাঝখানে যেয়ে মুসল্লীদের সামনে দাঁড়াবে। (দারাকুৎনী ও বায়হাকী)

হাদীসে পাওয়া যায় "আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এবং উম্মে সালামা (রাঃ) মেয়ে মানুষদের ফরয নামাযে এবং রমযান মাসে তারাবীর জামা'আতে ইমামতি করতেন এবং তিনি মেয়েদের কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন, এগিয়ে দাঁড়াতেন না।"
(দারাকুৎনী, বায়হাকী, মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, আওনুল মা'বূদ ও তালখীসুল হাবীর)

মেয়েদের প্রত্যহ প্রত্যেক নামাযে পুরুষের জামা'আতে শরীক হওয়া অনুচিত। তবে জুম'আর নামাযে মেয়েরা হাযির হতে পারে। তাদেরকে বাধা দিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন।
(মুসলিম ও আবূ দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়েদেরকে দুই ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য খুব তাকীদ করেছেন, এমন কি হায়েযওয়ালী মেয়েদেরও ঈদের মাঠে দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য উপস্থিত হতে বলেছেন।
(বুখারী, মুসলিম ও আহমদ)

"মেয়েদের নামায (জুমা, ঈদ এবং তারাবীহ ব্যতীত) বাহিরের চাইতে ঘরে এবং ঘরের চাইতে কুঠরীর মধ্যে পড়া উত্তম।" (তাবারানী ও আবূ দাউদ)

মেয়েরা কখনও পুরুষের জামা'আতে ইমামত করতে পারবে না।
(ইবনু মাজাহ)

মহিলাদের নামায (স্বরূপ)

কেউ কেউ মনে করেন যে, পুরুষ ও মেয়েদের নামাযে পার্থক্য আছে, কিন্তু আসলে তা নয়। মেয়ে এবং পুরুষের নামায একই রকম। হাত বাঁধার ব্যাপারে

"পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই একই জায়গায় বুকের উপর হাত বাঁধবে।"
(বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, মুসনাদ-ই-আহমদ, ইবনু খুযায়মাহ, তাবারানী ও বায়হাকী)

মেয়ে এবং পুরুষ নামাযে ভিন্ন স্থানে হাত বাঁধবে এমন নির্দেশ হাদীসের কোন কিতাবে নেই। অনেক স্ত্রীলোক বিনা ওযরে বসে নামায পড়ে-ইহা নাজায়েয। (বুলুগুল মারাম)

মেয়েদের ইকামত

সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু কুদামা স্বীয় বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ "আল মুগনী" কিতাবে নিম্নরূপ ভাবে অধ্যায় রচনা করেছেনঃ

باب اذان المرأة واقامتها *

অর্থঃ "মেয়েদের আযান ও ইকামত অধ্যায়"

অতঃপর তিনি মেয়েদের জামা'আতে মেয়ে মানুষ ছোট আওয়াযে আযান দিতে পারে বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণ আনতে চেষ্টা করেছেন। তবে মেয়েদের আযান দেয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মেয়েদের জামা'আতের জন্য বাহির বাড়ীতে কোন পুরুষ লোক আযান দিয়ে দিতে পারে। যথা ঃ উম্মে ওরাকা বিনতে নাওফলকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন পুরুষ মোয়ায্যিন নিযুক্ত করে মেয়েদের জন্য আযান দেয়ার ও উম্মে ওরাকাকে মেয়েদের ইমামত করার এবং মেয়েদের জামা'আতের ব্যবস্থার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আবূ দাঊদ, আউনসহ ১ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসে প্রমাণিত হলো যে, মেয়েদের জন্য পুরুষ লোক দিয়ে আযান দেওয়ায়ে জামা'আতে নামায পড়ার অনুমতি আছে এবং "জামা'আতে নামায পড়তে হলেই সেখানে ইকামত অবশ্য দিতে হবে"। (সিহাহ সিত্তা)

ইমাম ইবনু কুদামা বর্ণনা করেছেন ঃ

وعن جابر انها تقيم وبه قال عطاء ومجاهد والاوزاعي *

অর্থঃ "জাবের হতে বর্ণিত আছে, মেয়েরা অবশ্য ইকামত দিবে (একা হউক কিংবা জামা'আতে)। ইমাম আতা, মুজাহিদ এবং আওযায়ী সাহেবও এই কথা বলেছেন।" (আল মুগনী ১ম খণ্ড ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

পর্দার দিক থেকে বিচার করলেও মেয়েদের ইকামত দেওয়াতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না; কারণ ইকামতের শব্দ আস্তেই উচ্চারিত হয় তাতে বাইরের লোকের শুনার কোন সম্ভাবনা নেই অতএব পর্দার কোন খিলাফ হয় না। এই মর্মে ইবনু কুদামা সাহেব লিখেছেন ঃ

الرجل والمرأة في الصلوة سوا والاصل ان يثبت في حق المرءة من احكام الصلوة ما ثبت للرجال لان الخطاب يشملها غير انها خالفته في ترك التجافي لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها لكونها استرلهن

অর্থ ঃ "পুরুষ এবং মেয়ে মানুষ নামাযে এক বরাবর, ফলকথা পুরুষদের জন্য নামাযের যে সব আহকাম মেয়েদের জন্যও সেই সব আহকাম সাবেত আছে।" কেননা সম্বোধন উভয়কেই করা হয়েছে। তবে মেয়েরা নামাযে শুধু দুই বগল ফাঁক করবে না, কেননা তাতে পর্দা খোলা হয়ে যায়। (আলমুগনী ১ম খণ্ড ৫৫৭)

অতএব প্রমাণিত হলো যে, মেয়েদেরকেও ফরয নামাযের পূর্বে ইকামত দিতে হবে।

অসুস্থ এবং পীড়িত অবস্থায় নামায

একমাত্র বেহুশ অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই নামায মাফ নাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি না পার তবে বসে পড়, তাও যদি না পার তবে শুয়ে শুয়ে পড়–তবু নামায মাফ নাই। (বুখারী, মুসলিম)

"রোগী যদি বসেও সিজদাহ করতে না পারে এবং সিজদার জন্য কোন কিছু উচুঁ করে তুলে ধরে তাতে সিজদাহ করবে না বরং সিজদার জন্য ইশারা করবে। (মুয়াত্তা মালিক)

"রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে এবং রুকু-সিজদা মোটেই করতে না পারলে ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। রুকুর জন্য অল্প এবং সিজদার জন্য বেশী পরিমাণ ঝুঁকে রুকু সিজদার কাজ সম্পন্ন করবে।

(বুখারী, বায়হাকী)

কাতার বন্দী

সচরাচর দেখা যায়, অনেক স্থানে জামাআতের নামাযে কাতার সোজা না করে কেউ এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে ৪/৬ আঙ্গুল ফাঁক রেখে দাঁড়ায়, ইহা হাদীসের সম্পূর্ণ খিলাফ। "জামা'আতের নামাযে ইকামতের পূর্বেই কাতার খুব সোজা করা এবং মুসল্লীদের একজনের পায়ের সঙ্গে অপরজনের পা মিলিয়ে মাঝের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।" (বুখারী, আহমদ)

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدى اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله -

অর্থঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "তোমরা নামাযে কাতারকে খুব সোজা কর এবং সকলের কাঁধ এক বরাবর করে মিলাও এবং প্রতি দুই জনের মধ্যবর্তী ফাঁক বন্ধ কর যাতে শয়তান ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাদের নামাযে ওয়াসওয়াসা দিতে না পারে।

যে ব্যক্তি কাতারে পা মিলায় আল্লাহ তাকে কাছে নেন আর যে পা মিলায় না আল্লাহ তাকে দূরে রাখেন।" (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা, হাকেম ১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা)

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف -

"জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি ফেরেশতাদের মতো কাতার বাঁধ না? আমরা বললাম, ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর সম্মুখে কেমনভাবে কাতার বাঁধে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে এক জনের পা'র সাথে অপর জনের পা এরূপ মিলিত করে যে, দালান তৈরীর সময় এক ইটের সহিত অপর ইট, সুরকী ও সিমেন্ট সংযোগে যেরূপ হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব)

"উমর ফারূক (রাঃ) জামা'আতের নামাযে কাতার সোজা করার জন্য মুসল্লীদের মধ্যে লোক পাঠাতেন, যখন উক্ত ব্যক্তি কাতার সোজার সংবাদ নিয়ে আসতেন তখন নামায আরম্ভ করতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা নামাযে কাতার খুব দুরস্ত কর নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার পরিবর্তে শত্রুতার সৃষ্টি করবেন।" (বুখারী, আবূ দাউদ, দারকুতনী)

অতএব জামা'আতের নামাযে কাতার খুব সোজা এবং সুশৃঙ্খল করার প্রতি সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার।

কাতারবন্দী সম্পর্কে বুখারীর অধ্যায় ও হাদীস সমূহ

জামা'আতের নামাযে কাতারবন্দী সম্বন্ধে বুখারীতে বর্ণিত অধ্যায় সমূহ ও হাদীসগুলি থেকে মাত্র ২টি অধ্যায় এবং ৩টি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। অধ্যায়ের নাম ঃ

باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف –

কাতার সোজা করার সময় ইমাম সাহেব মুসুল্লীদের দিকে ফিরে তাকানো (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার) অধ্যায়।

১ম হাদীস ঃ

عن انس بن مالك قال اقيمت االصلوة فاقبل علينا رسول الله

صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري -

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ একদা নামাযের ইকামত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দিকে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ফিরিয়ে তাকালেন এবং ফরমালেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলি পরিপূর্ণ কর এবং সুদৃঢ় হও, অর্থাৎ দালানের ইটের মতো একে অপরের সহিত মিলিত হও, আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার পিছন থেকেও দেখে থাকি। (বুখারী ১মখণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা)

২। অধ্যায়ের নাম ঃ

باب الزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم -

কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর অধ্যায়।

২য় হাদীস ঃ

وقال النعمان بن بشير رائت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه -

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেছেন, আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেককেই দেখেছি নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং পরস্পর পায়ের গিঁঠ মিলিয়ে দাঁড়াতেন।

৩য় হাদীস ঃ

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه -

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতারগুলি পরিপূর্ণ কর, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও নিরীক্ষণ করি, অনন্তর আমাদের

(সাহাবাদের) প্রত্যেকে একে অপরের কাঁধের সহিত কাঁধ এবং পায়ের সহিত পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন।* (বুখারী ১ম খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা)

একটু চিন্তা ঃ সামান্য বিবেচনা

ঢাকা জামেয়া কুরআনীয়ার মোহাদ্দেস জনাব মাওলানা আজিজুল হক সাহেব কর্তৃক অনুদিত "বোখারী শরীফ" (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) প্রথম খণ্ডঃ ৭ম সংস্করণ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দুইটির তরজমা ঠিকই করেছেন কিন্তু এরপর কোন রেখা-বন্ধনী কিংবা কোন নোট বা টীকা না দিয়ে তিনি সরাসরি লিখেছেন, "সারি বাঁধিতে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলান সহজ ব্যাপার নহে এবং পায়ের গিঁঠে গিঁঠে মিলানতো সম্ভবই নহে," জনাব মাওলানা সাহেবের এই উক্তিটি হাদীসের অনুবাদ না প্রতিবাদ তা বিচার্য।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সমগ্র মানব জাতির শান্তি ও মুক্তির দিশারী, শফীকুল উম্মত বিশ্ব নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি সারাটি জীবন উম্মতের মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ কামনা করে

*** নামাযে কাতার বন্দী হওয়ার সময় পরস্পরের পায়ের গিঁটের সাথে গিঁট এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর বর্ণনা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ কৃত হাদীস গ্রন্থ সমূহে দেখুন।**

১। বুখারীঃ (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা আজিজুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪২৭। বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৮১। বুখারীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৬৮২, ৬৮৭।

২। মুসলিমঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১।

৩। তিরমিযীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ২২৭। তিরমিযীঃ অনুবাদ আব্দুন্ নূর সালাফী ১ম খণ্ড হাদীস নং ২১১।

৪। আবু দাউদঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৬২, ৬৬৬, ৬৬৭।

মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১০১৭, ১০১৮, ১০২০, ১০২৫, ১০৩৩, ১০৩৪। মাদ্রাসার পাঠ্য মেশকাতঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ১০১৭ হতে ১০৩৪ পর্যন্ত।

গেলেন, যিনি উম্মতের প্রতি করুণা বৎসল হয়ে ফরমিয়েছেন, "আমি যদি আমার উম্মতের প্রতি কষ্ট মনে না করতাম, তবে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার এবং এশার নামায রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম"। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

আর উম্মতের প্রতি ফরয হয়ে যেতে পারে এবং তাদের কষ্ট হবে ভেবে তিনি তারাবীর নামায মাত্র ৩দিন জামা'আতের সাথে আদায় করে অবশিষ্ট দিনগুলিতে একাকী ঘরে পড়েছেন এবং সাহাবাদেরও পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

তিনি কি উম্মতকে কষ্ট দেওয়ার জন্য (নাউযু বিল্লাহ) সহজসাধ্য নয়, ভয়ংকর কঠিন, আর সম্ভবই নহে, একেবারেই অসম্ভব এমন কাজ করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন? (ইন্না লিল্লাহ..)। নামাযে কাতার বন্দী সম্বন্ধে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যার ধাতুগত অর্থ "সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো হও" (অর্থাৎ বিল্ডিং তৈরী করতে যেমন এক ইটের সাথে অন্য ইট চুনা গজ করে সুড়কি সিমেন্ট দিয়ে মিলিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়, তেমন মযবুত সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়াও)। সাহাবী নুমান (রাঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন, আমাদের –সাহাবীদের প্রত্যেককেই দেখেছি নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং পরস্পর পরস্পরের গিঁঠ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। আর সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেছেন, জামা'আতে নামায পড়তে আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, গিঁঠে গিঁঠ, পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলাতেন না অথবা মিলাতে নিষেধ করেছেন এমন কোন হাদীস বা উক্তি হাদীসের কোনও কিতাবে কোথাও বর্ণিত নাই, ইহা স্বীকৃত সত্য। এমন কি ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকেও এরূপ নিষেধের কোন প্রমাণ নাই।

তাই আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ এবং সাহাবাদের আমল যা দিবালোকের মতো সত্য, সূর্যের মতো প্রকাশমান সেই মহা সত্যটি সম্পর্কে মহা নবীর একজন সাধারণ উম্মতের পক্ষে এই ধরনের মন্তব্য করা যে, তা সহজ ব্যাপার নহে, এবং সম্ভবই নহে কি আশ্চর্য! এই রূপ বলার অধিকার তাকে দিল কে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবীদের প্রতিবাদই কি নবী প্রেমের পরিচায়ক? হায় আফসোস!

চিন্তাশীল পাঠকদের খেদমতে আমরা আপীল রাখতে চাই যে, বিশ্ব নবীর কোটি কোটি উম্মত নবী করিমের পবিত্র যুগ ও সাহাবাদের স্বর্ণ যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি এই আমল করে আসছেন, বাংলাদেশেও প্রায় ১ কোটি পঁচিশ লক্ষ আহলে হাদীস মুসলমানগণ ইহা পরম ভক্তি ও যত্ন সহকারে প্রতি-পালন করে আসছেন। এত সব লোকের জন্য আমল কি করে সম্ভব হচ্ছে? ভেবে দেখেছেন কি?

আরো প্রণিধানযোগ্য যে, জনাব আজিজুল হক সাহেব লালবাগ তার কর্মস্থল থেকে সামান্য দূরে বংশাল বড় মসজিদ, মালীবাগ, পুরানা মোগলটুলী, সুরিটোলা, নাজির বাজার, বাংলাদুয়ার ও উত্তর যাত্রাবাড়ী মসজিদে যেয়ে প্রত্যক্ষ করুন এত সব মসজিদের মুসল্লীগণ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই সুন্নাতটি কেমনভাবে বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রতিপালন করছেন।

নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়ান

নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলে নামায আরম্ভ করার পূর্বে কোন প্রকার দু'আ পাঠ করার নির্দেশ হাদীসে নাই। নামায আরম্ভের সময় কেবলামুখী সোজা হয়ে দাঁড়াবে, উভয় পায়ের মাঝখানে অর্ধ হাত পরিমাণ ফাঁক রেখে উভয় পায়ের উপর শরীরের সমান ভর রেখে দাঁড়াবে, তৎপর হস্তদ্বয়ের তালু কেবলামুখী করতঃ আঙ্গুলগুলি খোলাভাবে রেখে কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করবে। (সিহাহ সিত্তা)হ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আউযুবিল্লাহ...ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু...নাওয়ায়তু আন...এবং আরও অন্যান্য নবাবিষ্কৃত দু'আ যা কোন কোন লোক পড়ে থাকে ইত্যাদি কিছুই পড়তেন না। অতএব উহা যে স্পষ্ট না জায়েয ও বিদ'আত বলে গণ্য হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, কাজেই এই নামাযের শুরুতেই শরীয়তের বরখেলাফ বিদ'আত করা মহা অন্যায়।

নীয়ত

আরবী ভাষায় নীয়ত অর্থ মনে মনে সঙ্কল্প করা। আল্লামা হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী লিখেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন মানসে তাঁর মনোনীত কার্য সম্পাদনের মনস্থ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় নীয়ত বলে। (ফতহুল বারী)

নীয়ত অর্থ যখন মনের সংকল্প তখন ইহা মুখে পাঠ করার ব্যাপার নহে। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে–কি নামায ফরয, না সুন্নাত অথবা নফল, একাকী কিংবা জামা'আতে, ইমাম কি মুক্তাদী হয়ে ইত্যাদি শুধু মনে মনে কল্পনা করবে মাত্র। তজ্জন্য কোন কিছু গদ বা ইবারত পড়তে হবে না। "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায আরম্ভের পূর্বে চুপে চুপে কোন প্রকার নীয়ত পাঠ করতেন না।" (বুখারী, মুসলিম)

নীয়তনামা অর্থাৎ নাওয়ায়তু আন–পাঠ করা সম্বন্ধে সহীহ্ তো দূরের কথা কোন যঈফ হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত চারি ইমামের কোন একজনও নীয়তনামার পদ দ্বারা নামায আরম্ভ করতেন না। ফলকথা, হাদীস এবং ফিকাহ শাস্ত্র মন্থন করে এটাই জানা যায় যে, নীয়ত মুখে উচ্চারণ করার বস্তু নয় বরং মুখে মুখে কিছু নীয়তের নামে বলা সুন্নাতের বিপরীত, কাজেই উহা বিদ'আত।

(দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা, হেদায়া ১ম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা ও ৮০ পৃষ্ঠা)

বড়ই আফসোস এবং পরম পরিতাপের বিষয়, এই বিদ'আতের প্রচলন হওয়াতে বহু নরনারী আরবী ভাষায় উক্ত নীয়তনামা না জানার অজুহাতে নামায বর্জন করে থাকে (ইন্নালিল্লাহ..) মুখে নীয়ত পাঠ করা বিদ'আত হওয়া সম্পর্কে জনাব আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (হানাফী) সাহেব লিখেছেন, "মুখে নীয়ত পাঠ করা না রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে, না সাহাবা, না তাবেয়ী কারও পক্ষ হতেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (ফতহুল কাদীর)

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী) সাহেব লিখেছেন, "মুখে নীয়ত পাঠ করা বিদ'আত।" (সিরাতুল মুস্তাকীম)

আশরাফ আলী থানবী সাহেব লিখেছেন, "নামাযী যে নামায পড়তে চায় তার নীয়ত মনন বা স্থির সঙ্কল্প করে নিবে, নীয়ত যবানে পাঠ করার মোটেই

আবশ্যকতা নাই। বরং মনের মধ্যে এতটুকু চিন্তা বা মনন করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে যে, আমি অদ্য (যেমন) যোহরের ফরয নামায পড়ছি– এতটুকু মনে করে নিয়ে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে হাত বাঁধলেই হয়ে যাবে। যে সমস্ত লম্বা চওড়া নীয়তনামা জনসমাজে প্রচলিত আছে তা পাঠ করার মোটেই আবশ্যকতা নাই।"

(বেহেস্তি জেওরঃ ২য় খণ্ড ১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

আবদুল হক দেহলভী হানাফী সাহেব আরও লিখেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন শুধু বলতেন–'আল্লাহ আকবার'। ইহার পূর্বে মুখে নীয়ত পড়ার কোন শব্দ হাদীসে বর্ণিত হয় নাই। সেই কারণে মোহাদ্দিসগণ মুখে নীয়ত বলা এবং পড়াকে বিদ'আত ও মাকরুহ বলেন। (মাদারেজুন নবুওত)

কেরামত আলী জৌনপুরী (হানাফী) সাহেব লিখেছেন, "অন্তরেই নামাযের মনন করে নিবে অর্থাৎ মনে প্রাণে বুঝবে যে, আমি (যেমন) ফজরের ফরয নামায পড়ছি, মুখে নীয়ত পাঠ করার কোনই আবশ্যকতা নাই।" (রাহে নাজাত ৯ পৃষ্ঠা)

তাকবীরে তাহরীমা বলা

নামায আরম্ভ করার জন্য সর্বপ্রথম দুই হাত কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে হাত দুটি খোলাভাবে কিবলার দিকে তালু করে আল্লাহ্ আকবার বলে নামায আরম্ভ করবে (সিহাহ সিত্তা)। কেউ কেউ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই কান ধরে অথবা স্পর্শ করে থাকে, ইহা মোটেই দুরস্ত নয়। আবার কেউ কেউ হাতদ্বয়, কান বা ঘাড় পর্যন্ত না উঠিয়েই তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধে, ইহাও নাজায়েয।

তাকবীর, তসমী'য় ও সালাম বলার নিয়ম

নামাযের মধ্যে 'তাকবীর'ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার"

তাসমী'ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ – "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"

সালাম ঃ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ – আসসালামু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

উপরোক্ত আরবী বাক্যগুলির শেষের অক্ষর সাকিন পড়তে হবে, অত্র শেষ বর্ণের আ-কার, ও-কার এবং ই-কার প্রকাশ করা সুন্নাতের খেলাফ। (তিরমিযী)

নামাযে হাত বাঁধার স্থান

নামাযে হাত বাঁধার স্থান সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল ও নির্দেশ হাদীস সমূহে যা পাওয়া গিয়াছে তার মূল প্রথমে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থ হতে আমরা উদ্ধৃ করবো।

১। বুখারী শরীফের আরবী ইবারত এইঃ

عن سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلوة –

অর্থঃ "সাহাবী সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে লোক সকল নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম যেরার উপর রাখতে আদিষ্ট হতেন।* (বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা)

হাদীস, তাফসীর ও অভিধানের সকল কিতাবে যেরার অর্থ হাতের কনুই হতে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত। তাহলে উভয় হাত কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত এক যেরা আর এক যেরার উপর রাখলে হাত বুকের উপর ছাড়া অন্য কোথাও যে থাকতে পারে না, তা অতি সাধারণ ব্যক্তিকেও বোধ হয় বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। প্রকাশ থাকে যে, বুখারী শরীফে নাভির নীচে বা উপরে হাত বাঁধার কোন হাদীস নাই।

---

* পরম পরিতাপের বিষয় বুখারী শরীফের অনুবাদক আধুনিক প্রকাশনী ৯ম সংস্করণ ১ম খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীসটির অনুবাদে ذراع শব্দের অর্থ "কব্জি" করে কৌশলে নাভির নীচে হাত বাঁধার দলিল দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। হাদীস অনুবাদে এই ধৃষ্টতার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

২। মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ

باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيراة الاحرام تحت صدره فوق سرته -

অর্থঃ "(ইমাম মুসলিম বলেন) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের নীচে নাভির উপরে বাঁধার অধ্যায়।" (মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)

অতঃপর তিনি হাদীস আনেন ঃ

عن وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلوة كبر وصف همام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمني على اليسرى -

অর্থ ঃ ইমাম মুসলিম তাঁর মুসলিম শরীফে উক্ত বাবের মধ্যে বুকের নীচে এবং নাভির উপরে হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন আর হাদীসে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা এনেছেন। এতে বাবের মধ্যে যেখানে হাত রাখার কথা উল্লেখ করেছেন নিঃসন্দেহে সেখানে রাখারই ইঙ্গিত বৈ অন্যথায় নয় অর্থাৎ বুকের নিকট। বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, মুসলিম শরীফেও নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস আনা হয় নাই।

৩। নাসায়ী শরীফের হাদীস ঃ

عن عاصم ابن كليب قال حدثني ابي ان وائل ابن حجر اخبره قال قلت لا نظرن إلى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت اليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذنا باذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد -

অর্থঃ "ওয়াইল বিন হুজর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায দেখার জন্য হুযুরের দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ডান হাত বাম পাঞ্জা রোসগ ও সায়েদের উপর রাখলেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা)

যাবতীয় হাদীস ও অভিধানের কিতাবে রোসগ অর্থ হাতের কব্জি আর সায়েদ অর্থ কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত। তাহলে এভাবে ডান বাজু রাখলে হাত কোথায় পড়বে? বুকের উপর ছাড়া অন্যত্র নয়, ইহা সুনিশ্চিত। আরও জানা দরকার যে, নাসায়ীতেও নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীস নাই। সিহাহ সিত্তার প্রথম ও প্রধান তিন কিতাব–বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে বুকের উপর হাত বাঁধার স্পষ্ট হাদীস পাওয়া গেল অবশিষ্ট তিন কিতাব–তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ শরীফে শুধু ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা এসেছে। নাভির নীচে বা বুকের উপর কোন স্থানের উল্লেখ নাই। তবে এতে আমরা প্রধান তিন কিতাবের ঐকমত্য সম্বলিত হাদীসের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, অবশিষ্ট কিতাবত্রয়ে যদিও কোন স্থানের উল্লেখ নাই তত্রাচ ওগুলিতে বুকের উপর হাত বাঁধারই ইঙ্গিত আছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, অত্র তিন কিতাবেও নাভির নীচে হাত বাঁধার কোন হাদীস আসে নাই। সিহাহ সিত্তার বাইরে হাদীসের অন্যান্য কিতাবে যা এসেছে আমরা এখন সে সবের উল্লেখ করছি।

عن وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره -

অর্থঃ ওয়ায়েল্ ইবনু হুজর (নামক সাহাবী) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়েছি, তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের (সিনার) উপর রাখলেন।

এই হাদীস নিম্নলিখিত কিতাব সমূহে রয়েছে যথা ঃ

(সহীহ ইবনু খুযায়মা ২০ পৃষ্ঠা, বুলূগুল মারাম ২০ পৃষ্ঠা, নববী শরহে মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে নাযীরীয়াহ ১ম খণ্ড ৩০২ পৃষ্ঠা, মিসকুল খিতাম ১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা, তফসীর মাআলেমুত্ তানযীল ৯৯৭ পৃষ্ঠা, তফসীর কাবীর ৮ম খণ্ড ৬৪৫ পৃষ্ঠা, তফসীর খাযেন ৭ম খণ্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা।)

বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস আরও কোন কোন কিতাবে আছে জানতে চাইলে দেখুন ঃ

তফসীরে ইবনু কাসীর	তফসীরে ইবনু মারদুওয়ায়হ
দুররে মানসূর	তফসীরে বায়যাভী
দারাকুতনী	বায়হাকী সুনানে কুবরাহ
ফাতহুল গাফুর	মুসনাদে ইবনু আবী হাতিম
মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ	তারীখে কাবীর বুখারী
মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল	তাবারানী
সিফরুস সাআদাৎ	যাদুল মাআদ
তালখীসুল হাবীর	ফিক্হুস সুনানে ওয়াল আসার
শরহে মুয়াত্তা মালেক	তানবীরুল হাওয়ালেক
শরহে মুয়াত্তা মালেক	আররাওযাতুন নাদীয়াহ
সুবুলুস সালাম	মুশকিলুল ওসীত
ইবনু হিব্বান	এহইয়াউল ওলুম
ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন	

এতদ্ব্যতীত আরো জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মহামান্য ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছাড়া অবশিষ্ট তিনজন–ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই বুকের উপর হাত বাঁধতেন। (কিতাবুল উম লিশ্‌শাফিয়ী)

পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নামাযে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ পুরুষগণ নাভির নীচে আর স্ত্রীলোকেরা বুকের উপর হাত বাঁধবে এই রূপ পার্থক্যের কথা হাদীসের কোন কিতাবে নাই, বরং পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলেই বুকের উপর হাত বাঁধবে–ইহাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের একটি জামাতের আলেমগণ আপন খেয়ালখুশি মতো পুরুষদের জন্য নাভির নীচে এবং মেয়েদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধার অনধিকার চর্চামূলক এই পার্থক্যের ব্যবস্থা দিয়েছেন। নবীর দ্বীনে

এত খামখেয়ালী। হায়রে আফসোস! তারা এই পার্থক্যের হাদীস কোত্থেকে পেলেন প্রশ্ন করলে জওয়াব পাব কি? *

নামাযের মধ্যে দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

নামাযের মধ্যে মুসল্লীর দৃষ্টি সব সময় মুসল্লার ভিতরেই (সিজদার জায়গায়) থাকতে হবে, মুসাল্লার বাইরে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।

(নায়লুল আওতার, ফতহুলবারী ও ফিক্‌হুস সুনান ওয়াল আসার)

সানা পাঠ

তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধার পর সানা বা দু'আয়ে এস্তেফতাহ্ পাঠ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় নামাযে নিম্নলিখিত সানা পাঠ করতেন এবং এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ *

---

* নামাযে হাত বাঁধার স্থান কোথায়? তা জানার জন্য বাংলায় অনুবাদ কৃত নিম্নলিখিত হাদীস গ্রন্থ সমূহে দেখুন।

১। বুখারী ঃ মাওলানা আজীজুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩৫। বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৯৬। বুখারী শরীফ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭০২।

২। মুসলিমঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১।

৩। তিরমিযীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৫২, তিরমিযী, অনুবাদঃ আব্দুননূর সালাফী ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৪।

৪। আবূ দাউদঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৫৯।

৫। মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২, (মেশকাতঃ মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা ইয়া-ইয়া কামা বা'আদ্‌তা বাইনাল্ মাশরিক্বি ওয়াল্‌মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্বক্বাস্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্ মাগ্‌সিল খাতা ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল্ বারদ্।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহগুলির মধ্যে এরূপ পরিমাণ দুরত্ব কর–যে পরিমাণ দুরত্ব তুমি পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে রেখেছ; হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।" (বুখারী ১ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা ও দারাকুতনী ১২৮ পৃষ্ঠা)

সানার বিভিন্ন দু'আ

আমরা সানা পাঠের যে, দু'আ উল্লেখ করেছি এটাই সর্বোত্তম। এর পর ভিন্ন ভিন্ন দু'আ পাওয়া যায় তবে সেগুলি উত্তম না হলেও পড়া যেতে পারে।

সানার দ্বিতীয় দু'আ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ * ....

উচ্চারণঃ ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

দু'আটি আরও দীর্ঘ ......(মুসলিমীন) পর্যন্ত।

সানার তৃতীয় দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা-ইলাহা গাইরুকা। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাযাহ)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন এই হাদীস শুধু হারেছা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমি পাই নাই কিন্তু হারেছার স্মৃতি শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ এবং সমালোচনা আছে। এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। (বাযলুল মানফাআহ ২৬ পৃষ্ঠা)

সানার চতুর্থ দু'আ

৩ বার (আল্লাহু আকবার কাবীরা) اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

৩ বার (আলহামদু লিল্লাহি কাসীরা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا

৩ বার (সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাওঁ ওয়া আসীলা) سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ *

(আবূ দাউদ ও ইবনু মাযাহ)

সানার ৫ম দু'আ

إِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ وَلَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا إِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يُقِيْ سَيِّئَهَا إِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ ঃ ইন্না- সালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-য়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন। লা-শারীকালাহু ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়াআনা আউওয়ালুল মুসলিমনীন। আল্লাহুম্মাহদিনী লিআহসানিল আখলা-কি ওয়ালা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়াকিনী সায়্যিয়াল আ'মালি ওয়া সায়্যিয়াল আখলা-কি লা ইউকি সায়্যিয়াহা ইল্লা- আনতা। (নাসায়ী)

নামাযে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ

নামাযে সানা পাঠের পর চুপি চুপি এই আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ *

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম, মিন হামযিহী ওয়ানাফখিহী ওয়া নাফসিহী।

অর্থঃ "সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিতাড়িত শয়তানের কুহক, কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।"

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১১৩ পৃষ্ঠা ও তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

অতঃপর পাঠ করবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থঃ "পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি।" (তফসীরে ইবনু কাসীর ও দারাকুতনী)

বিসমিল্লাহ সরবে না নীরবে

নামাযের ভিতর সূরা পাঠের পূর্বে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হবে না জোরে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মক্কা ও কুফার ক্বারী এবং ফকীহদের নিকট বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সূরা ফাতিহার অংশ। এই মত পোষণ করেছেন ইবনু মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী। তাঁরা দলীল পেশ করেন আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস হতে যাতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন, ফাতিহাতুল কিতাব ৭ আয়াত, প্রথম আয়াত হচ্ছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। উম্মে সালামাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনসহ এক আয়াত শুমার করেছেন।

(তফসীরে বায়যাভী)

আবূ সায়ীদ খুদরী হতে বর্ণিত–নামাযের মধ্যে সূরা পাঠের পূর্বে হানীফা থেকে এ বিষয়ে কোন মত পাওয়া যায় নাই। (তফসিরে বায়যাভী ৩ পৃষ্ঠা)

আবূ সায়ীদ খুদরী হতে বর্ণিত–নামাযের মধ্যে সূরা পাঠের পূর্বে বিস্মিল্লাহ আস্তে (নীরবে) পড়তে হবে।

(মুসনাদ-ই-আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, বুলুগুল মারাম)

নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ আস্তে এবং জোরে উভয় রকমেই পড়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও বিসমিল্লাহ্ সরবে এবং কখনও নীরবে পাঠ করতেন। তবে বেশীর ভাগ সময় নীরবে পড়তেন।

(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)

সূরা ফাতিহা পাঠ

'আউযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ'....বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। ফজর, জুমআ, তারাবীহ ও দুই ঈদের নামায এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে, আর জানাযার নামায; এস্তেস্কার নামায এবং গ্রহণের নামাযে সূরা ফাতিহা জেহরী অর্থাৎ বড় আওয়াজে পাঠ করবে। এ ছাড়া অন্যান্য সকল নামাযে সূরা ফাতিহা গোপনে অর্থাৎ আস্তে আস্তে পড়তে হবে। (সিহাহ সিত্তা)

সূরা ফাতেহার ৭টি আয়াত আছে। এই জন্য কুরআনের ভাষায় একে সাব'আ মাসানী (সপ্ত পৌনঃপুনিক) বলা হয়েছে। (সূরা আল-হিজর ৮০ আয়াত)

আয়াতগুলো এই ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

১। উচ্চারণ ঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

২। উচ্চারণ ঃ আররাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ "যিনি পরম দাতা ও চরম দয়ালু।"

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *

৩। উচ্চারণ ঃ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন।

অর্থঃ "যিনি কিয়ামত দিবসের (বিচার দিনের) মালিক।"

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ *

৪। উচ্চারণ ঃ ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন।

অর্থ ঃ "একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ *

৫। উচ্চারণ ঃ ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম।

অর্থঃ তুমি আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ *

৬। উচ্চারণ ঃ সিরাত্বাল্লাযীনা আন্'আমতা আলাইহিম।

অর্থঃ তাদের পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ * آمين

৭। উচ্চারণ ঃ গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্ যা-ল্লীন। (আমীন)

অর্থ ঃ যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ এবং যারা ভ্রষ্ট তাদের পথে নয়, প্রভু হে! তুমি আমার এই প্রার্থনা কবুল কর। (আমীন)

কুরআন মাজীদের যে কোন সূরা এবং আয়াত সমূহ বিশেষ করে সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াত পৃথক পৃথক ভাবে থেমে থেমে পাঠ করতে হবে, ইহা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ (সূরা মুযযামমেল ৪ আয়াত) এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরও আদেশ। (মুয়াত্তা মালেক, ২৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে নিম্নরূপ অধ্যায় সন্নিবেশ করেছেনঃ

যে কোন নামায ফরয, সুন্নাত, নফল, একা বা জামাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, ইমাম হয়ে বা মুক্তাদী হয়ে পড়া হোক-সকল অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب -

অর্থঃ "উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার নামায হয় না।" (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীস পাঠ করে কেউ ধারণা করতে পারে যে, ইহা বোধ হয় একা নামায পড়ার বেলাতেই প্রযোজ্য। আর ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লেও চলতে পারে, কারণ এখানে ইমামের পিছনে পড়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সেই ভ্রম ঘুচানোর জন্য বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা

এ সম্পর্কে প্রথমেই একটি হাদীস উদ্ধৃতি করছি ঃ

عن عبادة ابن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الفجر فقرا فثقلت عليه القراة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم يارسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها -

অর্থঃ "উবাদাহ বিন সামেত হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কেরাত একটু কষ্টকর হয়ে পড়লো। তিনি নামায থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, তোমরা বোধ হয়

ইমামের পিছনে কেরাত করেছ। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তখন তিনি বললেন, তোমরা অন্য কিছু কেরাত করো না, শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে; কেননা সূরা ফাতিহা যে ব্যক্তি পড়বে না তার নামাযই হবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ)

এই হাদীসে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্টভাবে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেছেন। সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং থেমে থেমে কেন পড়তে হবে সে সম্বন্ধে একখানা লম্বা হাদীস উদ্ধৃতি করছি ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام قال اقرابها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلوة بيني وبين عبدى نصفين فلعبدى ما سال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدى واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل -

অর্থ ঃ "আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার সে নামায নষ্ট, নষ্ট, নষ্ট তৃতীয়বার অসম্পূর্ণ। আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা ইমামের পিছনে কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন, মনে মনে পড়, কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ

তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করেছি অর্ধাঅর্ধি করে এবং আমার বান্দা যা চাবে তা পাবে। যখন বান্দা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পড়ে তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার তারীফ করলো। যখন "আররাহমানির রাহীম" পাঠ করে, তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করলো, যখন "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" পাঠ করে তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার তা'যীম (সম্মান) করলো, যখন পাঠ করে "ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন" তখন আল্লাহ বলেন, ইহা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চাইবে। অতঃপর যখন পড়ে "ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্আম্তা আলাইহিম, গায়রিলমাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্ যাললীন" তখন আল্লাহ বলেন- ইহা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাবে তা পাবে।

(মুসলিম,তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মুয়াত্তা মালিক)

এই হাদীস পাঠে জানা গেল আল্লাহ তা'আলা নামায ভাগ করার কথা বলে সূরা ফাতিহাকে দুই ভাগ করলেন। প্রথম থেকে "ইয়্যাকা না'বুদু" পর্যন্ত সাড়ে তিন আয়াত বান্দার অংশ "ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন" থেকে শেষ পর্যন্ত বাকী সাড়ে তিন আয়াত নিজের অংশ বলে দিলেন। কী চমৎকার কথা। এতে বুঝা গেল সূরা ফাতিহা আসলে নামাযের মূল বস্তু আর এই সূরা ফাতিহা যারা না পড়বে তাদের নামায হবে কেন? দ্বিতীয় কথা হড়বড় করে এক সঙ্গে সব কয়টা আয়াত পাঠ করলে এক এক আয়াত শুনে আল্লাহ তা'আলা যে এক একটি বিষয় উত্তরে বলবেন তার জন্য আদব ও ভদ্রতা প্রকাশের সময়ই দেয়া হলো না, এটা পরম পরিতাপের বিষয় নয় কি?

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কখন কিভাবে পড়তে হবে, এ বিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করছি। এখানে ইমাম ইবনু কুদামার মন্তব্য ও হাদীসের সার সংকলন করে বিষয়টির পরিসমাপ্তি করতে চাই। তিনি লিখেছেন ঃ

الا ستحاب ان يقرآ الفاتحة في سكتات الامام هذا قول اكثر اهل العلم وكان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤن وراء الإمام فيما اسربه وقال عروة بن الزبير اما انا فاغتنم من الإمام اثنين اذا قال

غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقروا عندها وحين يختم السورة فاقرأوا قبل ان يركع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اسررت بقراتي فاقرأوا (رواه الترمذي والدارقطني)

অর্থঃ "ইমামের নীরবতার সময় (মুক্তাদীদের জন্য) সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুস্তাহাব, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানদের অভিমত। ইবনু মাসউদ (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ) এবং হেশাম ইবনু আমের (রাঃ) ইমামের নীরবতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। ওরওয়া ইবনু যুবায়ের বলেনঃ আমি ইমামের নিকট থেকে (সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য) দুই সময় সুযোগ গ্রহণ করি। প্রথম যখন ইমাম "গাইরিল মাগযুবি আলাইয়হিম ওয়ালায্যাল্লীন" বলেন এবং (দ্বিতীয়) যখন তিনি সূরা শেষ করেন তখন রুকুর আগে পাঠ করি এবং আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ 'যখন আমি কেরাতে নীরবতা অবলম্বন করি তখন সূরা ফাতিহা পাঠ কর।' এই হাদীস তিরমিযী ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। (আলমুগনী ১ম খণ্ড ৬০৪ পৃষ্ঠা)

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পাঠ করতে হবে, যে না পড়বে তার নামায হবে না। হাদীসের যে সব কিতাবে এ অভিমত পাওয়া যায় তার একটা অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হলো প্রয়োজন মনে করলে দেখে নিবেনঃ

বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা	মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা
নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা	তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা
আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা	ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠা
আওনুল মাবুদ ১ম খণ্ড ৩০২ পৃষ্ঠা	জুযুল কিরাত, বুখারী ৮ পৃষ্ঠা
গুনইয়াতুত্ তালেবীন ৭২৩ পৃষ্ঠা	ইমামুল কালাম ১৭৩ পৃষ্ঠা
মুয়াত্তা মালেক ২৯ পৃষ্ঠা	সুবুলুস সালাম ১ম খণ্ড ১৭০ পৃষ্ঠা
রাওযাতুন নাদীয়াহ (১) ৮৮ পৃষ্ঠা	তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা
তাবারানী ১ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা	তানবীরুল হাওয়ালেক ৮১ পৃষ্ঠা
কিতাবুল কিরআত, বায়হাকী ৬৮ পৃষ্ঠা	তাহকীকুল কালাম ৫ পৃষ্ঠা

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ বিষয়ে হাদীসের স্বতন্ত্র কিতাব

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামায হবে না–এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এত বেশী সংখ্যক হাদীস পাওয়া যায় যার কারণে দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস ইমাম বুখারী একখানা স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। কিতাব খানার নামঃ

جزء القرأة خلف الإمام

"ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কিতাব।"

অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাকীও এই একই বিষয়ে আর একখানা হাদীসের কিতাব লিখেছেন, উহার নামঃ

كتاب القرأة خلف الإمام

"ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কিতাব।"

পাঠক পাঠিকা ভাই বোনের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা নিজেরা একটু চিন্তা করে দেখবেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য হাদীস বিশারদ্ সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং বড় বড় হাদীসবেত্তা ইমামগণ স্বতন্ত্র হাদীসের কিতাব লিখেছেন। পুস্তকের কলেবর অপ্রত্যাশিতভাবে বড় হবার ভয়ে এ প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে এখানেই শেষ করলাম।

ফিকাহ্ গ্রন্থে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রমাণ

বিশুদ্ধ সনদের সহিত সিহাহ্ সিত্তা, ইবনু হিব্বান এবং দারকুতনী ইত্যাদি হাদীসে আছে যে ঃ – لاصلوة الا بفاتحة الكتاب

অর্থঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া কোনও নামায নাই।" (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু হুমাম قرأت القرآن শব্দ ওয়ালা এই হাদীসের রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য নামাযে ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ করা প্রমাণিত হচ্ছে, অতএব ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে। (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৪২৯ পৃষ্ঠা)

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করার হাদীস যঈফ (দুর্বল)- (নুরুল হেদায়া ১ম খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা)

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার 'আসার' যাহা ইবনু উমর থেকে বর্ণিত আছে উহা যঈফ'। (নূরুল হেদায়া ১১১ পৃষ্ঠা)

ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করবে এবং ইহা হক। (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৪৪০ পৃষ্ঠা)

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ইহ্তিয়াতান-সতর্কতা হিসাবে পাঠ করা উচিত। (হেদায়া ১ম খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা)

কেননা না পড়লে নামায বাতিল হওয়ার খুব ভয় আছে।*

*** ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এই মর্মে বঙ্গানুবাদকৃত নিম্ন বর্ণিত হাদীস গ্রন্থ সমূহ দেখুন।**

১। বুখারী শরীফঃ অনুবাদক মাওলানা আজিজুল হক। ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৪১। সহীহ আল বুখারীঃ (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭১২। বুখারী শরীফঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭১৮।

২। মুসলিমঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) হাদীস নং ৭৫৮-৭৬১।

৩। আবূ দাউদঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)১ম খণ্ড হাদীস নং ৮২১-৮২৪।

৪। তিরমিযীঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ডঃ হাদীস নং ২৪৭। জামে তিরমিযীঃ অনুবাদঃ আব্দুন্ নূর সালাফী ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৯৮।

৫। মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমী। ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪। মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (মাদ্রাসা পাঠ্য) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪।

অনুবাদ না প্রতিবাদ?

বিজ্ঞ পাঠকদের খেদমতে চিন্তার আবেদন করছি। আপনারা দয়া করে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতঃ একটু ভেবে দেখুন, নামায হচ্ছে ইসলামের শ্রেষ্ঠ রুক্ন এবং মুমিনের মূল ধন, সেই নামায সূরা ফাতিহা ব্যতীত আদৌ শুদ্ধ হবেনা যাহা বুখারী, মুসলিম, তাবারানী কাবীর, কিতাবুল কিরা'আত, বায়হাকী, জুযুল কির'আত বুখারী, গুনইয়াতুত-ত্বালেবীন, ইমামুল কালাম, মুওয়াত্ত্বা মালেক, সুবুলুস সালাম, রওজাতুন নাদীয়াহ, তালখিসুল হাবীর, তানবীরুল হাওয়ালেক, তাহকীকুল কালাম, আয়নুল হেদায়া, নুরুল হেদায়া, হেদায়া এই সমস্ত হাদীস ও ফিকার কিতাবে জ্বলন্ত প্রমাণ পেলেন অথচ মাওলানা আজিজুল হক সাহেব বুখারীর অনুবাদে লিখেছেন।

"ইমাম আবু হানীফা ব্যতীত অন্যান্য অনেকেই ইমাম মুক্তাদী উভয়কেই (উবাদাবিন সামেৎ) এই হাদীসের আওতাভুক্ত করিয়া বলেন, ইমামের পিছনে প্রত্যেক মুক্তাদীকেই আলহামদু সূরা পড়িতে হইবে। ইমাম বুখারীও তাহাই বলিয়াছেন।" (বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ৭ম সংস্করণ ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

অথচ এই আজিজুল হক সাহেব আবার মন্তব্য করেছেন "ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য–মুক্তাদী চুপ করিয়া থাকিবে আলহামদু সূরা পড়িবে না।"

এখানে, আমি বলতে চাই ইমাম আবু হানিফার নামে বলা হলো, তিনি বলেছেন, "মুক্তাদী চুপ করে থাকবে আলহামদু পড়বেনা।" এটা ইমাম আবু হানিফার নিজস্ব লিখিত কোন কিতাবে কত পৃষ্ঠায় লিখা আছে তার উল্লেখ করতে পারেন নাই। শুধু তার মাযহাবের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মাওলানা সাহেবের এই মন্তব্যের দরুন বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান ও মুসুল্লীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না, যার ফলে তাদের জীবনের নামাযগুলি নষ্ট, বাতিল ও বরবাদ হয়ে যাবে তার জন্য দায়ী হবে কে? (ইন্নালিল্লাহ)

যোয়াদ না দোয়াদ

আরবী বর্ণ মালায় সোয়াদ এর পরের অক্ষর (ض) এর উচ্চারণ কী হবে, যোয়াদ না দোয়াদ? এই প্রশ্নে সকল জামাতের আলেম এবং মুফতী সাহেবানের

ফতোয়া এই যে, ঐ অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ খুবই কঠিন, তবে আপাততঃ (ظ) যোয়াদ এর অনুরূপ পড়লেও চলবে এবং নামায নষ্ট হবে না, যথা–

وان كان لايمكن الفصل الا بمشقة كالضاد مع الظاء والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشائخ فيه قال اكثرهم لا تفسد صلوته (عالمگيري – قاضيخان)

অর্থঃ 'যদি দুই অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়, যেমনঃ

(ض) এবং (ظ) এর মধ্যে (ص) এবং (س) এর মধ্যে (ط) এবং (ت) এর মধ্যে–তবে এক অক্ষরের উচ্চারণ অন্যটির সঙ্গে বদল হয়ে গেলেও অধিকাংশ ফকিহ্‌গণের মতে নামায নষ্ট হবে না।

(আলমগীরী ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা, হেদায়া ১ম খণ্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা এবং দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ২৯৫)

কিন্তু (ض) কে (دواد) উচ্চারণ করলে নামায ফাছেদ হয়ে যাবে। যথাঃ

قال الشيخ احمد ولو ابدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراته قطعا فعلم من هذا انه لم يقع خلاف في ابدالها دالا كما وقع في الظاء فالنطق بها دالا لم يقبل احد بصحته – الاقتصاد (صـ ١٣)

অর্থঃ শায়খুল ওলামা আহ্‌মদ দাহ্‌লান বলেনঃ

যদি (ض) এর উচ্চারণ (ظ) ব্যতীত অন্য অক্ষরের অনুরূপ করা হয় তবে এই কির'আত আদৌ জায়েয হবে না। (ض)এর উচ্চারণ (د) দাল এর সঙ্গে বদলিয়ে পাঠ করলে নামায ফাসেদ হওয়া সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই এবং এই কির'আত কারো নিকট বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। (আল ইকতিসাদ ১৩ পৃষ্ঠা)

وقد كتب مولوى كريم الله الحنفي على فتاوى مولانا قطب الدين خان قراى الضاد مثل الدال غلط غير معتدبه فالعاقل يفهم والغافل يعاند والحق احق ان يتبع والباطل حقيق ان يبطل – (الاقتصاد)

জনাব মৌলভী কারীমুল্লাহ হানাফী কুতুবুদ্দীন খানের ফতোয়ার উপর লিখেছেনঃ

(ض) কে (دال) উচ্চারণ করা অসম্ভব রকমের (মারাত্মক) ভুল। জ্ঞানী লোকগণ বুঝে থাকেন আর মূর্খগণ জেদ করে থাকে, হক কথা হচ্ছে হকের (আসল বস্তুর) অনুসরণ করা এবং বাতিলকে ধ্বংস করে দেওয়া।

(আল ইক্তেসাদ, ১৫ পৃষ্ঠা)

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী স্বীয়) ফতোয়ার কিতাবে লিখেছেন ফিকাহ এবং তফসীরের যাবতীয় কিতাবে (ض) কে (ظ) এর অনুরূপ উচ্চারণ বলা হয়েছে। কাজেই নামাযে (ض) যোয়াদকে দোয়াদ পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (মজমুআ ফাতাওয়া আঃ হাই ১ম খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা)

তাফসীর, ফিকাহ, উসূল, কিরাত, তাজবীদ এবং ফাতাওয়ার যে সমস্ত কিতাবে (ض) এর উচ্চারণ (ظ) এর মতো হবে বলে লিখা আছে, আমরা তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলামঃ

তাফসীরে কাশ্শাফ	তাফসীরে বায়যাভী
তাফসীরে আযীযী	তাফসীরে হুসায়নী
হাশীয়াহ বায়যাভী	আল্ ইত্কান
রেআয়াহ	জুহদুল মুকাল্লেদ
মুনইীয়াহ	জুহদে জাযরীয়াহ
নাশরে মিনহাজ	তুমরাতুন্ নশর
রিসালা মাওঃ আঃ রহীম	বাশহায়ে ফায়যে শাতেবীঃ
দর্রুল মুখতার	তাহতাবী
ফাতাওয়া নকশবন্দীয়াহ	ফাতাওয়া বয্যারীয়াহ
এতাবিয়াহ	ফতহুল কাদীর
খায়রীয়াহ	জামেউর রেওয়ায়াত
মিফতাহুস সালাত	মাহাসেনুল আলম
আলবায়ানুল জামীল	শাফীয়াহ
এহইয়াউল উলুম	যাদুল আখেরাত

কীমীয়ায়ে সাআদাত — রাযী
যারবরদী — মুখতারুল ফাতাওয়া
সমরকন্দী — মুনীয়াহ
মজমুআ সুলতানী — বুগীয়াতুল মুরতাদ
মীযান — হুরুফুল হেজা
যখীরায়ে কুরদরী — নহরুল ফয়েক
তাতার খানীয়াহ — খাজানাতুর রেওয়ায়াত
রাসায়েলুল আরকান — তাহযীব
যাখীরাহ — ফাতাওয়া কাযীখান
ফাতাওয়া আলমগীরী — ফাতাওয়া কাবীরী
ফাতাওয়া বুরহান — ফাতাওয়া তাজনীস
ফাতাওয়া শামী — খাজানাতুল মুফতীঈন
খাজানায়ে মুকাম্মাল — খালীয়াহ
খুলাসাতুল ফাতাওয়া — ফুসূলে আকবারী
ফাতাওয়া বুরহানীয়া — রিসালা নজমদ্দীন
আল ইক্‌তেসাদ — তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি

উপরোক্ত কিতাবসমূহের হাওয়ালা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফীর মজমুয়া ফাতাওয়ার ১ম খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত।

(ض) এর উচ্চারণ "য" তার কুরআন, হাদীস ও আরবী প্রয়োগ

(ض) অক্ষরের উচ্চারণ যে (د) দাল এর মতো নয় বরং (ظ) য এর মতো তার প্রমাণ স্বরূপ পূর্বোল্লিখিত ফতোয়া ছাড়াও পবিত্র কুরআন মাজীদে এবং হাদীসের কেতাব সমূহে ঐ অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ জামা'আত, মাযহাব ও দল মত নির্বিশেষে সবাই (ظ) য এর মতো করে থাকেন এবং আরবী ভাষার কিতাব সমূহেও ওর উচ্চারণ য এর মতোই। আর প্রচলিত ব্যবহারিক শব্দ সমূহে সকলেই যে য এর মতো উচ্চারণ করেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রয়োগ বিস্তারিত দেখাতে গেলে বিরাট দফতর হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। অতএব পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র গুটি কতক শব্দ উল্লেখ করা হলো।

কুরআনী শব্দ প্রয়োগ

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ	প্রমাণ
غضب	(গযব)	শাস্তি	وغضب الله عليه

সূরা নেসা ৯৩, মায়েদা ৬০ এই শব্দ কুরআনে ২৩ বার উল্লেখিত হয়েছে-

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ	প্রমাণ
ضحك	(যেহকুন)	হাসি	فضحكت

সূরা হুদ ৭১ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا সূরা তৌবা ৮২ এই শব্দ কুরআনে ১০ বার এসেছে।

ضرب (যারাবা) মেরেছে فضرب الرقاب সূরা মোহাম্মদ (৪) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এই শব্দ কুরআনে ৫৭ বার উল্লেখিত হয়েছে।

ضرر (যরর) ক্ষতি فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا সূরা আলে ইমরান (১৪৪), এই শব্দ কুরআনে ২২ বার উল্লেখ হয়েছে। اضْطُرَّ (ইযতাররা) নিরুপায় فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ সূরা মায়েদা (৩)। এই শব্দ কুরআনে ৭ বার উল্লেখ হয়েছে।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
ضرارا – ضرا –	(যাররান যেরারান)	ক্ষতিকর

প্রমাণ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا সূরা তৌবা ১০৭ (মাসজেদুন যেরারান) বাতিল মসজিদ

ضعف (যে'য়ফুন) দ্বিগুণ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا আ'রাফ (৩৮)। এই শব্দ কুরআনে ৩৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। مضطر (মুয্‌তাররুন) অসহায় أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ সূরা নামল (৬২)

مستضعفين (মুসতায আফীন) দুর্বল اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ সূরা নিসা (৯৮)।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ	প্রমাণ
فيض	(ফায়যুন)	অনুকম্পা	اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ

সূরা আরাফ (৫০), এই শব্দ কুরআনে ৯ বার বর্ণিত হয়েছে

قبض (কাবযুন) জান কবয, কবয করা, অধিকার করা।

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً সূরা ত্বহা (৯৬), এই শব্দ কুরআনে ৯ বার উল্লেখ হয়েছে। فضح (ফায্হুন) ফযিহত করা, অপদস্ত করা ضَيْفِيْ وَلَاتَفْضَحُوْنَ সূরা হিজ্‌র (৬৮)।

فضل (ফায্লুন) ফযল, কৃপা بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ সূরা নিসা (৩৪)। এই শব্দ কুরআনে ১০৩ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।–

افوض। (উফাব্বেযু) সমর্পণ করিলাম اُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ সূরা মুমেনূন (৪৪)।

حاضر (হাযেরুন) উপস্থিত

وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا সূরা কাহাফ (৪৯), এই শব্দ কুরআন মাজীদে (২৪) বার বর্ণিত হয়েছে।

ضوء ضياء (যউউন, যিয়াউন) আলো

فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ সূরা ক্বাসাস (৭১)। এই শব্দ কুরআন মাজীদে ৭ বার বর্ণিত হয়েছে।

ضيف (যাইফুন) মেহমান বা অতিথি

اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِيْ। সূরা হেজর (৬৮), এই শব্দ কুরআন মসজিদে ৬ বার এসেছে।

قرض (কারযুন) ঋণ

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا সূরা বাকারা (২৪৫) এই শব্দ ১২ জায়গায় এসেছে।

ضد (যেদদুন) যিদ করা, বিপরীত

وَيَكُوْنُ عَلَيْهِمْ ضِدًا সূরা মারইয়াম (২৮)

ضعيف (যঈফুন) যঈফ, দুর্বল

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا সূরা নিসা (২৮), এই শব্দ ৯ বার এসেছে।

ضيع (যইউন) লোকসান করা, নষ্ট করা

خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ সূরা মরঈয়ম (৫৯) এই শব্দ ১০ বার এসেছে।

قضى (কাযা) কাযায়ে কাদর, নির্দিষ্ট ফায়সালা এই শব্দ কুরআনে ৫ বার এসেছে।

حيض (হায়যুন) হায়েয, মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব–এ শব্দ ৪বার এসেছে।

قبضة (কাবযাতুন) কোন কিছু আয়ত্বে আনা–এ শব্দ ৪বার এসেছে।

عرض (আরয) আর করা, আকিঞ্চন, বাসনা করা। পেশ করা–৫বার।

أعرض (এরাযুন) এরায করা, ফিরে যাওয়া–১৪ বার।

روضة (রওযাতুন) রওযা, কবর বাগান, উদ্যান–২বার।

وضع (ওয়াযউন) ওয়াযা করা, তৈরী করা–৭ বার।

تضع (তাযউন) ওয়াযে হামল, সন্তান প্রসব–৪ বার।

موضة (মাওযাতুন) মৌযা, থাকার স্থান–৩ বার।

موضوع (মওযুউন) মউযু, যার জন্য তৈরী واكواب موضوعه সভার আলোচ্য বিষয়, সূরা গাশীয়া(১৪)।

قاض (কাযেন) কাযী, বিচারক–২৭ বার।

ইহা ছাড়া হাদীসের কিতাবে এমন বহু শব্দ পাওয়া যায় যাতে ض অক্ষর আছে এবং তার উচ্চারণ ظ (যৌ) এর মতো করা হয় যথা–

فضل (ফযল) অনুকম্পা

فاضل (ফাযেল) ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

فضول (ফযুল) বাজে

حضرة (হযরত) সম্মান সূচক শব্দ

خضر (খেযের) খেযের (আঃ)

رمضان (রমযান) রমযান মাস

وضو (ওযু) নামাযের ওযু

مضبوط (মযবুত) মযবুত, শক্ত

ضبط (যবত) যবত করা, দখল করা

ضامن (যামেন) যামীন দেওয়া বা হওয়া

ضمانة (যামানত) যামীন হিসাবে আমানত

بير وضع (বীরে বুযা) বুযাকূপ।

আরবী ব্যাকরণের কিতাবে পড়া হয় ইত্যাদি বহু শব্দ, যথা

ماضي معروف مجهول মাযি মাআরুফ মাজহুল

مضارع معروف مجهول মুযারে মাআরুফ মাজহুল ইত্যাদি।

حضور (হুযুর) সম্মানসুচক অর্থে ব্যবহৃত, আরবী গ্রামার পড়াতে সকল হুযরই ছাত্রদের ضرب (যারাবা যায়দুন আমরান) পড়িয়ে থাকেন, কোন দিন ব্যতিক্রম হয় না।

আরবী ভাষায় বহু কিতাবের নামে ঐ ض হরফ আছে, অথচ সকলেই তার উচ্চারণ ظ (যৈ) এর মতো করে থাকেন, যথা ঃ

قاضي خان (কাজীখান) ফতোয়ার কিতাব

نور الايضا (নুরুল ইযাহ) ফেকার কিতাব

روضة الندية (রওযাতুন নদইয়া) ফতোয়ার কিতাব।

بيضاوي (বায়যাভী) তাফসিরের কিতাব।

এখন পাঠক পাঠিকারা বিচার করবেন এ সব জায়গায় যদি ض কে ظ যৈ এর মতো সকলে উচ্চারণ করে থাকেন, তবে বিরোধিতা কেন?

আমীন বলা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জেহরী নামাযে সব সময় জোরে–বেশ উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন, যথা ঃ

عن وائل بن حجر انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين –

অর্থঃ ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিছনে নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জোরে আমীন বলতেন। (আবূ দাউদ ১৩৪ পৃষ্ঠা)

عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول

অর্থঃ "আবূ হুরায়রার বাচনিক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন 'গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালায্ যাল্লীন' পড়তেন তখন এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের লোকেরাও তা শুনতেন।" (আবূ দাউদ)

وعن ابي هريرة قال ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد -

অর্থঃ আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত–লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লিন বলে এতটা জোরে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের লোকেরা শুনতে পেতেন এবং মসজিদ বেজে উঠতো। (ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা)

عن ام الحصين انها كانت تصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف النساء فلما قال ولا الضالين قال آمين حتى سمعته انا في صف النساء -

অর্থঃ "উম্মে হুসায়েন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে মেয়েদের কাতারে নামায পড়ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়ালায যাল্লীন পাঠ করে আমীন বলেন, তখন আমি (পিছনে মেয়েদের কাতার হতে শুনলাম)" (তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১৮৭ পৃষ্ঠা, তালীকুল মুমাজ্জাদ ১০৫ পৃষ্ঠা)

وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مدبها صوته -

অর্থঃ "ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে গাইরিল মাগযুবে আলায়হিম ওয়ালায যাল্লীন পাঠান্তে আমীন বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর আওয়াজকে খুব উচ্চ করেছিলেন।"

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী)

عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع صوته -

অর্থঃ "ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ওয়ালায্ যাল্লীন পড়তেন তখন আমীন বলতেন এবং আমীনের শব্দটিকে উচ্চ করতেন। (আবূ দাউদ)

আমীন বলার হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। শব্দ গুলি এইঃ

ارتج	رفع	مد	جهر
'ইরতাজ্জা'	'রাফাআ'	'মাদ্দা'	'জাহারা',

সাধারণভাবে উপরোক্ত সবগুলির অর্থ উচ্চৈঃস্বরে বলা।

মুক্তাদীদের জন্য ইমামের পিছনে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার হাদীস যেসব কিতাবে পাওয়া গিয়াছে আমি তার পৃষ্ঠাসহ একটা ছোট্ট তালিকা প্রদান করছি। প্রয়োজন মনে করলে উক্ত পৃষ্ঠা দেখে নিবেন।

বুখারী ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা
মুসলিম ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা
তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা
নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা
ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা
মুয়াত্তা মালিক ৩০ পৃষ্ঠা
তাইসিরুল উসুল ২১৭ পৃষ্ঠা
রাফউল উজাজাহ ৩০০ পৃষ্ঠা
দারাকুতনী ১২৭ পৃষ্ঠা
ইবনু আবী শায়বা ২৮ পৃষ্ঠা
ফতহুল বয়ান ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা
মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী ২৩ পৃষ্ঠা
মুন্তাকা ৫৯ পৃষ্ঠা
মাজমাউল বিহার ৫১৯ পৃষ্ঠা
বায়হাকী ২য় খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা
আওনুল মা'বুদ ১ম খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা
কানযুল উম্মাল ৩য় খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা
মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা
জামেউল ফাওয়ায়েদ ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা
তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা
তানবীরুল হাওয়ালেক ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা
ফতহুল বারী ২য় খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা
নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা
আহকামুল আহকাম ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা
আত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা
সুবুলুস্ সালাম ২৪৩ পৃষ্ঠা
তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা*

ফিকাহ্ গ্রন্থে সশব্দে আমীন

আমীন কবুলিয়তের মোহর। (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ্য আমীন বলার হাদীস সাবেত আছেঃ

(আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৬৫, নূরুল হেদায়া ৯৭ পৃষ্ঠা)

মুক্তাদীগণ ইমামের আমীন শুনে আমীন বলবে।

(দুররে মুখতার, গায়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ২২৯ পৃষ্ঠা)

দুই একজনে শুনলে তাকে জেহরী বলা হয়না বরং সকল লোককে শুনতে হবে। (গায়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাকীকাতুল ফেকাহ ১৮৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু হুমাম আস্তে আমীন বলার হাদীসকে যঈফ (দুর্বল) বলে এই ফয়সালা করেছেন যে, আমীন দরমিয়ানী (মাঝামাঝি) আওয়াজে বলতে হবে।

(আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর, আরকানে আরবা)

শাইখ আঃ হক মুহাদ্দেস দেহলভী জোরে আমীন বলাকে অগ্রগণ্য করতেন।

(মাদারেজুন নবুওত)

(বড় পীর) আঃ কাদের জিলানী জোরে আমীন বলার পক্ষপাতী ছিলেন।

(গুনইয়াতুত তালেবীন ১১ পৃষ্ঠা)

শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী জোরে আমীন বলার পক্ষপাতী ছিলেন। (তানবীরুল আয়নায়েন ৪১ পৃষ্ঠা)

আঃ হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেছেন, ইনসাফের কথা এই যে, দলীলের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে জোরে আমীন বলাই উত্তম।*

(তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ১০৩ পৃষ্ঠা, তাহকীকুল কালাম যমীমা ১০ পৃষ্ঠা)

*** ইমাম মুক্তাদির উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাংলায় অনুবাদ কৃত হাদীস সমূহ দেখুন।**

১। বুখারীঃ মাওলানা আজিজুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৫২। বুখারীঃ (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৩৬,৭৩৮। বুখারীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ডঃ হাদীস নং ৭৪১, ৭৪৩।

২। মুসলিমঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৯৭-৮০০।

৩। আবূ দাউদঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৩২।

৪। তিরমিযীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৮। তিরমিযীঃ মাওলানা আব্দুন নূর সালাফী ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪১।

৫। মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৮, ৭৮৭। মেশকাতঃ (মাদ্রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৮, ৭৮৭।

আমীন শুনে চটা ইহুদীদের স্বভাব

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيئ ماحسدتكم على السلام والتامين فاكثروا من قول امين (ابن ماجه - ٦٢)

অর্থঃ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, (এবং ইবনু আব্বাস হতেও, তিনি বলেন যে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইয়াহুদীগণ তোমাদের প্রতি এতটা হিংসা অন্য কোন বিষয়ে করে না যতটা করে সালাম দেওয়াতে এবং জোরে আমীন বলাতে। অতএব তোমরা বেশী করে জোরে আমীন বল।

(ইবনু মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা)

জোরে আমীন শুনে চটা যে ইয়াহুদীদের স্বভাব এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে বিবৃত হাদীস নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে বিদ্যমান।

(ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা, রাফউল উজাজাহ ১ম খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা, কানযুল উম্মাল ৩য় খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা, নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা, জামেউল ফাওয়ায়েদ ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠা)

কিরাত পাঠ

সূরা ফাতিহা পাঠের পর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে কুরআন মাজীদের যে কোন সূরা এবং নিম্নপক্ষে তিন আর ঊর্ধে ৩০,৪০,৬০ -এর বেশী সাধ্যপক্ষে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করা যেতে পারে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী)

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নামাযে ভিন্ন ভিন্ন কিরা'আতের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা–

ফজর ঃ ফজরের সুন্নাত নামাযে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। (মুসলিম)

ফজরের ফরয নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় ৬০ (ষাট) হতে ১০০ (একশত) আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। (মুসলিম)

ফজরের ফরয নামাযে প্রথম রাকা'আতে অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা ক্বাফ এবং অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন আর শুক্রবার দিন ফজরের ফরয নামাযে ১ম রাকাতে সূরা 'আলিফ লাম মীম তান্‌যীল' ও ২য় রাকা'আতে সূরা দাহর পাঠ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের ফরয নামাযে সূরা ইয়াসীনও পড়তেন। (তাবারানী)

যোহর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের নামাযে সূরা 'ওয়াল লাইলে ইযা ইয়াগশাহা' এবং সূরা আল-'আলা পড়তেন। (মুসলিম)

'সূরা বরুজ', সূরা ত্বারেক', 'সূরা লোকমান' ও 'সূরা যারীয়াত'ও পড়তেন। (নাসায়ী)

আসর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের নামাযে যে সব সূরা পড়তেন আসরের নামাযেও প্রায় সে সব সূরা পড়তেন।(মুসলিম, নাসায়ী)

মাগরিব ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের নামাযে 'সূরা তূর' এবং 'সূরা ওয়াল মুরসালাত' পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম)

মাগরিবের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা হা-মীম-দুখানও পড়তেন এবং দুই রাকা'আতে সূরা আরাফও পড়তেন (নাসায়ী)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের নামাযে সূরা কাফিরুন এবং সূরা ইখলাসও পড়তেন। (ইবনু মাজাহ)

এশা ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এশার নামাযে সূরা আলাক, সূরা আশ্‌শামস, সূরা আল লায়ল, সূরা আত্‌ত্বীন এবং সূরা আল আ'লা পড়তেন। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী)

জুমু'আ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর নামাযে সূরা আল 'আলা, সূরা গাশীয়াহ, সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন পড়তেন। (মুসলিম)

বিৎর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিৎর নামাযে সূরা আলা, সূরা 'কাফিরুন' এবং সূরা 'ইখলাস' পড়তেন। (নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও তাহাবী)

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায ঃ গ্রহণের নামাযে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাকা'আতে সূরা 'আনকাবুত' এবং ২য় রাকা'আতে সূরা রূম' পড়তেন। (দুরাকুতনী, বায়হাকী)

এক রাকা'আতে তিন সূরা ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝে মাঝে একই রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ছাড়াও দুই সূরা পড়তেন। (আবূ দাঊদ, আহমদ, ইবনু খুযায়মাহ)

সূরা ইখলাসের ফযীলত ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে কিরাতের পরও সূরা ইখলাস পাঠ করার অনুমতি সাহাবাদেরকে দিয়েছেন এবং তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, তিরমিযী)

দুই রাকা'আতে একই সূরা দুইবার পড়া ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝে মাঝে একই সূরা দুইবার দুই রাকা'আতে পুনরাবৃত্তি করতেন। (আবূ দাঊদ)

ফরয ও সুন্নাত নামাযে কিরাত ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন আর অবশিষ্ট রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কি পাঠ করবে?

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করেছেন।

باب يقرد في الاخرين بفاتحة الكتاب -

শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করার অধ্যায়। অতঃপর তিনি হাদীস এনেছেন।

عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاولين بام الكتاب وسورتين وفي الركعة الآخرين بام الكتاب (بخاري جلد اول صـ ١٠٧)

আবদুল্লাহ ইবনু আবু কাতাদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং (প্রত্যেক রাক'আতে একটি করে) আরো দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। (বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম মুসলিমও তার সহীহ গ্রন্থে হাদীস এনেছেনঃ

عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرآ في الركعتين الاولين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة يسمعنا الاية احيانا ويقرآ في الركعتين الاخرين بفاتحة الكتاب (مسلم جلد اول صـ ١٨٥)

আবদুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদাহ তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং আর একটি সূরা পাঠ করতেন, মাঝে মাঝে আমাদের ২/১ টি আয়াত শুনিয়ে পড়তেন এবং শেষ দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে হাদীস এনেছেন ঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। (তিরমিযী)

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর কিছু পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা)

কলিকাতার মাওলানার উক্তি

পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা নিবাসী হাফেয শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব তার স্বরচিত "আইনী তোহফা সালাতে মোস্তফা" কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রে লিখেছেন, "যারা একথা বলে যে, প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা মেলানো এবং শেষ দুই রাকা'আতে অন্য সূরা না মেলানো অজেব তা তাদের মন গড়া কথা।"

আমি বলতে চাই, এই ব্যাপারে ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং তিরমিযী বর্ণিত সুস্পষ্ট হাদীস থাকা সত্বেও এবং আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের দ্বিধাহীন মন্তব্য প্রকাশের পরও ইহা মনগড়া কথা কি ভাবে হলো? জনাবের এ ধরনের উক্তি সত্যি দুঃখজনক।

বে-তারতীব কিরাতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন কোন সময় নামাযে বে-তারতীব কেরাত–অর্থাৎ আগের সূরা পিছে এবং পিছের সূরা আগে পড়তেন। (বুখারী, ফতহুল বারী, আবূ নাইম ফরইয়াবী)

অত্র হাদীস হতে বুঝা গেল যে, নামাযে আগের সূরা পিছে এবং পিছের সূরা আগে পড়লেও নামায জায়েয হবে, নষ্ট হবে না, তবে তারতীব অনুযায়ী পাঠ করা উত্তম। (ফতহুল বারী)

বারটি সূরা ও তার অর্থ

১। সূরা আছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

উচ্চারণ– ওয়াল 'আস্‌রি, ইন্নাল ইনসানা লাফী খুস্‌র, ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাও বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাও বিস্‌সাবর।

অর্থঃ যামানার কসম। নিশ্চয় (সমুদয়) মানুষ অত্যন্ত লোকসানের মধ্যে আছে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, আর ভাল কাজ করেছে আর একে অন্যকে হক কথার উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

২। সূরা হুমাযাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۞١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ۞٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ۞٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۞٤ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۞٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۞٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞٨

উচ্চারণঃ– ওয়াইলুললিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ। আল্লাযী জামা'আমালাওঁ ও'আদ্দাদাহ্ ইয়াহসাবু আন্না মালাহ্ আখলাদাহ্। কাল্লা লাইউমবাযান্না ফিল হুতামাহ্ ওয়ামা আদরাকা মাল হুতামাহ। না-রুল্লাহিল মু'ক্বাদাহ। আল্লাতি তাত্ত্বালিউ আলাল আফয়িদাহ। ইন্নাহা আলাইহিম মু'সাদাহ। ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।

অর্থঃ নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে অসাক্ষাতে দোষ প্রকাশ করে আর সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়। যে ব্যক্তি মাল জমা করে আর উহাকে বারবার গণনা করে। সে ধারণা করে যে তাহার মাল তাহার নিকট সর্বদা থাকিবে। কখনই নহে! আল্লাহর কছম, সে ব্যক্তি এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যাতে যে কোন বস্তু পতিত হয় উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে। আর আপনার কিছু জানা আছে সেই চূর্ণ বিচূর্ণ অগ্নি কি রকম? উহা আল্লাহর অগ্নি যাহা প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে। যাহা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত যাইয়া পৌছিবে।

৩। সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

فِيْ تَضْلِيْلٍ * وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ * تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ *

উচ্চারণঃ–আলামতারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআছহাবিলফীল। আলাম ইয়াজআল কায়দাহুম ফী তাযলীল। ওয়া আরছালা আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বীল। তারমীহিম বিহিজ্বারাতিম মিন সিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআছফিম মা'কূল।

অর্থঃ আপনার কি জানা নাই যে, আপনার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছেন? তাহাদের চক্রান্তকে তিনি কি আগাগোড়া ব্যর্থ করিয়া দেন নাই? আর তাহাদের উপর (দলে দলে) আবাবীল পক্ষী পাঠাইলেন। যাহারা তাহাদের উপর কঙ্করময় পাথর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ভক্ষিত ভুষির মত করিয়া দিয়াছেন।

৪। সূরা কুরায়িশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ * اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ * اَلَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ *

উচ্চারণ– লিঈলাফি কুরাইশ, ঈলাফিহিম রিহলাতাশ্ শিতায়ি ওয়াস্ সাঈফ, ফালইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল বাইত, আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন জু'য়িও ওয়া আমানাহুম মিন খাওফ।

অর্থঃ যেহেতু কুরায়েশ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যেহেতু তাহারা শীত ও গ্রীষ্ম কালীন পর্যটনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তাহাদের উচিত যেন এই খানায়ে কাবার মালিকের এবাদত করে। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার অবস্থায় খাদ্য দিয়াছেন আর ভয় হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।

৫। সূরা মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۱ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۲ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۳ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۷

উচ্চারণ ঃ আরাআইতাল্লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন, ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহুয্যু 'আলা ত্ব'আমিল মিসকীন, ফাওয়াইলুললিল মুসাল্লীন, আল্লাযীনা হুম 'আন সালাতিহিম সাহূন, আল্লাযীনাহুম ইউরা'উন, ওয়াইয়ামনা'উনাল মা'উন।

অর্থ ঃ আপনি কি সেই লোকটি দেখিয়াছেন যে প্রতিফল দিবসকে অলীক বলিয়া প্রকাশ করে? অনন্তর সে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে ধাক্কা দিয়া তাড়ায় আর ভিক্ষুককে খাদ্য দানের প্রেরণা দেয় না। অতএব এমন নামাজীদের জন্য নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে যাহারা নিজেদের নামাযকে ভুলিয়া থাকে। যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে আর পরোপকারে বাধা দেয়।

৬। সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'তাইনা কাল কাওছার, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি আপনাকে কাওসার দান করিয়াছি। অতএব আপনি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন আর কুরবানী করুন। নিঃসন্দেহ রূপে আপনার দুশমনই নাম নিশান বিহীন।

৭। সূরা কাফিরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۱ * لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۲ * وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۳ * وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۴ * وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۵ * لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۶ *

উচ্চারণ ঃ ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন, লা-আ'বুদু মা-তা'বুদূন, ওয়া-লা আনতুম 'আবিদূনা মা আ'বুদ, ওয়া-লা আনা 'আবিদুম-মা 'আবাদতুম, ওয়া-লা আনতুম 'আবিদূনা মা-আ'বুদ, লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অর্থ ঃ হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন, ওহে কাফিরগণ! আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না, তোমারও আমার মা'বুদের উপাসনা করনা। আমি তোমাদের উপাস্য দেবতার ইবাদত করবো না এবং তোমরাও আমার মা'বুদের উপাসনা করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আমার জন্য আমার দীন।

৮। সূরা নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۱ * وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۲ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۳ *

উচ্চারণ ঃ ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারাআইতান্‌না-সা ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা, ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হয়। আর আপনি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখতে পান। তখন স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা এবং গুণ প্রকাশ করবেন আর ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

৯। সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ٥

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়াতাব্বা, মা আগনা- 'আনহু মা-লুহূ ওয়ামা- কাসাব, সাইয়াসলা-নারান যাতা লাহাব, ওয়ামরাআতুহূ হাম্মা-লাতাল হাত্বাব, ফী জীদিহা হাবলুম মিম্ মাসাদ।

অর্থ ঃ আবূ লাহাবের হাত ভেঙ্গে যাক এবং ধ্বংস হোক। তার মাল এবং উপার্জন তাকে স্বয়ম্ভর করতে পারে নাই। সে অচিরেই শিখাময় অগ্নিতে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও যে কাঠের বোঝা বহন করতো, তার গলায় একটা পাকা রশি।

১০। সূরা ইখ্লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٤

উচ্চারণ ঃ ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ (হে নবী) বলুন সেই আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না। তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

১১। সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۞٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۞٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞٥

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, মিন শার্‌রি মা খালাক্ব, ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব, ওয়ামিন শার্‌রিন নাফ্ফা-সাতি ফিল 'উকাদ। ওয়ামিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা- হাসাদ।

অর্থ ঃ (হে নবী) বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে। আর অন্ধকার রাত্রের অপকারিতা হতে। আর গিরায় ফুৎকার প্রদানকারিণীর অপকারিতা হতে। আর হিংসা পোষণকারীর হিংসা হতে-যখন সে হিংসা করে।

১২। সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞١ مَلِكِ النَّاسِ ۞٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۞٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۞٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞٦

উচ্চারণ– কুল, আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস, মালিকিন্ না-স, ইলাহিন্ না-স, মিন শার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্না-স, আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্না-স, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স।

অর্থঃ (হে নবী) বলুন, আমি মানুষের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মানুষের মালিক এর নিকট, মানুষের মা'বুদ এর নিকট। কুপ্ররোচনাকারীর অপকারিতা হতে।। যারা লোকদের মনে ওয়াস ওয়াসা দেয়। জ্বিন এবং মানুষের মধ্য হতে।

কিরাত শেষ করে 'আল্লাহ আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে তারপর রুকুতে গমন করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকুতে গমনকালীন এবং রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সর্বদা রাফউল ইয়াদায়েন করতেন। (সিহাহ সিত্তা)

প্রকাশ থাকে যে, 'নামাযের' মধ্যে রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্বন্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং বিশিষ্ট সাহাবাবৃন্দের নিকট থেকে এত বেশী সংখ্যায় হাদীস পাওয়া যায় যে, সেগুলি একত্রিত করলে নিঃসন্দেহে এক বিরাট গ্রন্থ হবে। ইনশা আল্লাহ একটু পরেই আমরা এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করবো।

রুকু করার নিয়ম

রুকুতে গিয়ে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলের তালু দ্বারা উভয় হাঁটু মযবুত করে ধরতে হবে এবং হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলের মাথা মাটির দিকে সোজা থাকবে আর মাথা, পিঠ ও কোমর উঁচু নিচু না করে সমানভাবে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

রুকুকালীন পিঠ ও মাথাকে এমনভাবে সোজা রাখতে হবে যেন পিঠের উপর একটি পানি পূর্ণ বাটি রাখলে উহা কোন দিকে গড়িয়ে না পড়ে। (মুসলিম)

রুকুর দু'আ

রুকুর দু'আ হাদীস শরীফে পাঁচ প্রকার পাওয়া যায়। যথা–

১ম নং দু'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি পবিত্র, তোমার প্রশংসা করি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দু'আ রুকু এবং সেজদায় ১০ বার করে পাঠ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

২ নং দু'আ

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ -

উচ্চারণ ঃ "সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ্।"

অর্থ ঃ "আমাদের প্রভু এবং ফেরেশতাগণের ও রূহের প্রভু অতিশয় পবিত্র।" (মুসলিম)

৩ নং দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।"

অর্থ ঃ আমার প্রভু পবিত্র মহান। (নাসায়ী, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, বাযযার)

৪ নং দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু খাশাআ লাকা সাম্য়ী ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্খী ওয়া আযামী ওয়া আসাবী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার (সন্তুষ্টির) জন্য রুকু করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার কথা শিরোধার্য করেছি, আমার চক্ষু, হাড়, রগ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি তোমার দরবারে বিনয়ী হয়েছে। (মুসলিম)

৫ নং দু'আ

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ * (نسائي)

উচ্চারণ ঃ সুবহানা যিল্ জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাতি।

অর্থ ঃ আমি সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি প্রতিপত্তি প্রদানকারী, অনন্তরাজ্যের অধিকারী, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। (নাসায়ী)

সহীহ্ হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমিয়েছেন এই সব দু'আ নিম্ন পক্ষে তিন ও উর্ধ্বে দশবার পাঠ করবে। (আবূ দাউদ)

রুকু থেকে দাঁড়ান

রুকুর দু'আ শেষ করে

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *

উচ্চারণঃ "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার কথা শুনে থাকেন।"

এই বলে দুই হাত কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে (সিহাহ সিত্তা)। তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদায়িন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং আজীবন করতেন এবং তাঁর সমস্ত সাহাবা (এক লক্ষ্য সাড়ে ছিচল্লিশ হাজার) সকলেই করতেন একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) ছাড়া। কেবল এই একজন সাহাবা রাফউল ইয়াদায়িন করতেন না।

সিহাহ সিত্তার কিতাবে রাফউল ইয়াদায়িন

সিহাহ্ সিত্তার প্রত্যেক কিতাবে রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস বিদ্যমান এবং কোনও কিতাবে নিষেধের একটি হাদীসও নাই। সিহাহ্ সিত্তার কোন্ কোন্ কিতাবে এই বিষয়ে কতটি হাদীস পাওয়া গিয়াছে আমরা তার তালিকা প্রদান করিছি।

১। বুখারী ৫টি ২। মুসলিম ৬টি ৩। নাসায়ী ৫টি
৪। তিরমিযী ২টি ৫। আবূ দাউদ ৪টি ৬। ইবনু মাজাহ ৯টি

এবং ইহাও জ্ঞাতব্য যে, সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে নামাযের মধ্যে পূর্ব বর্ণিত স্থানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাফউল ইয়াদায়িন করতেন না বা করতে নিষেধ করেছেন এর একটিও প্রমাণ নেই।

নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীসসমূহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাকা'আত নামাযে ৩ বার দুই রাকা'আত নামাযে ৫ বার তিন রাকা'আত নামাযে ৮ বার এবং চার রাকা'আত নামাযে ১০ বার রাফউল ইয়াদায়িন করতেন। (সিহাহ সিত্তা)

রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذالك - بخاري ومسلم *

অর্থ ঃ "ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও হস্তদ্বয় উঠাতেন (বুখারী ও মুসলিম)। উল্লিখিত হাদীস এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সমস্ত সাহাবার নামাযে উক্ত তিন জায়গায় রাফউল

ইয়াদায়িন করার বিবরণ আছে। আমরা নিম্নে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করছি ঃ

১। বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা
২। মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা
৩। নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা
৪। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা
৫। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা
৬। ইবনু মাজাহ্ ১ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা
৭। মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা
৮। বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা
৯। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ৩য় খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা
১০। তালখিসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠা
১১। মুয়াত্তা মোহাম্মদ ৮৯ পৃষ্ঠা
১২। ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন ১ম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা
১৩। মুন্তকাল আখবার ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা
১৪। ফতহুলবারী ২য় খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা
১৫। জামেয়ে সুবকী ৭ পৃষ্ঠা
১৬। জুযয়ে রাফউল ইয়াদায়িন বুখারী ১৪ পৃষ্ঠা
১৭। তানবীরুল হাওয়ালেক ১ম খণ্ড ৭৪ পৃষ্ঠা
১৮। আররাওযাতুন নাদীয়াহ্ ১ম খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা
১৯। গুনইয়াতুত ত্বালেবীন (আব্দুল কাদের জিলানী) ১০ পৃষ্ঠা
২০। আইনী ৩য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা
২১। আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ২১ পৃষ্ঠা
২২। কিতাবুল উম ৯০ পৃষ্ঠা
২৩। তানবীরুল আইনায়েন ৩৪ পৃষ্ঠা
২৪। রাহমাতুল মুহদাৎ ১ম খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা
২৫। তালীকুল মুগনী ১১১ পৃষ্ঠা
২৬। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা
২৭। তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা
২৮। সেআয়া ১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা
২৯। দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃষ্ঠা

প্রয়োজন বোধ করলে আরও দেখতে পারেন ঃ

দারেমী, দারকুতনী, মুস্তাদরকে হাকেম, মুস্নাদে আবূ নুআয়েম, সুবুলুস সালাম, তাহাবী, ফিকহুস্ সুনানে ওয়াল আসার, মুসান্নাফে আঃ রাজ্জাক, জাদুল মা'আদ প্রভৃতি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে তিন জায়গায় সর্ব্বদা রাফউল ইয়াদায়িন করে গেছেন

জনাব রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায ফরয হওয়া থেকে নিয়ে সারা জীবন এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে উল্লিখিত তিন জায়গায় রাফউল ইয়াদায়িন করতেন। প্রমাণ ঃ

عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذالك فقال سمع الله لمن حمده فمازالت تلك صلواة حتى لقى الله تعالى –

অর্থ ঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং যখন রুকুর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও ঐরূপ দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এই রকম নামায রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু পর্যন্ত পড়েছেন।* (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা তালখিসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা, দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃষ্ঠা)

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে, ভারতের হায়দারাবাদ থেকে সুনানে বায়হাকীর যে সংস্করণ ছাপা হয়েছে তাতে "ফামা-যা লাত তিলকা সালা-তুহু হাত্তা লাকেয়াল্লা-হা অর্থাৎ রসূলুল্লাহর ঐরূপ নামায মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল– শব্দগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ এইরূপ হাদীস চোরদের হেদায়াত দিন আমীন! (আইনি তোহফা সালাতে মোস্তফা, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ১৪০)

রাফউল ইয়াদায়িনের জন্য স্বতন্ত্র হাদীসের কিতাব

রাফউল ইয়াদায়িন করা এমন একটি মাশহুর ও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যে, উহার জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস, আমিরুল মুমেনীন ফিল হাদীস–ইমাম বুখারী (রহঃ) جزء رفع اليدين জুযয়ো রাফউল ইয়াদায়িন নামে হাদীসের একখানা স্বতন্ত্র কিতাব সংকলন করেছেন। হাদীসের অন্যতম হাফেয ইমাম তাকীউদ্দিন সুবকীও (রাঃ) এই একই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে جزء رفع اليدين জুযয়ো রাফউল ইয়াদায়িন নামে হাদীসের একখানা স্বতন্ত্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, রাফউল ইয়াদায়িন কত বড় গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত–অতএব ইহা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যাবে না।

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় এবং রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ও রুকু থেকে দাঁড়ালে এই তিন জায়গায় ও দুই রাকা'আত পড়ে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে শত শত সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীসের সংখ্যা

ইমাম সুবকী লিখেছেন, নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীস এত বেশী সংখ্যক পাওয়া যায় যাতে রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীসকে 'মুতাওয়াত্তির' বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বস্ত চারশত জন সাহাবা বর্ণনা করেছেন।

যে চারশত জন সাহাবা উক্ত হাদীস সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে থেকে "আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বিল জান্নাত" অর্থাৎ বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা সহ মোট উনপঞ্চাশ জন বিশিষ্ট সাহাবার নাম রয়েছে। ইমাম তাকীউদ্দিন সুবকী" তদীয় গ্রন্থে উক্ত নামসমূহ উল্লেখ করেছেন। আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের নাম বর্ণনা করছি।

প্রয়োজন মনে করলে জুযয়ে সুবকী কিতাব দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন।

রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস বর্ণনাকারী ৪৯ জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম ঃ

১। আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)	২। উমর ফারুক (রাঃ)
৩। উসমান গণী (রাঃ)	৪। আলী (রাঃ)
৫। তালহা (রাঃ)	৬। যোবায়ের (রাঃ)
৭। সাআদ (রাঃ)	৮। সাঈদ (রাঃ)
৯। আঃ রহমান বিন আউফ (রাঃ)	১০। আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)
১১। মালেক বিন হুওয়ায়রেস (রাঃ)	১২। যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)
১৩। উবাই বিন কাআব (রাঃ)	১৪। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)
১৫। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)	১৬। ইমাম হাসান (রাঃ)
১৭। ইমাম হুসায়িন (রাঃ)	১৮। বারা বিন আযেব (রাঃ)
১৯। যিয়াদ বিন হারেস (রাঃ)	২০। আবূ কাতাদাহ (রাঃ)
২১। হাসান বিন সাআদ (রাঃ)	২২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)
২৩। সোলায়মান বিন ইয়াসার (রাঃ)	২৪। আমর বিন আস (রাঃ)
২৫। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)	২৬। ওকবা বিন আমর (রাঃ)
২৭। বারিয়াহ (রাঃ)	২৮। আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)
২৯। আদী বিন আযলান (রাঃ)	৩০। আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ)
৩১। ওমার লায়সী (রাঃ)	৩২। আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ)
৩৩। আবুদদারদা (রাঃ)	৩৪। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)
৩৫। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ)	৩৬। আনাস (রাঃ)
৩৭। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)	৩৮। জাবেদ (রাঃ)
৩৯। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাঃ)	৪০। আবূ হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ)
৪১। আবূ সাঈদ (রাঃ)	৪২। মোহাম্মদ বিন সালামা (রাঃ)
৪৩। উম্মেদারদা (রাঃ)	৪৪। আরাবী (রাঃ)
৪৫। মুয়ায বিন জাবল (রাঃ)	৪৬। সালমান ফারসী (রাঃ)
৪৭। বরিরাহ বিন খাদের (রাঃ)	৪৮। হাকিম বিন ওমায়ের (রাঃ)
৪৯। আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাঃ)	

এরা সকলেই রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। উপরে

উল্লিখিত নামসমূহ আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকীর 'জুয্-এ সুবকীর' ৭ম পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত।

সাহাবা কর্তৃক রাফউল ইয়াদায়িন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সমস্ত সাহাবা নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করতেন। নিম্নে প্রমাণ দেখুনঃ

عن سعد بن زبير رضي الله عنه انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم في الافتتاح وعند الركوع واذا رفعوا رءوسهم - بيهقي جلد ٢ صـ ٧٥)

অর্থঃ "সাআদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সকল সাহাবাই নামায শুরু করার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদায়িন করতেন।

(বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

عن حسن بن علي رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم اذا ركعوا واذا رفعوا رءوسهم من الركوع -

অর্থঃ "আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ সকলেই রুকু যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদায়িন করতেন।"

(জুয্-এ রাফউল ইয়াদায়িন, বুখারী ১৪ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

قال البخاري قال الحسن رضي الله عنه وحميد بن هلال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم ولم يستثنى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون احد

(جزء بخاري)

অর্থঃ ইমাম বুখারী বলেন, ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হুমায়েদ বিন হেলাল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমস্ত সাহাবা রাফউল ইয়াদায়িন করতেন মাত্র একজন ব্যতীত। (জুয এ বুখারী ৭ পৃষ্ঠা)

যে একজন মাত্র সাহাবী রাফউল ইয়াদায়িন করতেন না, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)। আমরা ইনশা আল্লাহ একটু পরে তাঁর মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করার চারশত হাদীস

রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস সম্বন্ধে আল্লামা মাজদুদ্দীন সাহেব লিখেছেনঃ

قد صح في هذا الباب اربع مائة جزء واثر –

এই রাফউল ইয়াদায়িন সম্বন্ধে চারশত সহীহ হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। (সিফরুস সাআদাত ১৫ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িনকারী ৫৩ জন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী

ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাকী এবং তাকীউদ্দিন সুবকী ৫৩জন এমন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের নাম উল্লেখ করেছেন--যাঁরা নামাযের মধ্যে সর্বদা তিন জায়গায় রাফউল ইয়াদায়িন করতেন। উক্ত ৫৩ জনের নামঃ

১। সা'আদ বিন জুবায়ের ২। আতা বিন আবি রিবাহ। ৩। মোজাহিদ ৪। কাসেম বিন মোহাম্মদ ৫। সালেম বিন আবদুল্লাহ ৬। ওমর বিন আবদুল আযীয ৭। নোমান বিন আবুল আয়াস ৮। ইবনু সিরীন ৯। হাসান বাসরী ১০। আবদুল্লাহ বিন দীনার ১১। নাফে ১২। হাসান বিন মুসলিম ১৩। কায়েস বিন সা'আদ ১৪। মাকহুল ১৫। তাউস ১৬। আবূ নাজরাহ্ ১৭। ইবনু আবি নাজীহ ১৮। আবূ আহমদ ১৯। ইসহাক বিন রাহওয়াহ্ ২০। ইমাম আওযায়ী ২১। ইসমাইল ২২। ইসহাক বিন ইব্রাহীম ২৩। ইবনু মুয়ীন ২৪। আবূ ওবায়দা ২৫। আবূ সাত্তার ২৬। হুমায়দী ২৭। ইমাম ইবনু জারীর ২৮। হাসান বিন জাফর ২৯। সালেম বিন আবদুল আযীয ৩০। আলী ইবনু হুসায়েন ৩১। আবদ্

বিন ওমর ৩২। ঈসা বিন মূসা ৩৩। আলী বিন হাসান ৩৪। কাতাদাহ ৩৫। আলী বিন আবদুল্লাহ ৩৬। আবদুল্লাহ বিন ওসমান ৩৭। আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ ৩৮। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের ৩৯। আলী ইবনু মাদিনী ৪০। আবদুর রাহমান ৪১। মোহাম্মদ বিন সালাম ৪২। মোতামের ৪৩। কাআব বিন সাআদ ৪৪। কাআব বিন সাঈদ ৪৫। য়াহওয়া ৪৬। য়াহয়া বিন মুঈন ৪৭। য়াহয়া বিস সাঈদ ৪৮। ইয়াকুব ৪৯। ইবনু মোবারক ৫০। ইমাম যোহরী ৫১। মালেক বিন আনাস ৫২। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ৫৩। ইমাম শাফেয়ী।

إنهم كانوا يرفعون ايديهم عند الركوع ورفع الرأس منه

উপরোল্লিখিত ৫৩ তিপ্পান্ন জন জলীলুল কদর বিশিষ্ট ব্যক্তি রুকুর সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় রাফউল ইয়াদায়েন করতেন।*

(জুয্-এ বুখারী ৭,২২,২৩ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা জুয্-এ-সুবকী ২ পৃষ্ঠা, আয়নী ৩য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা)

সমগ্র মুসলিম প্রধান দেশে রাফউল ইয়াদাঈন

ইমাম বুখারী, বায়হাকী ও আল্লামা তাকীউদ্দিন সুবকী প্রমুখ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে,

ومن اهل مكة المدينة والحجاز واليمن والشام والعراق والبصرة

---

* নামাযে তিন জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) করতে হবে তা জানার জন্য নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ কৃত হাদীস গ্রন্থ সমূহ দেখুন।

বুখারীঃ মাওলানা আজিজুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩২-৪৩৪। বুখারীঃ (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৯২,৬৯৩,৬৯৫।

মুসলিমঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪৫,৭৪৬,৭৪৮।

তিরমিযীঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২য় খণ্ড হাদীস নং ২৫৫। তিরমিযীঃ অনুবাদঃ আব্দুন নূর সালাফী ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৭।

আবূ দাউদঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ১ম খণ্ড হাদীস নং ৮৪২-৮৪৪।

মেশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমী ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৩৯-৭৩৯। মেশকাতঃ (মাদ্রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৩৭-৭৪০।

ومن اهل خراسان انهم كانوا يرفعون ايديهم عند الركوع ورفع الرأس منه

অর্থ ঃ মক্কা, মদীনা, হেজায, ইয়ামান, শাম, ইরাক, বাসরা ও খোরাসানের বাসিন্দাগণ সবাই রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় রাফউল ইয়াদায়িন করতেন। (জুয়ে বুখারী ৭ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা, জুয-এ সবকী ১০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মোহাম্মদ বিন মারওয়ান সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ

لا نعلم مصرا من الامصار تركوا باجماعهم رفع اليدين عن الخفض والرفع الا اهل الكوفة *

অর্থ ঃ "আমি এমন কোন শহরের কথা জানিনা যে শহরের বাসিন্দারা রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদায়িন করে না একমাত্র কুফা শহরের বাসিন্দা ব্যতীত।" (তালীকুল মুমাজ্জাদ ২১ পৃষ্ঠা, ফতহুলবারী ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক পাঠিকা ও ভাই বোনেরা। নামাযে রাফউল ইয়াদায়িন সম্বন্ধে বহু অকাট্য প্রমাণ ও হাদীস দলীল পাঠ করে জানা যায় যে, ইহা সুন্নাতে মোয়াক্কাদার মত অবশ্য পালনীয়। অতএব সুন্নাতে নববী হিসাবে আমাদের নিকট যেন উহা চির বরণীয় ও চির পালনীয় হয়ে থাকে।

রাফউল ইয়াদায়িন সম্বন্ধে হানাফী ফেকার হাওয়ালা

রুকুর পূর্বে এবং পরে রাফউল ইয়াদায়িনের হাদীস সাবেত আছে।
(আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা, নূরুল হেদায়া ১০৪ পৃষ্ঠা)

বায়হাকীর হাদীসে পাওয়া যায়, ইবনু ওমর বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করেছেন। (আইনুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীস না-করার হাদীসের চাইতেও সবল।
(আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

রাফউল ইয়াদায়িন না করার হাদীস দুর্বল। (নূরুল হেদায়া ১০২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে রাফউল ইয়াদায়িন সাবেত আছে এবং এটাই হক। (আয়নুল হেদায়া ১ম খণ্ড ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

রাফউল ইয়াদায়িন করাকে অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিস সুন্নাত বলে সাবেত করেছেন। (মা-লা-বুদ্দামিনহু ২৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ হানাফীর শাগরেদ। (عصام ابن يوسف) 'এসাম ইবনু ইউসুফ' নামাযের মধ্যে রাফউল ইয়াদায়িন করতেন।

(মুকাদ্দামা আলমগীরী ১ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

রাফউল ইয়াদায়িন করলে নামায ফাসেদ হয় বলে যে রেওয়ায়াত আছে উহা রেওয়ায়াত এবং দেরায়াত উভয়েরই খিলাফ।

(গায়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠা)

জনাব মুফতী আমীমুল এহসান লিখেছেন, যারা বলে থাকে রাফউল ইয়াদায়িন করার হাদীস মানসূখ-আমি বলি তাদের একটি মাত্র দলীল, দ্বিতীয় দলীল নাই-(অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের হাদীস)।

(ফিকহুস সুনানে ওয়াল আসার, ৫৫ পৃষ্ঠা)

রাফউল ইয়াদায়িন তরককারী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর আমল ও আকীদা

পরিশেষে এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, একমাত্র সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাঃ) রাফউল ইয়াদায়িন না করার হাদীস এবং তাঁর অন্যান্য আমল আচরণ কেমন? তিনি রাফউল ইয়াদায়িন না করার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী, ইবনুল মোবারক, ইমাম আহমাদ, ইমাম নববী, ইমাম শওকানী প্রভৃতি উহাকে যয়ীফ বলেছেন। (আল মজমূআ ফী আহাদিসিল মাউযুআ ২০ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী এবং ইবনু হিব্বান ও ইবনু মাসউদের উল্লিখিত হাদীসকে অত্যন্ত দুর্বল-এমন কি বাতিল বলেছেন।

(মিসকুল খিতাম ১ম খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম বায়হাকী এবং শাইখ আবুল হাসান সিন্ধী এই মর্মে লিখেছেনঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর অনেক মাস'আলায় ভুল আছে, যথা ১। তিনি সমস্ত সাহাবা এবং বিশ্ব মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে একা কুরআন মাজীদের দুইটি সূরা "ফালাক" এবং "নাস"কে কুরআন বলতেন না। ২। তিনি সমস্ত মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে হাদীসের প্রতিকূলে "তাতবীক" করতেন*। ৩। তিনি ইমামের সাথে দুইজন মুক্তাদী হলে (অর্থাৎ তিনজন লোক হলে) মুক্তাদীদ্বয় কোথায় কি ভাবে দাঁড়াবে তার ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলেন এবং ইমামের বরাবর দাঁড়াতে বলতেন অথচ ইহা হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ।

৪। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আযহার দিন ফজরের নামায ওয়াক্ত মত পড়তেন না বরং ঈদের নামাযের পূর্বে পড়তেন, এটা সমস্ত উম্মতে মুসলিমার বিরুদ্ধ মত। ৫। তিনি সিজদার অবস্থায় হাতের বাজু এবং কনুই মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন, ইহাও হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ ইত্যাদি। অতএব এত সমস্ত ভুল যাঁর হয়েছে তাঁর নামাযে রাফউল ইয়াদায়িন না করা এবং সে বিষয়ে হাদীস না জানা বা না বলাও ভুলের অন্তর্ভুক্ত, এতে সন্দেহ নাই। (শরহে মসনদে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ১৪১ পৃষ্ঠা বালাগুল মুবীন ১ম খণ্ড ২২৯)

কাওমার দু'আ

রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ানকে কাওমা বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাওমাতে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করতেন। ইমামের এই দু'আ পাঠ করা কর্তব্য ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু মিল-আস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বা'আদু।

---

* রুকুর অবস্থায় হাত দ্বারা হাঁটু না ধরে বরং দুই হাত জোড় করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখাকে 'তাতবীক' বলা হয়।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার প্রশংসায় আকাশ জমীন পূর্ণ, ইহার পরও ইচ্ছা করলে তুমি আরও পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করতে পার। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

মুক্তাদিগণ এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহ্।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু, হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)

জনৈক সাহাবা কাওমায় উচ্চৈঃস্বরে এই দু'আ পাঠ করলে নামায অন্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার এই দু'আ পাঠের ফযিলত লিখার জন্য ৩০ জন ফেরেশতা আসমানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। (বুখারী)

সিজদার বিবরণ

কাওমার দু'আ পাঠ শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহু আকবার বলে ধীরভাবে সিজদায় গমন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রথমে দুই হাত মাটিতে রেখে তৎপর হাঁটুদ্বয় একসঙ্গে মাটিতে রাখবে (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারেমী, নায়লুল আওতার, কিতাবুল এতেবার, ইবকাউল মেনান)

তবে হাঁটু আগে রাখারও হাদীস আছে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, যাদুল মা'আদ)

সিজদা করতে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি মিলিত করে কেবলা দিকে করতঃ কর্ণদ্বয়ের বরাবর হাতের তালু মাটিতে একসঙ্গে রাখতে হবে ও দুই হাতের কনুই পেট ও পাঁজর হতে পৃথক করে উঁচুভাবে রেখে আগে কপাল ও পরে নাক মাটিতে রেখে পায়ের অঙ্গুলির মাথা মাটিতে লাগাবে, গোড়ালি উর্ধ্ব দিকে করতঃ রান হতে পেট এবং পায়ের গোড়ালি হতে উরু উচ্চে রাখবে।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

"যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে সিজদা করবে না, তার নামায হবে না।"(তিরমিযী)

সিজদার দু'আ

সিজদার পাঁচ প্রকার দু'আ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

প্রথম দু'আ ঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম মাগ্‌ফিরলী।

অর্থ ঃ "হে আমাদের আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তোমার প্রশংসায় আমি রত, আমায় ক্ষমা কর।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

দ্বিতীয় দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহূ ওয়া দিক্বাহূ ওয়া জিল্লাহূ ওয়া আউয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ ওয়া আলানিয়াতাহূ ওয়া সির্‌রাহূ।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার ছোট বড় সব গুনাহ, উহার অগ্র ও পশ্চাৎ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় গুনাহ মাফ কর।" (মুসলিম)

তৃতীয় দু'আ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى *

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারমী, দারকুতনী, বাযযার)

চতুর্থ দু'আ ঃ

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ *

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ্।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্ সত্তায় পাক-পূত এবং গুণাবলীতে অতি পবিত্র, ফিরিশতামণ্ডলী এবং রুহের প্রভু প্রতিপালক। (মুসলিম)

পঞ্চম দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ (مسلم)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়া বি মুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা উহছি সানা-আন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পানাহ চাচ্ছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে এবং তোমার করুণার মাধ্যমে তোমার শাস্তি হতে আর তুমি তোমার নিজের প্রতি যেরূপ প্রশংসা নির্ধারিত করে রেখেছ সেরূপ প্রশংসা আমি করতে পারছিনা বলে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি (আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। (মুসলিম)

জলসায় বসার নিয়ম ও দু'আ

সিজদার দু'আ পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আল্লাহ্ আকবার' বলে মাথা উঠাতেন এবং ডান পায়ের আঙ্গুলের মাথা মাটিতে লাগিয়ে গোড়ালি উর্ধ্বদিকে করতঃ শাহাদাৎ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে ডান উরুর উপর কেবলামুখী করে রাখতেন এবং বাম হস্তের আঙ্গুলগুলি মিলিতভাবে কেবলার দিকে করতঃ বাম উরুর উপর রাখতেন। (মুসনাদে আহমাদ)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নলিখিত দু'আ একবার পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, সরল পথে পরিচালিত কর, সুস্থ কর এবং রিয্ক দান কর।"

উক্ত দু'আ পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদায় গমন করতেন এবং পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

জলসায়ে ইস্তিরাহাত

দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা তুলে অন্য রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে কিছুক্ষণ বসাকে জলসায় ইস্তিরাহাত বলে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জলসায়ে ইস্তিরাহাতে না বসে অন্য রাক'আতের জন্য কদাচ দাঁড়াতেন না।" (বুখারী)

জলসায়ে ইস্তিরাহাত হতে দাঁড়াবার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই হস্তে মাটিতে ভর দিয়ে ধীর ও শান্তভাবে দাঁড়াতেন। (বুখারী)

দ্বিতীয় রাক'আত পড়া

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাক'আতের পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে রাফউল ইয়াদায়িন করতেন না এবং সানা ও আউযু বিল্লাহ .....পড়তেন না। শুধু বিসমিল্লাহ পাঠের সহিত সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য সূরা পাঠ করতেন। দুই রাক'আত নামায হলে শেষ বসা বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পাঠ করে সালাম ফিরাতেন (সিহাহ সিত্তা)। আর তিন বা চার রাক'আত ওয়ালা নামাযে দু'ই রাক'আত পড়ার পর মধ্যম বসা বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতেন। (বুখারী)

আত্তাহিয়্যাতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ

لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (متفق عليه)

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সালাওয়া-তু ওয়াত্‌তায়্যিবা-তু আস্‌ সালা-মু 'আলাইকা আয়্যুহান্‌ নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়াবারাকা-তুহ, আস্‌সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্‌ স-লিহীন আশ্‌হাদু আল্‌লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়ারসূলুহ্‌।

অর্থঃ "মৌখিক, আন্তরিক সমুদয় প্রশংসা, শরীরিক ও আর্থিক যাবতীয় উপাসনা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই, হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি-রহমত অবতীর্ণ হোক। আমাদের প্রতি এবং সৎ লোকদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তৃতীয় রাক'আত পড়া

দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে রাফউল ইয়াদায়িন করবে এবং বুকের উপর হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য সূরা না মিলিয়ে রুকু করবে, অতঃপর সিজদায় যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, যাদুল মা'আদ)

চতুর্থ রাক'আত পড়া

তৃতীয় রাক'আত শেষ করে চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে রাফউল ইয়াদায়িন করতে হবে না, শুধু রুকুর আগে এবং পরে করবে এবং শুধু ফাতিহা দ্বারা চতুর্থ রাক'আত পড়বে।

নামাযে শেষ বসাতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নলিখিত দরুদ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

(بخاري)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল কর যেমন ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল করেছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়–হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল কর যেমন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

দু'আয়ে মাসূরাহ

নামাযে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ শরীফ পাঠের পর যে দু'আ পাঠ করতে হয় তাকে দু'আয়ে মাসূরা বলে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নলিখিত দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার জানের উপর যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ মাফকারী নাই; অতএব তুমি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা ও দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাকারী, দয়ালু। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর নিম্নলিখিত দু'আয়ে মাসূরাও পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،

وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়ায়ি ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'সামি ওয়াল্‌মাগ্‌রামি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব, দাজ্জালের ফেৎনা ও জীবন মরণের ক্লেশ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট পাপকার্য ও ঋণ হতে মুক্তি কামনা করছি।

(বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ)

সালাম ফিরানোর নিয়ম

দু'আয়ে মাসূরা পাঠ শেষ হলে প্রথমে ডান ও পরে বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ *

অর্থঃ (হে মুক্তাদী ও ফেরেশতাগণ!) "তোমাদের প্রতি আল্লার রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল হোক।" (বুখারী, আবূ দাউদ)

বারাকাতুহু শব্দ বাদ দিয়েও সালাম ফিরানো জায়িয আছে। (আবূ দাউদ)

সালামের শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

কেউ কেউ সালাম করার সময় শুধু ডান পার্শ্বে বারাকাতুহু শব্দ বলে কিন্তু বাম পার্শ্বে উক্ত শব্দটি বলেন না, ইহা হাদীসের খেলাফ। বারাকাতুহু বললে দুই দিকেই বলবে আর না বললে কোন দিকেই বলবেন না। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, بركاته বারাকাতুহু শব্দটির ر র অক্ষরটিতে জবর বা আকার না দিয়া জযম বা সাকিন উচ্চারণ করতঃ বারাকাতুহুর জায়গায় কেউ কেউ বার্‌কাতুহু পড়ে থাকেন, ইহাও মস্ত বড় ভুল। অতএব এই সব বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

সালামান্তে ইমামের ফিরে বসা এবং দু'আ পাঠ করা

সালাম ফিরার পর একবার আল্লাহু আকবার উচ্চৈঃস্বরে অতঃপর আস্তে আস্তে তিনবার আস্তাগফেরুল্লাহ্ এবং একবার নিম্নলিখিত দু'আ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ও মিনকাস্ সালামু তাবা-রাক্‌তা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল্ ইকরাম পাঠ করে ইমাম সাহেব স্বীয় ডান অথবা বাম পার্শ্বে ফিরে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবেন। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে না বসেই মুনাজাত করে থাকেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের খেলাফ। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও জামা'আতের নামাযে মুক্তাদীদের দিকে না ফিরে মুনাজাত করতেন না। (সিহাহ সিত্তা)

ফিকার কিতাবেও উল্লেখ আছে যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডানে অথবা বামে অথবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবেন। (গায়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ২৪৮ পৃষ্ঠা, আলমগীরী ১ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা, আয়নুল হেদায়া ৪০৬)

হাদীসে সালাম ফিরানোর পরে বহু প্রকার দু'আর উল্লেখ আছে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় নিম্নলিখিত দু'আগুলি পাঠ করতেন, আমাদেরও সাধ্যপক্ষে পাঠ করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহুসনি 'ইবাদাতিকা।

অর্থ ঃ প্রভু হে! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র ও শুকরগুজারী করার এবং তোমার উৎকৃষ্ট ইবাদত করার কাজে সাহায্য কর। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা-মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা রাদ্দা লিমা কাযায়তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ "প্রভু হে! তুমি যাকে দান কর তাকে কেউ রোধ করতে পারে না, তুমি যাকে বঞ্চিত কর তাকে কেউ দান করতে পারে না, তুমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছ তা কেউ রদ করতে পারে না আর কোন সম্মানী ব্যক্তির উচ্চ পদমর্যাদা তাকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْزَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আউযুবিকা মিন আরযালিল উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া আযাবিল ক্বাব্‌রি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট শারীরিক দুর্বলতা, কৃপণতা, বার্দ্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট, দুনিয়ার ফিৎনা ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।" (বুখারী)

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন্‌নি'মাতু ওয়ালাহুল্ ফায্‌লু ওয়ালাহুস্ সানাউল্ হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীন। ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন।

অর্থ ঃ "আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত সৎকার্য করার এবং পাপ হতে বাঁচার সাধ্য নাই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। নেয়ামত সমূহ ও সম্মান এবং অতি উত্তম গুণাবলী কেবল তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, নির্ভেজালভাবে দীন তাঁরই জন্য যদিও কাফেরগণ উহা পছন্দ করে না।"

(সিহাহ সিত্তা)

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ *

উঃ সুবহানাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থঃ "অতি পবিত্রতায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা করছি। পবিত্রতায় মহামহীয়ান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা- ক্বাদ্দামাতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আস্‌রারতু ওয়ামা 'আলানতু ওয়ামা আ'লামু বিহি মিন্নী আন্‌তাল মুকাদ্দেমু ওয়া আন্‌তাল মুয়াখ্‌খিরু লা- ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ অতি পবিত্রতাময় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা করছি। পবিত্রতাময় মহামহীয়ান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (বুখারী)

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ইউহ্‌য়ি ইউমিতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

উপরোক্ত দু'আটি ফজর ও মাগরিব ছলাতের পর দশবার পড়বে।
(তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ, তারগীব, যাদুল মা'আদ ১/২৯০-২৯২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَّافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্'আলুকা রিযকান তায়্যিবান ওয়া 'ইলমান নাফিয়ান, ওয়া আমালান মুতাকাব্বিলান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পবিত্র খাদ্য, উপকারী বিদ্যা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। (তাবারানী)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু লা কাবিযা লিমা বাসাত্তা ওয়া লা বাসিতা লিমা কাবায্তা ওয়ালা হাদীয়া লিমান আযলালতা ওয়া লা মুযিল্লা লিমান হাদায়তা ওয়া লা মু'তীয়া লিমা মানা'অতা ওয়া লা মানি'আ লিমা 'আতায়তা ওয়া লা মুকার্‌রিবা লিমা বা'আদতা ওয়া লা মুবা'এদা লিমা কার্‌রাব্তা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি যাকে প্রশস্ত করেছ তার সঙ্কীর্ণতা সাধনকারী কেউ নেই। তুমি যাকে সংকীর্ণ করেছ তাকে প্রশস্তকারীও কেউ নেই, তুমি যাকে গুমরাহ করেছ তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই এবং তুমি যাকে হিদায়াত করেছ তাকে গুমরাহকারীও কেউ নেই, তুমি যাকে বঞ্চিত করেছ তাকে দানকারী কেউ নাই এবং তুমি যাকে দান কর তার বঞ্চনাকারীও কেউ নেই, তুমি যাকে দূরে রাখ তাকে নৈকট্য দানকারীও কেউ নেই এবং তুমি যাকে নিকট করেছ তাকে দূর করারও কেউ নেই।"

(নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রাখা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর মাঝে মাঝে ডান হাত মাথায় রেখে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার্ রাহমানুর রাহীম, আল্লাহুম্মাযহাব আন্নীল হাম্মা ওয়াল হুযনা।

অর্থ ঃ "সেই আল্লাহ্ তা'আলার নামে মস্তকে হাত রাখছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং যিনি অত্যন্ত দাতা এবং দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি আমার চিন্তা ভাবনা এবং হয়রানি পেরেশানী দূর কর।" (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে অবশ্য বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি শয়নকালে উহা পড়ে, তার গৃহ চোর তস্কর হতে নিরাপদ ও হিফাযতে থাকবে। (বায়হাকী)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَهٗ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلاَّ بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلاَيَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরযি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইযনিহী ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা য়ুহীতুনা বিশাইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ ওয়াসিআ কুরসীইউহুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌যা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলীউল আযীম।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, তাঁহাকে নিদ্রা অথবা তন্দ্রা স্পর্শও করতে পারে না, আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করার ক্ষমতা কারো নাই। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি সবই জানেন, তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু

ছাড়া মানুষ তাঁর জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাঁর কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে, তিনি আসমান ও জমীন এবং তদমধ্যবর্তী সমুদয় বস্তু হেফাযত করতে কখনও ক্লান্ত হন না, তিনি উচ্চ এবং মহান।" (সূরাঃ বাকারাহ ২৫৫ আয়াত)

নামাযের পর অযীফা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামায অন্তে سُبْحَانَ اللّٰهِ সুবাহানাল্লাহ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার ৩৩ বার এবং–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"

যে একবার পাঠ করবে–তার সমুদ্রের ফেনারাশির মত পাপও ক্ষমা হয়ে যাবে। (সিহাহ সিত্তা)

মুনাজাতের জন্য হাত তোলা

নামায শেষে মুনাজাতের জন্য হাত তোলার বিশুদ্ধ দলীল নিম্নলিখিত কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে। যথা–মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, বায়হাকী, তাবারানী, কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আদঈয়াহ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ফারযুলবেআ, ফাতাওয়া-নাযীরীয়াহ এবং খাস ভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফরয নামায বাদ হাত তুলে মুনাজাত করার প্রমাণ মুসনাদে ইবনু সুন্নী, মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ, ইক্দুল মুফরাদ, ফাতাওয়া নাযীরীয়াহ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। অথচ

মুসলমানদের একদল লোক ফরয নামায বাদ হাত তুলে দু'আ করার মোটেই পক্ষপাতী নহেন। আবার অধিকাংশ লোক প্রত্যহ প্রত্যেক নামায বাদ হাত তুলে মুনাজাত করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে এবং তারা কোন নামায বাদ মুনাজাত ছাড়া বা ছেড়ে দেওয়া জায়েয মনে করে না। ইহা বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফরয নামায বাদ মাঝে মাঝে হাত তুলে মুনাজাত করার এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দেওয়ার প্রমাণ এসেছে। **আমার মনে হয় কোন পক্ষে বাড়াবাড়ি না করে মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করাই ভাল।**

কলকাতার মাওলানা আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, "প্রত্যেক নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ বলে একটিও সহীহ, যয়ীফ বা অন্য কোনরূপ হাদীস নেই। কিন্তু দু'আ করার ব্যাপারে বহু সহীহ ও যয়ীফ হাদীস আছে। সে জন্য প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা উচিত। তবে যেহেতু আল্লাহর রাসূল পাঁচ ওয়াক্তের প্রত্যেক ওয়াক্তে হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেজন্য কোন ওয়াক্তে দু'আ না করাও ভাল। যাতে করে কওলী ও ফেলী দু'রকম হাদীসের উপরে আমল হয়ে যায়। এটাই হলো কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসগণের নীতি।"

(আইনী তোহফা সলাতে মোস্তাফা, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

খুলনার মাওলানা মতিউর রহমান সাহেব লিখেছেন "প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা সম্পর্কে আহলে হাদীস আলেমগণের মধ্যেও মত বিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ সর্বদা হাত উঠাইয়া দু'আ করার বিরোধিতা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ অনুরূপ করাকে জায়েয বলিয়াছেন। বস্তুত এটা একটি শাব্দিক বিরোধ বলিয়াই আমি মনে করি। প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠাইয়া দু'আ করাকে অপরিহার্য মনে করা আদৌ সঙ্গত নহে। ইহার অপরিহার্যতা কোন সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত নাই। কিন্তু এটার বিপরীতও কোন হাদীসে বর্ণিত হয় নাই। পক্ষান্তরে সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে হাত উত্তোলন পূর্বক সর্বদা দু'আ করা অবশ্যই বিদ'আত পর্যায়ভুক্ত হবে। এরূপ করাকে ইমাম ইবনু তাইমিয়াও তাঁহার ফাতাওয়ায় (১-২০৮ পৃষ্ঠা) বিদ'আত বলিয়াছেন।

মোটকথা ফরজ নামাযের জামা'আতে ইমাম সালাম ফিরালে কিছু সময় বসে দু'আ-যিক্র করা সুন্নাত- ওয়াজিব বা ফরজ নয়। অবসর ও অবকাশ থাকলে বসে ইমামের সাথে দু'আ যিক্র করবে এবং প্রয়োজন হলে মুক্তাদী চলে যেতে পারবে। তাতে নামাযের কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। ইমাম সাহেবগণের মাঝে মধ্যে মুনাজাত ত্যাগ করা উচিত, যাতে অজ্ঞ লোকেরা এটাকে ফরজ বা অপরিহার্য বলে ধারণা না করতে পারে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য তুহ্ফাসহ তিরমিযী (১) ২৪৪-২৪৭ পৃষ্ঠা ও আল-মুস্তোফা ( ) ৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠায় ১০৪২ নং হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য। তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া ৩য় খণ্ড ৭১-৭২ পৃষ্ঠা।

মুনাজাত করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাজাত করার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় মিলিত করে খোলাভাবে আকাশ পানে মুখের সম্মুখে সিনা বরাবর উঠাতেন। অতঃপর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দু'আ করতেন।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, আহমাদ)

কোন কোন লোক মুনাজাতের সময় হাত ফাঁক করে অর্থাৎ দুই হাত আলাদা করে দু'আ করে থাকে। ইহা হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ, অতএব এরূপ করা অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুনাজাত করতে প্রথমে আল্লাহর হাম্‌দ এবং শেষে নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করবে সেই দু'আ অবশ্য কবুল হবে। (সিহাহ সিত্তা)

কুরআন এবং হাদীস শরীফে বহু প্রকার মুনাজাত ও দু'আর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে কতিপয় দু'আর উল্লেখ করা হলো।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ : রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্ নার।

অর্থ ঃ "প্রভু হে! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান কর এবং পরকালে মঙ্গল দান কর এবং আমাদেরকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে রক্ষা কর।"

(সূরাঃ বাকারাহ ২০১)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্ লাম তাগ্ফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থঃ "প্রভু হে! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং রহম না কর তবে আমরা অবশ্য ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।"

(সূরাঃ আরাফ ২২)

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَابِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুআখিযনা ইন নাসীনা আও আখতানা, রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইস্রান কামা হামাল-তাহু আলাল লাযীনা মিন কাবলিনা রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্ মিলনা মা-লা ত্বাকাতা লানা বিহী, ওয়াআফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ "প্রভু হে! যদি আমরা ভুল করি অথবা ভুলে যাই তবে তার জন্য তুমি আমাদেরকে ধৃত করো না, প্রভু হে! আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলে তেমন বোঝা আমাদের প্রতি চাপিওনা, প্রভু হে! আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা আমাদিগকে দিওনা এবং আমাদিগকে মুক্ত কর; ক্ষমা কর, রহম কর তুমি আমাদের মুনিব, অতএব কাফেরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরাঃ বাকারাহ ২৮৬)

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنَا فَارْحَمْنَا بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফারিজাল হাম্মি কাশিফাল গাম্মি মুজীবা দাওয়াতিল মুয্ত্বাররীনা রাহমানাদ দুন্য়া ওয়াল আখিরাত ওয়া রাহীমা হুমা আন্তা তারহামনা ফারহামনা বিরাহমাতিন তুগনীনা বিহা আর রাহমাতিম্মান সিওয়াক।

অর্থ ঃ "ওহে চিন্তা দূরকারী, ভাবনা মোচনকারী, নিরুপায়ের দু'আ কবুলকারী, ইহ্-পরকালে দয়া ও করুণা প্রদানকারী আল্লাহ! একমাত্র তুমিই আমায় রহমকারী, অতএব আমার প্রতি এমন রহম কর যাতে আমাকে তোমা ছাড়া অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا كَرْبًا اِلَّا نَفَّسْتَهُ وَلَا ضَرًّا اِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا اَدَّيْتَهُ وَلَا مَرَضًا اِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً لَنَا مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীমু সুব্হানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম আলহাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলা-মীনা, নাসআলুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল 'ইস্মাতা মিন কুল্লি যাম্বিন ওয়াল গানীমাতা মিনকুল্লি বিররিন ওয়াস্সালামাতা মিনকুল্লি ইছমিন লা তাদাআ লানা যাম্বান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্রাজতাহু, ওয়ালা কারবান ইল্লা নাফ্ফাসতাহু ওয়ালা যার্রান ইল্লা কাশাফতাহু ওয়ালা দাইনান ইল্লা আদ্দায়তাহু ওয়ালা মারযান ইল্লা শাফাইতাহু ওয়ালা

হাজাতাল্ লানা মিন হাওয়ায়িজিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতি হিয়া লাকা রিযান ইল্লা কাযায়তাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই, যিনি ধীরস্থির, দাতা, আল্লাহ পবিত্র, যিনি বিরাট আরশের অধীশ্বর, সমস্ত প্রশংসা সেই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য। আমরা কামনা করি তোমার করুণা, তোমার নিশ্চিত ক্ষমা এবং সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্রতা, সমস্ত নেকীর ভাণ্ডার, সমুদয় পাপরাশি থেকে নিরাপত্তা। প্রভু হে! আমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর করে দাও। আমাদের সমস্ত বিপদ অপসারিত করে দাও, আমাদের সমস্ত ক্ষতির বস্তু দূরীভূত করে দাও, আমাদের সমস্ত ঋণ ওয়াশীল করে দাও এবং আমাদের সমস্ত ব্যাধি আরোগ্য করে দাও এবং আমাদের ইহ-পরকালের যত প্রয়োজন যাতে তুমি রাজী আছ সে সব তুমি মিটিয়ে দাও, ওহে পরম ও চরম দয়ালু আল্লাহ!"(রাযীন)

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্সিন আকিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিয্ইদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সমস্ত কাজের শেষ ফলাফল মঙ্গলময় কর এবং আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা কর।"

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াক্।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তোমার হারাম বস্তু থেকে দূরে রেখে হালাল বস্তুকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তোমার করুণা দ্বারা আমাকে তোমা ভিন্ন অপর হতে অমুখাপেক্ষী কর। (তিরমিযী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যিকীদ দুনইয়া ওয়া যীকি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া এবং আখিরাতের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (হিযবুল আযম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন জাহ্দিল বালায়ি ওয়া দারকিশ্ শিকায়ি ওয়া সূ-ইল কাযায়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দায়ি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিপদের কষ্ট, খারাবীর সংস্পর্শ, মন্দ তকদীর এবং দুশমনের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"(আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ قَرِيْبٌ سَمِيْعٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনিনা ওয়াল মুমিনাত অল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত আল আহ্ইয়ায়ি মিনহুম ওয়াল আম্ওয়াত ইন্নাকা কারীবুন সামীউম মজীবুদ দা'ওয়াতি বিরাহমাতিকা ইয়া আর্হামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা, সমস্ত মুমিন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, এদের সমস্ত জীবিত এবং মৃতদেরকে ক্ষমা কর, তুমি অতীব নিকটতম শ্রবণকারী এবং দু'আ কবূলকারী, তোমার করুণা দ্বারা ক্ষমা কর, হে পরম করুণাময় আল্লাহ।

(সিহাহ সিত্তা)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরি খালকিহী ওয়াযিনাতা আরশহী মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌-হাবিহী আজমাঈন।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর আরশের ওজন সমতুল্য সালাত (শান্তি) নাযিল করুন এবং আহল আওলাদ ও সমুদয় সহচর বৃন্দের উপরেও।"

(আল-হিযবুল আযম)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা 'ইয়া-সিফুন ওয়া সালামুন্‌ আলাল মুরসালীন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ তারা যা বর্ণনা করে তোমার প্রভু তার চাইতেও সম্মানী এবং পবিত্র। আর সমস্ত পয়গম্বরদের প্রতি সালাম (শান্তি) অবতীর্ণ হোক এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" (সূরাঃ সাফ্‌ফাত ১৮০)

تنبيه

بعض الكتب المذكورة لم توجد في هذا الزمان مطبوعة وانما ذكرتها معتمدا علي من نقل من تلك الكتب

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে সমাপ্ত